আচার প্রবন্ধ।

আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃপ্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥

মনুসংহিতা।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলী
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

আচার প্রবন্ধ

আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃপ্রজাঃ ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং ॥

মনুসংহিতা ।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩০১ সাল ।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র ।

আচার প্রবন্ধ।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং ॥
মনুসংহিতা।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলী
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীমান ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তথা অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বটুকদেব মুখোপাধ্যায় তথা রামদেব মুখোপাধ্যায় তথা অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় তথা ভবদেব মুখোপাধ্যায় তথা গণদেব মুখোপাধ্যায় তথা কুমারদেব মুখোপাধ্যায় তথা সোমদেব মুখোপাধ্যায় তথা সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীমানেরা!

তোমরা কেহ আমার পৌত্র কেহ বা দৌহিত্র। পরম স্নেহের ভাজন। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার পালন ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্য্যকরী তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সজ্ঞান ও সভক্তিক শাস্ত্রশিক্ষার ত্রুটিতে দেশ মধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে। শাস্ত্র জ্ঞানের ও সদাচার পালনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই পরমধন তোমাদের মধ্যে অবিকৃতভাবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের আচার-শিক্ষার আনুকূল্যে এবং স্বজাতীয় পরম-পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। তোমাদেরই নামে আশীর্ব্বাদী দিলাম ইতি।

চুঁচুড়া
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪।

শুভাকাঙ্ক্ষী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

ব্রত পূজাদির তালিকা।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
বৈশাখ শুক্লপ্রতিপদ	ক্ষীরপ্রতিপদ	ব্রাহ্মণ	এক বৎসর প্রতি শুক্লপ্রতিপদে ব্রাহ্মণকে ক্ষীরভোজন করাইতে হয়। নীচজাতীয়েরা ও স্ত্রীলোকেরা উৎকর্ষ পাইবার জন্য এই ব্রত করিতেন (অপ্রচলিত)।
,, শুক্লতৃতীয়া	অক্ষয় তৃতীয়া	বিষ্ণু	সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল কর্ণাটে ঐ পর্ব্বের নাম 'বলরাম জয়ন্তী'। কর্ণাটবাসীরা ঐ দিনে বলরামের পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ঐ দিনে কেবল ব্রাহ্মণকে যব খাওয়াইবার এবং যবশ্রাদ্ধ ও জলদান ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি করিবার বিধি আছে। চন্দনযাত্রা প্রয়োগ এই দিনে হয়। বঙ্গদেশ ও মিথিলার লোকে বলে যে এই তিথিতে সত্যযুগের উৎপত্তি, আকাশগঙ্গার হিমাচলে অবতরণ ও নারায়ণ কর্ত্তৃক যবের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তৈলঙ্গ ও কচ্ছবাসীদিগের মতে ঐ দিনে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি এবং পরশুরামের জন্মতিথি, উঁহারা ঐ দিনে পরশুরামের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিয়া থাকেন।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
বৈশাখ শুক্লসপ্তমী	জহ্নু সপ্তমী	গঙ্গা	কাশ্মীর ও নেপাল ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। জং বেগং হুতে-গোপয়তীতি জহ্নুঃ। ভগলপুর জেলার যেখানে গঙ্গাগর্ভে তিনটি পাহাড় দেখা যায় তথায় জহ্নু রাজর্ষির আশ্রম ছিল।
শুক্লচতুর্দ্দশী	নৃসিংহ চতুর্দ্দশী	নৃসিংহরূপী বিষ্ণু	নেপাল, দ্রাবিড় ও মিথিলা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রচলিত। সর্ব্বকাম প্রাপ্তি কামনায় মধ্যাহ্নে নৃসিংহের পূজা করিয়া উপবাসী থাকিতে হয়।
পূর্ণিমা	চন্দনযাত্রা ফুলদোল	বিষ্ণু	কেবল বঙ্গদেশেই হয়। দ্রাবিড়ে ও তৈলঙ্গে ঐ তিথিকে ব্যাস পূর্ণিমা বলে। ব্যাসদেবের পূজা ও দধার দান হইয়া থাকে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে কূর্ম্মজয়ন্তী বলে। ঐ দিনে তথায় বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে।
কৃষ্ণাষ্টমী	ত্রিলোচনাষ্টমী	শিব	বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভিন্ন আর কোথাও প্রচলিত নাই। মহারাষ্ট্রে ইহার নাম শীতলাষ্টমী এবং গুজরাটে কালাষ্টমী, সুতরাং ঐ দুই স্থানে এই দিনে যথাক্রমে শীতলা ও শিবের পূজা হইয়া থাকে।

বৈশাখ	কৃষ্ণচতুর্দ্দশী	সাবিত্রী চতুর্দ্দশী	সাবিত্রী সত্যবান	বাঙ্গালা, অন্ধ্র, উৎকল ও মিথিলায় একই দিনে এই ব্রত হয়, কেবল বিশেষ এই যে, অন্ধ্র ও মিথিলায় ইহাকে বটসাবিত্রী বলে। বটসাবিত্রী ব্রত দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ও গুজরাট প্রদেশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। পূজার প্রকরণ প্রায় একরূপ।
জ্যৈষ্ঠ	শুক্লতৃতীয়া	রম্ভাব্রত	হরগৌরী	বাঙ্গালা, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গ এই কয়টি প্রদেশে প্রচলিত। এই পর্ব্বের দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদে দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে বৌদ্ধ ও কল্কী-জয়ন্তী নামে একটী পর্ব্ব আছে। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে বুদ্ধ ও কল্কীর পূজা এবং স্নান দানাদি কার্য্য হইয়া থাকে।
	শুক্লচতুর্দ্দশী	উমা চতুর্থী	উমা	কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত। ইহাই উমাজয়ন্তী বা উমা দেবীর জন্ম দিন। সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা এই জন্য রাশিচক্রের সর্ব্বশেষভাগে তাঁহার স্থান এবং সেই শেষভাগ হিমালয়ের ঠিক ঊর্দ্ধবর্ত্তী।
	শুক্লষষ্ঠী	আরণ্য ষষ্ঠী	ষষ্ঠী	কেবল বাঙ্গালায় এই পূজা হয়। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলিঙ্গে ইহার পূর্ব্ব দিনে আরণ্য-গৌরী নামে একটী পর্ব্ব আছে। উৎকলে এই ষষ্ঠীর দিনেই শীতলাষষ্ঠী। এই দিন স্ত্রী-

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
			লোকেরা পাখা হাতে বনে যাইয়া ষষ্ঠী অথবা গৌরীর পূজা করে। এই দিনে জামাতার সমাদর অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ। আরণ্য ষষ্ঠী ব্রত কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৃত-বৎসার জীবৎ সন্তান হইলে তাহাকে বৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে হয়।
জ্যৈষ্ঠ শুক্লদশমী	দশহরা	গঙ্গা	সর্ব্বদেশে প্রচলিত। বাঙ্গালা ও উৎকলে গঙ্গা পূজার সঙ্গে মনসা পূজাও করিয়া থাকে। এই দিনে গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং গঙ্গার অবতরণ এই দিনে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হিমানী-সংঘাত দ্রবীভূত হইয়া গঙ্গায় যে জল বৃদ্ধি হয় স্থূলতঃ তাহা দশহরার সময় হইতেই হয় বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গঙ্গার জল বৃদ্ধি যে পর্ব্বাহসূচক হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। মিশরে নীল নদের জল বৃদ্ধি আরম্ভ হইলেই তথায় লোকে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়। যে স্থলে অন্য জাতীয়েরা উৎসব করে ভারত-বাসীরা সেস্থলে উপবাস ও পূজা করিতে শিক্ষিত।

,,	পূর্ণিমা	স্নানযাত্রা	জগন্নাথ দেবের স্নান, বিষ্ণু পূজা	এই দিনে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়াদি আর সর্ব্বত্রই এই তিথিকে মন্বাদি বলে।
আষাঢ়	শুক্লদ্বিতীয়া	রথযাত্রা	জগন্নাথ দেবের রথারোহণ, বিষ্ণুপূজা	বাঙ্গালা, জম্বু, মহারাষ্ট্র ও উৎকলে প্রচলিত। এই দ্বিতীয়ায় বাঙ্গালায় মনোরথ দ্বিতীয়ার ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতের পূজ্য দেবতা কৃষ্ণ। দ্রাবিড়ে ও তৈলিঙ্গে ইহাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। রথযাত্রা যে সূর্য্যের উত্তরায়ণের সীমাপ্রাপ্তির পর দক্ষিণায়নে সঞ্চরণ সূচক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।
,,	শুক্ল দশমী	আশাদশমী	আশাদেবী	ভবিষ্যোত্তর পুরাণে উক্ত। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। দময়ন্তী নলকে পুনর্ব্বার পাইবার জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন।
,,	শুক্লৈকাদশী	শয়নৈকাদশী	বিষ্ণু	সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই তিথিতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়, কর্ণাট ও তৈলিঙ্গে ঐ দিনে গোপদ্ম ব্রত করে; বিষ্ণু ঐ ব্রতের পূজ্য দেবতা। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দিনে কোকিলাব্রত করিয়া থাকে; গৌরী এই ব্রতের উপাস্য দেবতা।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
আষাঢ় কৃষ্ণপঞ্চমী	নাগপঞ্চমী	অষ্টনাগসহ মনসা।	কেবল বাঙ্গালা ও উৎকলে প্রচলিত। মিথিলায় ইহাকে মৌনীপঞ্চমী কহে। শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহই দাক্ষিণাত্যে একটা না একটা ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রচলিত এবং কোনটী অপ্রচলিত। ঐ সকল ব্রতের কোনটিতে বিষ্ণু, কোনটিতে নাগ ও কোনটিতে গণেশের পূজা হইয়া থাকে। এই নাগও গণেশ উপলক্ষে সমারোহ যথেষ্ট হয়।
শ্রাবণ শুক্লপঞ্চমী	নাগপঞ্চমী	সাষ্টনাগ মনসা	সর্ব্বত্র প্রচলিত। কর্ণাটে এই দিনে চিত্রনেমী নামে ব্রত এবং দ্রাবিড় ও উৎকলে ইহাকে শুক্লপঞ্চমী বলে এবং গৌরী ও লক্ষ্মী পূজা করে।
” পূর্ণিমা	উপাকর্ম্ম	বেদের কাণ্ডবিশেষের অধ্যয়ন এবং তদঙ্গ পূজাদি	বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রচলিত। নেপাল, জম্বু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মিথিলায় ঋষিতর্পণী বলিয়া এই দিনে ঋষিতর্পণ করে। মহারাষ্ট্র ও তৈলিঙ্গে এই তিথিতে হয়গ্রীবের উৎপত্তি বলিয়া হয়গ্রীবের পূজা করিয়া থাকে। উৎকলে বলভদ্রের উৎপত্তি বলিয়া বলভদ্রের পূজা করে।

শ্রাবণ	কৃষ্ণদ্বিতীয়া	অশূন্যশয়ন ব্রত	বিষ্ণু	বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র ও মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে ঐ ব্রতই গৌণ ভাদ্র কৃষ্ণদ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
"	কৃষ্ণাষ্টমী	জন্মাষ্টমী	শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আবরণ বাসুদেব প্রভৃতির পূজা	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
"	কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী	অঘোরচতুর্দ্দশী	শিব	বাঙ্গালায় প্রচলিত। জম্বু ও কাশ্মীরে এই ব্রতের নাম ভদ্রকালী চতুর্দ্দশী এবং তথায় কালীর পূজা হয়। মিথিলায় মহাভৈরবের পূজা হয়।
"	অমাবস্যা	অলোকামাবস্যা	লক্ষ্মী নারায়ণ	বাঙ্গালায় প্রচলিত। নেপাল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে উহাকে কুশোত্তলনী বলে। আমাদের দেশেও ঐ দিনে কুশোত্তলন করিয়া থাকে।
ভাদ্র	শুক্লতৃতীয়া	হরিতালিকাব্রত	ভবানীশঙ্কর	সর্ব্বত্র প্রচলিত। দ্রাবিড়ে, ত্রৈলিঙ্গে বলরামজয়ন্তী ও স্বর্ণগৌরী এবং কর্ণাটে কেবল স্বর্ণগৌরী। উৎকলে গৌরীব্রত, মহারাষ্ট্রে এই দিনকে বরাহজয়ন্তীও বলে, মিথিলায় মন্বাপি বলে।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী	শিবাচতুর্থী ব্রত	শিবশিবা	এই দিনে বাঙ্গালায় শিবাচতুর্থী; পঞ্জাব ও কাশ্মীরে গণেশের জন্মোৎসব; কর্ণাট, গুজরাট, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসীতে সিদ্ধিবিনায়ক ও গণেশ্বর ব্রত করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসের এই চতুর্থী ও পরবর্ত্তী কৃষ্ণাচতুর্থীকে নষ্টচন্দ্র বলে। ঐ দিনে চন্দ্রদর্শন নিষেধ।
" শুক্ল পঞ্চমী	ঋষিপঞ্চমী	সপ্তর্ষি	সর্ব্বত্র প্রচলিত। অরুন্ধতীর সহিত সপ্তর্ষির পূজা করিতে হয়। সপ্তবর্ষসাধ্য ব্রত। ঐ দিন আলেখ্য পঞ্চমী নামে আর একটি ব্রতের বিধি আছে। ঐ ব্রতে তক্ষকাদি নাগের তুষ্টিসাধন জন্য ব্রাহ্মণের চিত্র করিয়া পূজা করিতে হয়। (উহা এক্ষণে অপ্রচলিত)
" শুক্ল ষষ্ঠী	চপেটাষষ্ঠী	ষষ্ঠী	বাঙ্গালায় চপেটা ষষ্ঠী। মিথিলায় পর্পট ষষ্ঠী। মহারাষ্ট্রে সূর্য্য ষষ্ঠী। অন্যত্র প্রচলিত নহে।
" শুক্ল সপ্তমী	কুক্কুটী বা ললিতাসপ্তমী	দুর্গা শিব	বাঙ্গালায় ও উৎকলে ললিতাসপ্তমী। গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে কেবল ঐ দিনে গৌরী ব্রত করিয়া থাকে। দ্রাবিড়ে ও তৈলিঙ্গে অমুক্তাভরণ ব্রত—দেবকী মৃতবৎসা দোষ শান্তির জন্য ভবিষ্য পুরাণোক্ত এই ব্রত করিয়া-

				ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ঐ তিথিতে অচলাসপ্তমী, ফলসপ্তমী, পুত্রসপ্তমী ও অনন্তফলসপ্তমী নামে কয়েকটী ব্রত হয়। সকলগুলিতেই সূর্য্যের পূজা। অচলাসপ্তমী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে, অপরগুলি অপ্রচলিত।
ভাদ্র	শুক্ল অষ্টমী	দুর্ব্বাষ্টমী	লক্ষ্মীনারায়ণ ও দুর্ব্বা।	বাঙ্গালায় দুর্ব্বাষ্টমী। কাশ্মীরে ঐ দিন হইতে চতুর্দ্দশীর মধ্যে যে দিন হউক এক দিন মহালক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে ষষ্ঠীর দিন গৌরীর আবাহন করিয়া সপ্তমীতে পূজা করিয়া অষ্টমীতে বিসর্জ্জন এবং তদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণা পূজা ও মহালক্ষ্মীর যাত্রা মহাসমারোহে করিয়া থাকে। কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিনে জ্যেষ্ঠা ব্রত এবং উৎকলে ও বাঙ্গালায় ঐ দিনকে দুর্গাষ্টমী বলিয়া লক্ষ্মী ও দুর্গার পূজা এবং রাধাজন্মাষ্টমী বলিয়া রাধার পূজা করিয়া থাকে। মিথিলায় ঐ দিন গোষ্ঠাষ্টমী হয় এবং মহালক্ষ্মীর কথা শ্রবণাদি হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে ঐ দিনে জ্যেষ্ঠাব্রত করিয়া থাকে। পুত্র পৌত্রাদি লাভ কামনায় হবিষ্যাশী হইয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যেষ্ঠাদেবীর তিন দিন পূজা করিতে হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমার স্তব মিশ্রিত হইয়া ইহাঁর স্তব।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
ভাদ্র শুক্ল নবমী	তাল নবমী	সলক্ষ্মীক নারায়ণ	কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত।
,, শুক্লদশমী	দশাবতার ব্রত	দশাবতারের পূজা	কেবল দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
,, শুক্লৈকাদশী	পার্শ্বপরিবর্ত্তনৈকাদশী	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশে প্রচলিত।
,, শুক্লদ্বাদশী (শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত)	শ্রবণাদ্বাদশী	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। মহারাষ্ট্রে বামন জয়ন্তী। গুজরাট, জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ইহাকে বামন দ্বাদশী বলিয়া এই দিনে বামন দেবের পূজা করিয়া থাকে।
,, শুক্ল চতুর্দ্দশী	অনন্ত ব্রত	অনন্তদেব বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
,, পূর্ণিমা	উমামহেশ্বর ব্রত	শিবগৌরী	দ্রাবিড়, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে প্রচলিত।
,, কৃষ্ণপ্রতিপদ	অপর পক্ষ আরম্ভ	শ্রাদ্ধতর্পণাদি	প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপরপক্ষ। অমাবস্যা মহালয়ামাবস্যা বলিয়া উক্ত। অপরপক্ষকৃত্য সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ	নবরাত্র্যারম্ভ	দুর্গা	প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন নবরাত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোন প্রদেশে দুর্গাপ্রতিমা পূজার নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া

নয় দিন যাবৎ প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটস্থাপন, দেবীর পূজা ও চণ্ডী পাঠাদির বিধি আছে। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড়ে বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুর পূজা, পঞ্চমীর দিন উপাঙ্গললিতা-

ব্রত, সপ্তমীর দিন পুস্তক-মণ্ডল ও সরস্বতীর পূজা, অষ্টমীর দিন দুর্গাষ্টমী বলিয়া দুর্গার পূজা এবং মহানবমীতে অশ্ব আয়ুধাদির পূজার বিধি আছে। নেপালে সপ্তমীর দিন পত্রিকার প্রবেশন, অষ্টমী ও নবমীর দিন মহাষ্টমী ও মহানবমীকৃত্য দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। জম্মুতে ঐ নবরাত্রির মধ্যে সরস্বতীশয়ন বলিয়া একটী পর্ব্ব আছে। অপিচ, দুর্গাষ্টমীর দিন দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহানবমীর দিন তথায় মন্বাদি বলিয়া উক্ত হয়। পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে এতদুপলক্ষে সরস্বতী ও দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ঐ সময়ে সরস্বতী ও দুর্গার পূজা এবং সরস্বতীর নিকট বলিদান ও সরস্বতীর বিসর্জ্জন হয়। মহানবমী এখানেও মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ললিতা ও বৈনায়কী ব্রত এবং মাতামহ শ্রাদ্ধের বিধি আছে। কর্ণাটে বেদাদি পাঠ, উপাঙ্গললিতাব্রত, সরস্বতী, দুর্গা ও অশ্ব আয়ুধাদির পূজা হয়। গুজরাটে মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা এবং অশ্বায়ুধাদির পূজা-বিধি আছে; অধিকন্তু বিনায়ক ও ললিতা ব্রত এবং মাতামহ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ত্রৈলিঙ্গে দুর্গা ও সরস্বতীর পূজা, উপাঙ্গ ললিতা ও স্নানবৃদ্ধি গৌরীব্রত হয়। মহানবমীকে মন্বাদি বলে এবং দুর্গাষ্টমী কালি-কাষ্টমী নামে তথায় অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলে দুর্গা পূজা, মহাষ্টমীর দিন মহা-ষ্টমীব্রত এবং মহানিশায় বলিদানাদির নিয়ম আছে। মিথিলায় প্রতিপদের দিন কলস স্থাপন করিয়া দ্বিতীয়ার দিন কেশান্তর পূজা করে। ষষ্ঠীর দিন গজপূজা ও বিল্বাভিমন্ত্রণ, সপ্তমীর দিন পত্রিকাপ্রবেশন, অষ্টমীর দিন মহাষ্টমী ব্রত এবং মহানবমীর দিন ত্রিশূ-লিনী পূজার বিধি আছে। মহানবমী এখানে মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিজয়া-দশমীকৃত্য সর্ব্বত্রই আছে। দ্রাবিড়ে ঐ দিনে দ্বিদল ব্রতারম্ভ হয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ঐ দিনকে বৌদ্ধজয়ন্তী বলে। মিথিলায় ঐ দিনে অপরাজিতা পূজা হইয়া থাকে।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
আশ্বিন পূর্ণিমা	কোজাগর ব্রত	লক্ষ্মী	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। রাত্রিতে লক্ষ্মীর পূজা ও নারিকেলোদকাদি পান করিবার বিধি। এই দিনে শক্রব্রত নামক একটি ব্রতের অনুষ্ঠানের বিধি আছে। উক্ত ব্রত এই পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া বর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি কামনায় করিতে হয়। পূজ্য দেবতা ইন্দ্র। (অপ্রচলিত)।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশী	ভূতচতুর্দ্দশীকৃত্য	চতুর্দ্দশযম	বাঙ্গালায় এতদুপলক্ষে চতুর্দ্দশ যমের পূজা, অপামার্গ ভ্রামণ, উল্কাদান, চতুর্দ্দশ শাক ভোজন ও দীপদানাদি হইয়া থাকে। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে এই চতুর্দ্দশীকে নরকচতুর্দ্দশী বলে। এই দিনে তথায় যমাদির তর্পণ করা হইয়া থাকে। উৎকলে যমাদির তর্পণ ও অপামার্গভ্রামণ হয়।
অমাবস্যা	শ্যামাপূজা	কালী	বাঙ্গালায় এই দিন দীপান্বিতাকৃত্য হয়। প্রদোষে লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা আছে। এই লক্ষ্মীপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত, কেবল দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ইহার নাম ধনলক্ষ্মী পূজা।

কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ	দ্যূতপ্রতিপদ	বলিরাজ	দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে এই তিথিতে বলীন্দ্র (বলিরাজার) পূজা হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট এবং গুজরাটেও বলি পূজার বিধি আছে; অধিকন্তু ঐ সকল স্থানে গোক্রীড়া বলিয়া একটি পর্ব্ব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কর্ণাটে দীপাবলী দান ও কামধেনুর পূজা এবং ত্রৈলিঙ্গে কেবল দীপাবলী দান হইয়া থাকে। নেপাল ও উৎকলে ঐ দিনে গোবর্দ্ধনপূজা হয়। জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ঐ দিনে অন্নকুট বলিয়া একটি পর্ব্ব আছে। মিথিলায় গোক্রীড়া ও বহ্ন্যুত্থান হইয়া থাকে।
,, শুক্লদ্বিতীয়া	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্ত	সর্ব্বত্র প্রচলিত। বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভগিনীর পূজা করিতে হয় ও তাঁহার স্থানে আহারাদি গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দিনে পুষ্পদ্বিতীয়া নামে একটী ব্রতের বিধি আছে। উক্ত ব্রতে বেদজ্ঞত্ব, অরোগিতা এবং বংশবৃদ্ধি কামনায় পুষ্পমাত্র খাইয়া অশ্বিনীকুমারের পূজা করিতে হয়। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত। বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে এই দ্বিতীয়াকে যমদ্বিতীয়াও কহে। উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গরাজ প্রভুর যাত্রা বলিয়া একটি পর্ব্ব আছে।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী	গোষ্ঠাষ্টমী	ধেনু	দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ ও উৎকলে ঐ দিনে গো-পূজার বিধি আছে। গোরুর পূজা ও অনুগমন করিতে হয়। জম্বু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রে ঐ দিনকে গোপাষ্টমী বলে।
,, শুক্ল নবমী	দুর্গানবমী, পিষ্টায় ব্রত	জগদ্ধাত্রী	বাঙ্গালা ও মিথিলায় এই পূজা প্রচলিত। নেপালে ঐ তিথিকে কুষ্মাণ্ডনবমী বলে। জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে 'পরিক্রমণ' বলিয়া একটি পর্ব্ব হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও তৈলঙ্গে ঐ দিন কৃতযুগাদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মিথিলা, বাঙ্গালা ও উৎকলে ঐ দিনকে ত্রেতাযুগাদি বলে। মিথিলায় উক্ত নবমী অমলক নবমী বা ধাত্রী নবমী নামেও উক্ত হইয়া থাকে। উৎকলে ঐ দিনে অক্ষয়া নবমী ব্রত বলিয়া একটি ব্রতও হয় এবং রাসযাত্রা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে এই দিনে বিষ্ণুপূজা ও কুষ্মাণ্ডদান হইয়া থাকে
,, শুক্লৈকাদশী	উত্থানৈকাদশী ব্রত	বিষ্ণু	এই দিন ভগবান বিষ্ণু শয়ন ত্যাগ করেন বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। দ্রাবিড়, নেপাল ও জম্বু ভিন্ন আর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। পঞ্জাবে ঐ দিনকে হরিপ্রবোধিনী এবং কাশ্মীর, গুজরাট ও কর্ণাটে প্রবোধিনী বলে। অধিকন্তু, ঐ দিন

				পঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে ভীষ্মপঞ্চক, উৎকলে বকপঞ্চক বা ভীষ্মপঞ্চক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ত্রৈলিঙ্গ ও উৎকলে তৎপরদিনে (উত্থান দ্বাদশী দিনে) চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ একাদশীর দিনে মহারাষ্ট্রে তুলসীবিবাহ প্রবোধিনী, কর্ণাটে পুষ্পবৃন্দাবনোৎসব, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ক্ষীরাব্ধিপূজা এবং উৎকলে উত্থানযাত্রা পর্ব্ব হয়। মিথিলায় উক্ত দিন দেবোত্থানৈকাদশী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গুজরাটে উত্থানদ্বাদশীর দিন তুলসীবিবাহ হয়।
,,	শুক্লচতুর্দ্দশী	পাষাণচতুর্দ্দশী ব্রত	গৌরী	বাঙ্গালায় পাষাণ চতুর্দ্দশী। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী। শিব বা বিষ্ণুর পূজা হয়। দক্ষিণ ভারতে ইহাকে ব্রহ্মকূর্চ্চ বলে। উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গরাজের উত্থান-যাত্রা হইয়া থাকে।
,,	পূর্ণিমা	রাসপূর্ণিমা	বিষ্ণু	বাঙ্গালা ও উৎকলে রাসযাত্রা। দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ তিথিকে ব্যাসপূর্ণিমা বলিয়া ব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ ও মিথিলায় উহা ত্রিপুরারি বলিয়া উক্ত হয়। মিথিলায় ঐ দিন সর্ব্বদেবের উত্থান দিন বলিয়া অভিহিত হইয়া

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
			থাকে। উৎকলে ঐ দিনে রাসযাত্রা সমাপ্তি এবং গোস্বামীমতে ধাত্রীব্রত হয়। দাক্ষিণাত্যে ঐ দিনে ত্রিপুরোৎসব নামে মহাদেবের পূজা ও সায়ংকালে দীপদান হয়।
অগ্রহায়ণ শুক্লপঞ্চমী	প্রাবরণযাত্রা	বিষ্ণু	কেবল বঙ্গে। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গে ঐ দিনে বদরী গৌরীব্রত, মহারাষ্ট্রে নাগপঞ্চমী এবং উৎকলে শুক্লপঞ্চমী ব্রত হয়।
” শুক্লষষ্ঠী	গুহষষ্ঠী	কার্ত্তিকেয়	কেবল বঙ্গে। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও তৈলঙ্গে উহাকে চম্পাষষ্ঠী বলে। মহারাষ্ট্রে স্কন্দষষ্ঠীও বলিয়া থাকে।
” শুক্ল সপ্তমী			এই দিনের কৃত্য অনেকগুলি ব্রত অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথা—চিত্রভানুব্রত, (অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা)। শৈলব্রত, সরিদ্‌ব্রত, মুনিব্রত (কোন অভীষ্ট শৈল, নদী বা মুনির পূজা)। বায়ুব্রত (বায়ুর পূজা)। সুগতিব্রত (ইন্দ্রের পূজা)। সপ্তমী লোকব্রত (সপ্তলোকের পূজা) ভাস্করব্রত (সূর্য্যের পূজা)। বহ্নিব্রত (অগ্নির পূজা)।

অগ্রহায়ণ শুক্ল দ্বাদশী	অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত	বিষ্ণু	বঙ্গ, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে প্রচলিত। দ্রাবিড়ে ঐ দিন এবং ত্রৈলিঙ্গে তৎপরদিনকে হনুমৎ জয়ন্তী বলে। মিথিলায় কেশব দ্বাদশী এবং উৎকলে খঞ্জন দ্বাদশী বলে।
,, কৃষ্ণাষ্টমী	অষ্টকাশ্রাদ্ধ পূপাষ্টকা	পিতৃদেবতা	বঙ্গ, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ, উৎকল ও মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ঐ তিথিকে কালভৈরবাষ্টমী বলিয়া থাকে। উৎকল ও মিথিলায় অষ্টকাশ্রাদ্ধের পরদিন অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ এবং তৎপর দিন উৎকলে উপাষ্টকাশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।
পৌষ শুক্লাষ্টমী	অন্নপূর্ণাষ্টমীব্রত	অন্নপূর্ণা	মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। গুজরাটে দুর্গাষ্টমী, ত্রৈলিঙ্গে সাবিত্রী গৌরী, উৎকলে ভদ্রাষ্টমী, মিথিলায় অষ্টলক্ষ্মাষ্টমী।
„ পূর্ণিমা	স্নানযাত্রা	বিষ্ণু	বাঙ্গালায় ও উৎকলে।
„ কৃষ্ণাষ্টমী	মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ	পিতৃদেবতা	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
„ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী	রটন্তী চতুর্দ্দশী	রটন্তীকালিকাপূজা	কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত।
মাঘ শুক্লচতুর্থী	বরদাচতুর্থী	গৌরী	বিনায়ক ব্রত বলিয়া এই দিনে বাঙ্গালা ও মিথিলায় গণেশের ও বারাণসী প্রদেশে ঢুণ্ঢিরাজ গণেশের পূজা হয়। দ্রাবিড়ে এই তিথিকে তিলচতুর্থী ও মহারাষ্ট্রে কুন্দচতুর্থী বলে।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
মাঘ শুক্ল পঞ্চমী	শ্রীপঞ্চমী	সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূজা	বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত। ত্রৈলিঙ্গে ও দ্রাবিড়ে ঐ দিনকে লক্ষ্মীপঞ্চমী বলে। অন্যত্র বসন্তপঞ্চমী বলিয়া থাকে ও বিষ্ণুর পূজা করে।
" শুক্লষষ্ঠী	শীতলাষষ্ঠী	ষষ্ঠী	বঙ্গে শীতলাষষ্ঠী, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে কুমারষষ্ঠী।
" শুক্ল সপ্তমী	আরোগ্য সপ্তমী	সূর্য্য	বঙ্গে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে রথসপ্তমী (সূর্য্যের পূজা) নেপাল কাশ্মীর ও পঞ্জাবে অচলা সপ্তমী (মহাদেবের পূজা)।
" শুক্লাষ্টমী	ভীষ্মাষ্টমী,	ভীষ্ম	ভীষ্মের তর্পণ করিতে হয়। সর্ব্বত্র প্রচলিত।
" শুক্লৈকাদশী	ভৈমীএকাদশী		বাঙ্গালা, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ, মিথিলা ও উৎকলে ঐ নাম। নেপালে ভীমা, পঞ্জাবে, মোহিনী, কাশ্মীরে বোম্‌সোন্দদছ অর্থাৎ ভৈমী, জম্বুতে সুমোহিনী ভীমা, এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে জয়া। এই একাদশীর পর দিন দ্বাদশীকে বাঙ্গালা ও উৎকলে বরাহ দ্বাদশী বলে।
" পূর্ণিমা	সোমব্রত	চন্দ্র	চন্দ্রের পূজা করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গরু দান করিতে হয়। অপ্রচলিত)।

ফাল্গুন শুক্ল সপ্তমী	ত্রিগতি সপ্তমী	সূর্য্য	বর্ষব্যাপী ব্রত। চারি মাস উক্ত তিথিতে গোময় খাইবার বিধি। পরের চারিমাস গোমূত্র ও শেষ চারি মাস ক্ষীর। (অপ্রচলিত)।
শুক্ল দ্বাদশী	সুগতি ব্রত	বিষ্ণু	বর্ষব্যাপী। উর্দ্ধগতি কামনায় একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা করতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে হয়। (অপ্রচলিত)। পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হইলে, বাঙ্গলা ও মিথিলায় এই দ্বাদশীকে গোবিন্দ দ্বাদশী ও উৎকলে ইহাকে নরসিংহ দ্বাদশী বলে।
শুক্ল ত্রয়োদশী	ত্রয়োদশী ব্রত	বিষ্ণু ও লক্ষ্মী	পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় বন্ধ্যার এই ব্রত করিবার বিধি। অষ্টদল পদ্মে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা পূর্ব্বক নবনীত দ্বারা কপিথ প্রমাণ পিণ্ড করিয়া স্বামী সহ 'যস্ত্বরাত্মা ভূতানাং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে উহা ভক্ষণ করিতে হয়। (অপ্রচলিত)।
পূর্ণিমা	দোলযাত্রা	শ্রীকৃষ্ণ	বাঙ্গালা ও উৎকলে দোল, অন্যত্র হোলিকোৎসব বলিয়া প্রচলিত। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট, উৎকল ও মিথিলায় এই দিন মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মিথিলায় এই দিনকে কলিযুগাদ্যাও কহে।

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
„ কৃষ্ণাষ্টমী	শাকাষ্টকা	শাকদ্বারা পিত্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।	বঙ্গ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গে এই দিনে সীতাব্রত নামে ব্রত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্রে ঐ দিন জানকীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হয়। অযুতে এই দিনকে জানকী অষ্টমী বলে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে উহাকে কালাষ্টমীও বলিয়া থাকে এবং কালভৈরবের পূজা করে। কাশ্মীরে 'হোরাষ্টঠংহেরৎ' অর্থাৎ গৃহ পরিষ্কার করিবার দিন বলিয়া থাকে।
„ কৃষ্ণত্রয়োদশী	বারুণী	গঙ্গাস্নান ও দানাদি	বঙ্গ, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও কর্ণাট ব্যতীত আর সর্ব্বত্র প্রচলিত।
„ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী	শিবচতুর্দ্দশী	শিব	সর্ব্বত্র প্রচলিত।
চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ	নবরাত্রি ব্রত	গৌরী (তন্ত্রোক্ত)	বাঙ্গালা প্রদেশ, উৎকল ও মিথিলা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রচলিত। দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গে এই দিনে নিম্বফুল ভক্ষণ নামক ব্রত হইয়া থাকে।
„ শুক্ল দ্বিতীয়া	বুধব্রত	বুধ	বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের কামনায় করিতে হয়। এই দিনে প্রকৃতি পুরুষ ব্রত নামে একটি ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে; উহাতে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। উভয় ব্রতই এক্ষণে অপ্রচলিত।

” শুক্ল পঞ্চমী	পঞ্চমহাভূত ব্রত	পঞ্চমহাভূত	দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গে লক্ষ্মীপঞ্চমী এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ইহাকে সরস্বতী পঞ্চমী কহে। এই দিনে পঞ্চমহাভূতাত্মক বিষ্ণুর পূজা করিয়া পঞ্চমহাভূতের ব্রত করিতে হয়। (অপ্রচলিত)।
” শুক্ল ষষ্ঠী	বাসন্তীপূজারম্ভ	দুর্গা	কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত। দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ ও কর্ণাটে এই দিন স্কন্দষষ্ঠী এবং পঞ্জাব কাশ্মীর ও জম্বুতে গঙ্গাসপ্তমী নামে অভিহিত।
” শুক্লাষ্টমী	অন্নপূর্ণাপূজা	অন্নপূর্ণা	বঙ্গে প্রচলিত। পঞ্জাব এবং দ্রাবিড়, কর্ণাট, উৎকল, তৈলঙ্গ ও মিথিলায় এই দিনকে অশোকাষ্টমী, মহারাষ্ট্রে অন্নপূর্ণাষ্টমী এবং জম্বু কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাষ্টমী বলিয়া থাকে। এই দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান এবং শোক-রহিতা কামনায় অশোক কলিকাপানের বিধি আছে।
” শুক্ল নবমী	রামনবমী	শ্রীরামচন্দ্র	শ্রীরামচন্দ্রের পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত।
” শুক্ল ত্রয়োদশী	মদন ত্রয়োদশী	কন্দর্পের পূজা	বাঙ্গালা ও মিথিলায় মদনত্রয়োদশী; জম্বু, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহীশূর, তৈলঙ্গে ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী।
” পূর্ণিমা	রাসযাত্রা	বিষ্ণু	কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত; দ্রাবিড়ে এই পূর্ণিমাকে চিত্রাপূর্ণিমা এবং গুজরাটে হনুমজ্জয়ন্তী বলে ও হনুমানের পূজা করে; অন্যত্র প্রায় সর্ব্বত্র মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

মাস ও তিথি।	ব্রতের নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
প্রতিমাসীয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী	নক্তব্রত	মহাদেব	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
কার্ত্তিক বা শ্রাবণের শনিবার যুক্ত শুক্ল ত্রয়োদশী	শনিপ্রদোষ ব্রত	শনি	দিনে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষে শনির পূজা, মন্ত্র-জপ ও কথাশ্রবণ। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
সোমবারযুক্তামাবস্যা	সোমবত্যমাবস্যাব্রত	লক্ষ্মীনারায়ণ	দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। দ্বাদশবর্ষ সাধ্য।
শুক্ল সপ্তমী	সপ্তমী স্নাপন	রুদ্র ও সূর্য্য	মৃতবৎসার সন্তান হওয়ার পর সপ্তম মাসে অথবা প্রসবের পর যে কোন শুক্ল সপ্তমীতে কদলীর জলে প্রসূতির স্নাপন এবং তদনন্তর রক্তবর্ণ তণ্ডুল দিয়া পূজা ও পলাস সমিৎ ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবার বিধি আছে। (অপ্রচলিত)।
প্রতিমাসীয় একাদশী	একাদশী ব্রত	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। ব্রতের নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব সর্ব্বজন সাধারণ। উপবাসাশক্তের পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র আছে। কেবল বঙ্গে নবদ্বীপ ও মধ্য দেশীয় সমাজ এবং ভট্টপল্লী কলিকাতা প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত স্থান সমূহে বিধবার পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা নাই।

সংক্রান্তিকৃত্য।

মাস ও সংক্রান্তি।	ব্রত পূজা বা দান।	বিশেষ বক্তব্য।
বৈশাখে মহাবিষুব	শক্তু ও বারিপূর্ণ ঘটদান, প্রপাদান ও পিত্রাদির পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।	প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাঙ্গালায় দানসংক্রান্তি, ফুল সংক্রান্তি ও ধর্ম্মঘট ব্রত এই দিনে আরম্ভ হইয়া থাকে। সকলেরই পূজ্য দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ। এতদ্ব্যতীত মিষ্ট সংক্রান্তি, দাড়িম্ব সংক্রান্তি, মধুসংক্রান্তি, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি যোষিৎ প্রচলিত অনেকগুলি ব্রত ও এই দিনে আরম্ভ হয়। ফলসংক্রান্তি বলিয়া আর একটি ব্রতও এই দিনে আরম্ভ হইয়া থাকে। উহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দানমাত্র করিতে হয়, কোনরূপ পূজা বিধি নাই। দাক্ষিণাত্যে ধান্য-সংক্রান্তি, লবণসংক্রান্তি, ভোগসংক্রান্তি, রূপসংক্রান্তি, তেজঃসংক্রান্তি, সৌভাগ্যসংক্রান্তি, তাম্বূল-সংক্রান্তি, মনোরথসংক্রান্তি, অশোকসংক্রান্তি (রাত্রীপাতযুক্ত হইলে) আয়ুঃসংক্রান্তি ও ধনসংক্রান্তি ব্রত হইয়া থাকে। প্রায় সকল ব্রতগুলিতেই সূর্য্যের পূজা হয় এবং দানাদির ব্যবস্থা আছে। প্রপাদান (জলসত্র) প্রধানতঃ বৈশাখে আরম্ভ হইলেও শাস্ত্রমতে উহার কাল শিবরাত্রির দিন হইতে বর্ষার আগমন পর্য্যন্ত। নিকটে জলাশয় নাই এমন স্থানেই প্রপাদান করিতে হয়। চতুষ্পথই প্রপাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। ইহাতে তৃষ্ণার্ত্তকে যবাগু, পানা, শর্করোদক, সজলশক্তু, তাম্বূল প্রভৃতি দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র জল দান করিলেই হয়। ব্রাহ্মণের জন্য চিহ্ন দিয়া পৃথক পাত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

মাস ও সংক্রান্তি।	ব্রত পূজা বা দান।	বিশেষ বক্তব্য।
জ্যৈষ্ঠে বিষ্ণুপদী	স্নানদানাদি	এই দিনে প্রধানতঃ স্নানের ব্যবস্থা আছে। দাক্ষিণাত্যে উহার অধিকতর প্রচলন।
আষাঢ়ে ষড়শীতি	ঐ	প্রধানতঃ বস্ত্রাদি দানেরই বিধি। দাক্ষিণাত্যেই উহার সমধিক প্রচলন।
শ্রাবণে দক্ষিণায়ন	ঐ	ঘৃত ধেন্বাদি দান করিতে হয়। উক্তরূপ দানের প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। অধিকন্তু তথায় এই সংক্রান্তি দিনে ধান্যসংক্রান্তি ব্রত নামে একটি ব্রতের আরম্ভ হইয়া থাকে।
ভাদ্রে বিষ্ণুপদী	ঐ	প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে ছত্র সুবর্ণাদি দান হইয়া থাকে।
আশ্বিনে ষড়শীতি	ঐ	গৃহ বস্ত্রাদি দানেরই প্রাধান্য। প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক।
কার্ত্তিকে তুলাবিষুব	ঐ	তিল দুগ্ধাদি দান করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যেই এইরূপ দানের সমধিক প্রচলন। এই সংক্রান্তিতেও তথায় ধান্য-সংক্রান্তি ব্রত আরব্ধ হইতে পারে।

অগ্রহায়ণে বিষ্ণুপদী

প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে এই দিনে দীপাদি দান হয়। বাঙ্গালায় এই সংক্রান্তি দিনে কার্ত্তিকের ব্রত এবং পূজা, অন্ন সংক্রান্তি ও সর্ব্বজয়া ব্রত হইয়া থাকে। অন্নসংক্রান্তি ব্রতের পূজ্যদেবতা সলক্ষ্মীক বিষ্ণু, সর্ব্বজয়ার গৌরী।

পৌষে ষড়শীতি

বস্ত্রদানাদি দানের বিধি। দাক্ষিণাত্যেই উহার প্রচলন অধিক।

মাঘে উত্তরায়ণ

প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে তিল ধেনু এবং শীতনাশনহেতু ইন্ধনাদি দান হইয়া থাকে। বঙ্গে ঐ দিনে এবং অনেক স্থলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মকরস্থরবি যাবৎ শীতবস্ত্র দানের ব্যবহার আছে। ধান্যসংক্রান্তি ব্রত প্রভৃতি এই সংক্রান্তিতেই হয়। দাক্ষিণাত্যে দেবকী ও বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ নবনীত সহিত দধি ও মহা[illegible] দানের প্রচলন আছে।

ফাল্গুনে বিষ্ণুপদী

ধেনুকে জল ও তৃণদান করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যেই উহার সমধিক প্রচলন।

চৈত্রে ষড়শীতি

প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে ভূমি যানাদি দানের নিয়ম আছে।

বারকৃত্য।

বার।	ব্রত।	
রবিবার	রবিবার ব্রত	[illegible] সংবাদে দ্বাদশ মাসে [illegible] ব্রতচারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ [illegible] বিধি আছে। [illegible] বারে অনেকগুলি ব্রতের বিধি আছে, তন্মধ্যে আশাদিত্য ও দানক্রম ব্রত ব্যতীত আর সকলগুলিই অপ্রচলিত। দ্বাদশ মাস ব্যাপক আশাদিত্য ব্রত কুষ্ঠব্যাধি প্রশমন কামনায় করিতে হয়। এই দুই ব্রতের প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই অধিক।
সোমবার	সোমবার ব্রত	স্কন্দপুরাণোক্ত চতুর্দ্দশ-বর্ষব্যাপী উমামহেশ্বর পূজা। এই ব্রত গ্রহণ করিবার সময় শ্রাবণ, চৈত্র, বৈশাখ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সোমবার অথবা সোমবার মাত্রই। ইহাতে সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান সদৃশ স্কন্দ পুরাণোক্ত সীমন্তিনী ও চন্দ্রাঙ্গদ উপাখ্যান শুনিতে হয়। "এক ভক্ত সোমবার" ব্রত চৈত্র মাসের অষ্টমীযুক্ত সোমবারে আরম্ভ করিতে হয়। দাক্ষি-

শাস্ত্রেই ইহার প্রচলন। সোমব্রত, সোমাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি বার তিথি যোগের কয়েকটি ব্রত এক্ষণে অপ্রচলিত।

মঙ্গলবার	মঙ্গলবার ব্রত	মঙ্গলচণ্ডীর পূজা। ঋণমুক্তি কামনায় পুত্রার্থী এবং ধনার্থী ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহ দেবতারও পূজা করিবেন।
বুধবার	রাজরাজেশ্বর ব্রত	স্বাতী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী বুধবারে হইলে এই ব্রত হয়। পূজ্যদেবতা মহাদেব। (অপ্রচলিত)। বুধবার ব্রত বলিয়া কোন ব্রত নাই।
বৃহস্পতিবার	নরসিংহ ত্রয়োদশী ব্রত	ত্রয়োদশীযুক্ত বৃহস্পতিবারে এই ব্রতে নরসিংহের পূজা। পূর্ণিমাযুক্ত হইলে ঈশান ব্রত। (অপ্রচলিত)। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্রের শুক্লপক্ষে এই বারে লক্ষ্মীপূজা হয়।
শুক্রবার	শুক্রবার ব্রত	শ্রাবণ মাসের শুক্রবারে বরলক্ষ্মী ব্রত। শুক্রবার শ্রবণানক্ষত্র ও অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীযুক্ত হইলে মহাদেবের পূজামূলক মহাব্রত। (অপ্রচলিত)।
শনিবার	শনিবার ব্রত	শ্রাবণ মাসের শনিবারে করণীয়। শনিবারে রেবতী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমী বা চতুর্দ্দশী হইলে বিশ্বরূপ ব্রত। (প্রচলিত)।

এই সকল ব্যতীত অক্ষয়া, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা (১) প্রভৃতি এবং দশহরা যোগ (২), বারুণীযোগ (৩), মহা জ্যৈষ্ঠযোগ (৪), অর্দ্ধোদয়যোগ (৫), চূড়ামণি যোগ (৬) প্রভৃতি অনেকানেক যোগে মহাফল কামনায় গঙ্গাস্নানের বিধি আছে। হিন্দুমাত্রেই উহা মান্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া (৭), প্রভৃতিতে স্নানও সর্ব্বত্র হিন্দুর মান্য।

---

(১) অক্ষয়া—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, অমাবস্যাযুক্ত সোমবার, সপ্তমীযুক্ত রবিবার, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবার।

মন্বন্তরা—জ্যৈষ্ঠী, আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, ভাদ্র ও চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া, আশ্বিনের শুক্ল নবমী, কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বাদশী, পৌষের শুক্লৈকাদশী, মাঘের শুক্ল সপ্তমী, ফাল্গুনের অমাবস্যা।

যুগাদ্যা—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, কার্ত্তিক শুক্ল নবমী, ভাদ্র কৃষ্ণত্রয়োদশী ও মাঘীপূর্ণিমা।

(২) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী দশহরা। গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপক্ষয়। হস্তানক্ষত্রযুক্ত হইলে বিশিষ্টতা হয়। মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী হইলে ভগীরথ দশহরা হয়।

(৩) ফাল্গুন কৃষ্ণাত্রয়োদশী বারুণী। শতভিষাযুক্ত হইলে মহাবারুণী। শনিবারে শতভিষা ও শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী।

(৪) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র, রোহিণীতে রবি, গুরুবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যেষ্ঠায় চন্দ্র, অনুরাধায় গুরু, কৃত্তিকায় রবি এবং অনুরাধাতে গুরুচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ নামক বর্ষে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—এই সকল হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

(৫) পৌষ অথবা মাঘ মাসে অমাবস্যা, ব্যতীপাতযোগ, রবিবার, শ্রবণা নক্ষত্র—এই সকলের সংযোগ হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়। দিবাতেই উক্ত যোগ প্রশস্ত।

(৬) রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ অথবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রে যমুনার জলে স্নান, বিষ্ণু দর্শন ও পিতৃপিণ্ডদানাদির বিধি আছে।

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে বুধবার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে ব্রহ্মপুত্রস্নানের এবং উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্যকীর্ত্তিত আছে।

(৭) সৌর পৌষ সোমবারে মূলানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হইলে নারায়ণী যোগ হয়। এই যোগে করতোয়া স্নান করিতে হয়।

সম্পূর্ণ।

		শাক্তো[illegible] ইহার প্রচলন। সোমব্রত, সোমাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি বা[illegible]তিথি যোগের কয়েকটি ব্রত এক্ষণে অপ্রচলিত।
মঙ্গলবার	মঙ্গলবার ব্রত	মঙ্গলচণ্ডীর পূজা। ঋণমুক্তি কামনায় পুত্রার্থী এবং ধনার্থী ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহ দেবতারও পূজা করিবেন।
বুধবার	রাজরাজেশ্বর ব্রত	স্বাতী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী বুধবারে হইলে এই ব্রত হয়। পূজ্যদেবতা মহাদেব। (অপ্রচলিত)। বুধবার ব্রত বলিয়া কোন ব্রত নাই।
বৃহস্পতিবার	নরসিংহ ত্রয়োদশী ব্রত	ত্রয়োদশীযুক্ত বৃহস্পতিবারে এই ব্রতে নরসিংহের পূজা। পূর্ণিমাযুক্ত হইলে ঈশান ব্রত। (অপ্রচলিত)। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্রের শুক্লপক্ষে এই বারে লক্ষ্মীপূজা হয়।
শুক্রবার	শুক্রবার ব্রত	শ্রাবণ মাসের শুক্রবারে বরলক্ষ্মী ব্রত। শুক্রবার শ্রবণানক্ষত্র ও অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীযুক্ত হইলে মহাদেবের পূজামূলক মহাব্রত। (অপ্রচলিত)।
শনিবার	শনিবার ব্রত	শ্রাবণ মাসের শনিবারে করণীয়। শনিবারে রেবতী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমী বা চতুর্দ্দশী হইলে বিশ্বরূপ ব্রত। (প্রচলিত)।

এই সকল ব্যতীত অক্ষয়া, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা (১) প্রভৃতি এবং দশহরা যোগ (২), বারুণীযোগ (৩), মহা জ্যৈষ্ঠযোগ (৪), অর্দ্ধোদয়যোগ (৫), চূড়ামণি যোগ (৬) প্রভৃতি অনেকানেক যোগে মহাফল কামনায় গঙ্গা-স্নানের বিধি আছে। হিন্দুমাত্রেই উহা মান্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া (৭), প্রভৃতিতে স্নানও সর্ব্বত্র হিন্দুর মান্য।

---

(১) অক্ষয়া—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, অমাবস্যাযুক্ত সোমবার, সপ্তমীযুক্ত রবিবার, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবার।

মন্বন্তরা—জৈষ্ঠী, আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, ভাদ্র ও চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া, আশ্বিনের শুক্ল নবমী, কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বাদশী, পৌষের শুক্লৈকাদশী, মাঘের শুক্ল সপ্তমী, ফাল্গুনের অমাবস্যা।

যুগাদ্যা—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, কার্ত্তিক শুক্ল নবমী, ভাদ্র কৃষ্ণত্রয়োদশী ও মাঘীপূর্ণিমা।

(২) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী দশহরা। গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপক্ষয়। হস্তানক্ষত্রযুক্ত হইলে বিশিষ্টতা হয়। মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী হইলে ভগীরথ দশহরা হয়।

(৩) ফাল্গুন কৃষ্ণাত্রয়োদশী বারুণী। শতভিষাযুক্ত হইলে মহাবারুণী। শনিবারে শতভিষা ও শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী।

(৪) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র, রোহিণীতে রবি, গুরুবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যেষ্ঠায় চন্দ্র, অনুরাধায় গুরু, কৃত্তিকায় রবি এবং অনুরাধাতে গুরুচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ নামক বর্ষে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—এই সকল হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

(৫) পৌষ অথবা মাঘ মাসে অমাবস্যা, ব্যতীপাতযোগ, রবিবার, শ্রবণা নক্ষত্র—এই সকলের সংযোগ হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়। দিবাতেই উক্ত যোগ প্রশস্ত।

(৬) রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ অথবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রে যমুনার জলে স্নান, বিষ্ণু দর্শন ও পিতৃপিণ্ডদানাদির বিধি আছে।

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে বুধবার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে ব্রহ্মপুত্রস্নানের এবং উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্যকীর্ত্তিত আছে।

(৭) পৌষ পৌষ সোমবারে মূলানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হইলে নারায়ণী যোগ হয়। এই যোগে করতোয়ায় স্নান করিতে হয়।

সম্পূর্ণ।

আচার প্রবন্ধ।

উপক্রমণিকাধ্যায়।

"ধর্ম্মোঽস্য মূলানি"

সদাচারের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধি বিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।

আপাত দর্শনে আমাদের মধ্যে এই পাঁচটী দোষই বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। (১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অন্ন-চিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন পূর্ব্বের ন্যায় মনঃসংযোগ সহকারে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধির সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া যাইতেছে। (২) বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা-হীনতা জন্মিতেছে। এখন শৈশবাবধি যে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্র-জাতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই থাকে। সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের মনে শাস্ত্রাচারের প্রতি

অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। (৩) এতদ্দেশে শাস্ত্রাচার-বিহীন বিজাতীয় জনগণের ভূতি দর্শনেও শাস্ত্রাচারের প্রয়োজনীয়তা বোধটী ন্যূন হইয়া পড়ে এবং ঐ বিভব-সম্পন্ন বিজাতীয়েরা কিরূপে এবং কেমন সকল বিষয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বিচার না করিয়া মোহবশতঃ দেশীয় জনগণ আপনাদের শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন।

শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উঁহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োঽধিক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে। এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্ত্রদ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্ব-মলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রা-চারের সারবত্তা বহু পরিমাণে যুক্তিমুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ইংরাজী পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর কেহই তেমন উন্মাদ-গ্রস্ত হয়েন না। (৩) যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে,

ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু উঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সমানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষাদ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে, ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইংরাজের অযথারূপ অনুকরণ যে, এদেশে অনিষ্টকর এবং নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজীতে কথা কহিবার সাধ, পেণ্টেলুন্ হ্যাট পরিবার সাধ, টেবিলে বসিয়া খানা খাইবার সাধ, অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধ যেমন হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও মধ্যে তেমন নাই। বিলাত-ফেরতদিগের মধ্যে ঐ সকল সাধ এবং বিবি লইয়া বাহিরে বেড়াইবার নূতন সাধটী সম্প্রতি বাড়িয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের সাধটা নাই বলিলেই হয়—বোধ হয়, উহাঁদেরও সংখ্যা আর কিছু বাড়িলে ওরূপ সকল সাধই মিটিয়া যাইবে।

অতএব শাস্ত্রাচার লোপের যে তিনটী আগন্তুক কারণ এখন প্রবল হইয়াছে স্বতঃই সে তিনটী কারণের প্রাবল্য উপশমিত হইতে পারে।

কিন্তু মনুষ্যজন্মের যে সাহজিক দুইটী দোষের নিবারণার্থ শাস্ত্রাচারের সৃষ্টি, শুদ্ধ কাল সহকারে অথবা অন্য কোন উপায়ে সে দোষ নিবারিত হইবার নহে। সে দুইটীর নিবারণ এক মাত্র শাস্ত্রাচারের অবলম্বনেই সিদ্ধ হইতে পারে।

মনুষ্যে পশু-ধর্ম্ম এবং জড়-ধর্ম্ম দুইই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচারিতা জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি

হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশু-ভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায় মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা, এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।

মনুষ্যে যে জড়ধর্ম্ম আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্রকর্ত্তৃক সমস্ত জীবিত কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নির্দ্দেশ হওয়াতে জড়তাপ্রাপ্তির অবসর থাকে না। আবার শাস্ত্র বিনির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এরূপ যে, তাহাদের যথোচিত সাধনে সাধারণতঃ শরীরের বলবত্তা এবং তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র একবারও আমাদিগকে একান্ত আলস্য হইয়া পড়িতে দেন না। যথোচিত কালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদিগকে আহার, বিহার, নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধিপ্রদান করেন। কিন্তু লোভ, সুখেচ্ছা, অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না।

শাস্ত্রচারের এই জড়তা-নাশক গুণটীর প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না করিয়া ইহার স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রতি সমধিক দৃষ্টি করা হয়; সেই জন্য দুইটী আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে।

কেহ বলেন শাস্ত্রাচার সমস্ত প্রবৃত্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দেন। মনুষ্যের জীবনে কিছু মাত্র তেজস্বিতা থাকিতে দেন না। মনুষ্যকে নির্জ্জীববৎ করিয়া ফেলেন। কোন শাস্ত্রশীল সুবোধ ব্যক্তি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটী শুনিতে ছিলেন——

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসাসদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে মুখরজ্জু ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বস্বরূপ জানিবে। ঐ অশ্বগণ বিষয় ভোগে গতিশীল। জ্ঞানিগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয় এবং মনের যোগে আত্মা বিষয় ভোগ করেন। যিনি জ্ঞানহীন এবং মনদ্বারা অযুক্ত, তাঁহার রথ দুষ্ট অশ্বের দ্বারা বাহিত রথের ন্যায় হয়। যিনি সুবোধ এবং মনদ্বারা সংযুক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সদশ্ব বিশিষ্ট সারথির অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে।

তিনি শ্লোকগুলি শুনিয়া বলিলেন, অশ্বেরা দুষ্ট হইলে মনরূপ প্রগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে টানিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু যদি অশ্বেরা এমনি দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, আর চলিতেই না পারে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহাত বলা হইল না।

শাস্ত্রাচারের সম্বন্ধে এইরূপ একটী ভ্রম কখন কখন হইয়া থাকে। তাহার একটী কারণ শাস্ত্রাচারের জড়তা নাশক এবং তেজস্বিতা-সাধক-গুণের প্রতি লক্ষ্য না করা। অপর কারণ, শাস্ত্রাচারের মধ্যে গৃহস্থ কর্ত্তব্য এবং বানপ্রস্থাদির কর্ত্তব্যে যে পার্থক্য আছে, তাহার অনুধাবন না করা। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে শরীরের পীড়ন বা ক্ষয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকার লোকেরা অধিক পরিমাণে শাস্ত্রাচার পালন করিতেন। তাঁহাদের আহার অধিক, বল অধিক, এবং আয়ুষ্মত্তা

অধিক ছিল—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ এখনকার শাস্ত্রাচারবিহীন অলসদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বলহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইত না।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি সকল আমাদিগকে অশেষ বন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহা একেবারেই আমাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা নষ্ট করে না। উহার দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই শীতকালে যখন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, অনেকেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না, রৌদ্র প্রখর হইলে তবে উঠেন, হয়ত বিছানায় বসিয়াই তামাক এবং চা খান। সমস্ত দিন তাঁহাদের শরীরে একপ্রকার জড়তা থাকিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করত স্নান করিয়া আইসেন, তাঁহাদের শীত-ভীতি থাকে না, জড়তা থাকেনা, সজীবতা এবং কার্য্যক্ষমতা উদ্রিক্ত হয়, এবং সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে যায়। ঐ দুই প্রকার লোকের মধ্যে কাহারা স্বাধীন—শীতভীতেরা, না প্রাতঃস্নায়ীরা?

বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যও হয় সামান্য প্রবৃত্তির, না হয় বিধি ব্যবস্থার বশ হইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা, বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

উপনিষদে এই কথাই সুদৃঢ়রূপে এবং রূপকালঙ্কারে উক্ত হইয়াছে। "দেবাসুরাঃ সংযেতিরে"—দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবান ভাষ্যকার বলেন—শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, আর স্বাভাবিক বা তমো-গুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণ অসুর। উহাদিগের যুদ্ধ ক্ষেত্র মনুষ্য শরীর। ইন্দ্রিয় বৃত্তির তমোগুণ নির্জ্জিত হইলেই দেবতার জয় হয় অর্থাৎ শাস্ত্রাচারের ফল হয়। সেই জন্য ধর্ম্মই শাস্ত্রাচারের মূল।

"অসবঃ প্রকাণ্ডঃ"।

সদাচাররূপ মহাবৃক্ষের প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি আয়ুঃ। অর্থাৎ সদাচার সেবনে মনুষ্যের আয়ুঃ দৃঢ় এবং দীর্ঘ হয়। আয়ুষ্মত্তার প্রধানতম লক্ষণ দ্বাদশটী বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। (১) পূর্ব্বপুরুষদিগের, বিশেষতঃ পিতা মাতার, আয়ুষ্মত্তা (২) অবিকলাঙ্গদেহ লইয়া জন্ম-গ্রহণ (৩) দুর্ঘটনার অভাব (৪) স্বাস্থ্যকর আবাস (৫) স্বাস্থ্যকর আহার (৬) উপযোগী আবরণ (৭) পরিচ্ছন্নতা (৮) মিতাহার (৯) মিতাচার (১০) নিয়মানুগামিতা (১১) স্বচ্ছন্দস্ফূর্ত্তি (১২) মনের শান্তি।

এই দ্বাদশটীর মধ্যে প্রথমের তিনটী কোন মনুষ্যেরই নিজের আয়ত্ত হয় না। (১) জন্মগ্রহণ জীবের স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার নহে। যে পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আয়ু দীর্ঘ তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইব, কোন সন্তান এরূপে পিতা মাতার নির্ব্বাচন করিয়া জন্মিতে পারে না। (২) আমি দোষশূন্য শরীর লইয়া জন্মিব, বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিব, না, ইহাও সন্তানের স্বেচ্ছার বিষয়ীভূত হয় না। (৩) আমার জীবিতকালের মধ্যে, বিশেষতঃ শৈশবে, কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিবে না, কিম্বা বিকলাঙ্গ করিবে না, অথবা প্রাণে নষ্ট করিবে না, তাহা সমুদায় জানিয়া, বুঝিয়া, প্রতিবিহিত করিয়া চলা স্বতঃই মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ জীবনের রক্ষা, বলাধান এবং নিবৃত্তির উল্লিখিত তিনটী হেতুকে প্রাক্তন হেতু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ঐগুলি পুরুষকারের সর্ব্বতোভাবেই অনায়ত্ত।

কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের অনায়ত্ত হইলেও ধারাবাহিক পুরুষ পরম্পরায় তেমন অনায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। সকল পিতা মাতাই আপনাপন শরীর সুস্থ, সবল এবং স্থায়ী করিবার নিমিত্ত কতকটা উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত সদুপায় সমস্ত পরবর্ত্তী পুরুষদিগের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া চলিলেই বংশে আয়ুষ্মত্তার সংবর্দ্ধন

হইতে পারে। সেইরূপ চেষ্টার দ্বারাও বংশের মধ্যে বিকলাঙ্গতাজনমের নিবারণ হইতে পারে; আর পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞানের বাহুল্য এবং সহানুভূতির আধিক্য থাকিলেও দুর্ঘটনাদি দোষের অনেক পরিহার হইতে পারে। অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধ এবং বর্ব্বর লোকদিগের মধ্যে দুর্ঘটনার আধিক্যে যত মনুষ্য ও মনুষ্য শিশুর অকাল মৃত্যু হয়, বিদ্যাবান, বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য জনগণের মধ্যে তেমন হয় না।

অতএব নিশ্চিত হইল যে, আয়ুষ্মত্তার প্রথমোক্ত তিনটী হেতু যদিও মনুষ্য বিশেষের আয়ত্তাধীন হয় না, তথাপি পুরুষপরম্পরার এবং পুরুষসমষ্টির কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত হয়। পুরুষ পরম্পরা এবং পুরুষ-সমষ্টি এই দুইটীর সম্মিলিত একটী নাম সমাজ। অতএব আয়ুষ্মত্তার প্রাক্তনরূপ হেতুগুলি কিয়ৎ পরিমাণে সমাজের আয়ত্তাধীন।

আয়ুষ্মত্তার প্রথম তিনটী হেতুর পরবর্ত্তী দ্বিতীয় হেতুত্রয়ও শৈশবে কোন ব্যক্তির নিজের আয়ত্ত হইতে পারে না। স্বাস্থ্যকর আবাস, আহার এবং আবরণ শিশু স্বয়ং বুঝিয়া অথবা চেষ্টা করিয়া আপনার নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে পারে না। অথচ যদি শৈশব হইতে ঐ সকল বিষয়ে ত্রুটি জন্মে, তবে শরীরের দৌর্ব্বল্য, অপটুতা এবং রোগিতার সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা ছেলেকে যেমন ঘরে রাখেন, যেরূপ আহার এবং বস্ত্র দেন, এবং দেশের ভাব যেরূপ পবিত্র বা দূষিত থাকে, বাল্যাবস্থাতে শরীরের ভাব তাহার অনুযায়ী হয়। যদি বাল্যের অভিভাবকেরা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সেই সকল উপায় অবলম্বনে সক্ষম হয়েন, আর যদি সামাজিক শাসনের প্রভাবে দেশ পবিত্র এবং সংক্রামক-রোগ-পরিশূন্য হয়, তাহা হইলে শিশু নীরোগ থাকিয়া বর্দ্ধমান হয়, নচেৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত অথবা রুগ্ন-দেহ হইয়া কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। অতএব এই তিনটী বিষয়েও মনুষ্যের আয়ুষ্মত্তা পুরুষ পরম্পরার এবং পুরুষ সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের আয়ত্তাধীন।

আয়ুষ্মত্তার অপর ছয়টী হেতুর বল মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বিশেষ-রূপে কার্য্যকারী হয়। ঐ গুলিতে প্রাক্তন অথবা পরকীয় শক্তির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত ন্যূন এবং পুরুষকারের শক্তিই বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট। পরিচ্ছন্ন থাকা, মিতাহার এবং মিতাচার হওয়া, সকল কার্য্যে নিয়মানুগামী হইয়া চলা, আপনাকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করিয়া তোলা, এবং মনকে উদ্বেগ-শূন্য, শান্তিময় করিয়া রাখা, এই কাজগুলি মানুষ নিজের জন্ত নিজেই অনেকটা করিতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে পুরুষকারের প্রাধান্য আছে বলিয়া যে, উহারা একমাত্র পুরুষকারেরই অধীন, প্রাক্তন বা পরকীয় শক্তির একান্ত অনধীন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে যথাকালে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রয়োজন, তাহা অন্যের স্থানে পাইতে হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্ত জ্ঞানের অপ্রমাদ, স্মরণ এবং প্রয়োগ কতক প্রাক্তন-শক্তিমত্তার এবং কতক অপরের দৃষ্টান্ত দর্শন সাপেক্ষ।

অতএব আয়ুষ্মত্তার যে বারটী বিভিন্ন হেতুর নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা ত্রিবিধ; প্রাক্তন, সামাজিক, এবং পৌরুষ। ঐ ত্রিবিধ শক্তি এরূপে পরস্পরে অনুস্যূত, যে প্রথমটী ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের গতি নাই, এবং ঐ দুইটীকে ত্যাগ করিয়া তৃতীয়েরও গতি হইতে পারে না।

আমাদিগের শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার পদ্ধতি ঐ ত্রিবিধ শক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বদিক্‌দর্শী। এই জন্য যাঁহারা শুদ্ধ ইউরোপীয় শাস্ত্রাদির এক মাত্র পুরুষকার-মূলক বিচার প্রণালী হৃদগত করিয়াছেন এবং সেই প্রণালীর সহিত মিলাইয়া দেশীয় শাস্ত্র-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের চক্ষে আচার কাণ্ডের অনেক কথাই অপ্রাসঙ্গিক অথবা উপধর্ম্ম-মূলক বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত আচারে অমান্য করিয়া নানা প্রকারে দোষভাগী হয়েন। অনেকেই স্বল্পায়ু হইয়া পড়েন।

ঐ সকল লোকের পক্ষে সদাচার বিধি বুঝিবার অপর একটী ব্যাঘাতও উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাও অজ্ঞতা-মূলক। মনুষ্যের করণীয় প্রায় সকল বিষয়েই সম্ভবিতব্যতার বিচার সমধিক পরিমাণে থাকে, অব্যভিচারী তথ্যের প্রাপ্তি অতি স্বল্পস্থলেই হইতে পারে। মনুষ্যকে যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাতে কি হওয়া সম্ভব কি বা অসম্ভব, ইহা ভাবিয়াই করিতে হয়। এইটাই হইয়া থাকে এবং ইহাই করিতে হইবে, অত্যল্প বিষয়েই এরূপ দৃঢ় উক্তির প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বিচারের প্রণালী এরূপ হইলেও শিক্ষা-কার্য্যে সম্ভবিতব্যতার গণনা করিতে গিয়া সন্দিগ্ধতার আভাস প্রদান করিলে চলে না। যদি শিক্ষক সম্ভবিতব্যতার গণনারম্ভ করেন, তাহা হইলেই ছাত্রের হৃদয়ে শিক্ষার দৃঢ়তা ন্যূন হইয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তের বা ফলের স্থিরতা জন্মে না। এই জন্য মূলে সম্ভবিতব্যতার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারদ্বারা যাহা সমধিক পরিমাণে সম্ভবিতব্য বলিয়া অবধারিত হয়, তাহাই ধ্রুবতথ্য বলিয়া শিক্ষিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে উচ্চ ছাদের উপর হইতে পড়িয়া যাইতে উন্মুখ দেখিলে "তুমি মরিয়া যাইবে" বলিয়াই তাহাকে নিবারিত করা হয়। ছাদ হইতে পড়িলেই ত সকলে মরে না, দেহের গঠন, পড়িবার ধরণ, নীচের মৃত্তিকার অবস্থা প্রভৃতির কথা ভাবিয়া "তোমার মরিবার সম্ভাবনা অধিক" এ কথা বলা হয় না।

শাস্ত্রও শিক্ষাদাতা। তিনি প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন। তিনি পূর্ণমাত্র প্রত্যভিজ্ঞার ফলগুলিকে কার্য্যকর রূপে সুব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সুস্পষ্ট বিধি অথবা নিষেধ বাক্যের প্রয়োগ করেন। তিনি বিধি নিষেধ বাক্য প্রয়োগ সময়ে প্রাক্তন ও পুরুষকার ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ বিষয়ে সম্ভবিতব্যতা মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

শাস্ত্র বিধির এই শিক্ষাদাতৃক প্রভুভাবটী স্মরণ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ভাবটীর স্মরণ না থাকায় মুগ্ধ আস্তিকার

সময়ের ইংরাজী শিক্ষিতেরাই যে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রোক্তির অনাস্থা মনে করিয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন এমত নহে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেও এবং অতি প্রধান প্রধান লোকেরাও ঐরূপ শ্রদ্ধা হীনতার দোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বহুকালাবধি শাস্ত্রীয় বিধি সকলের অনুযায়ী তপস্যা পূর্ব্বক তাঁহার কাঙ্ক্ষিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া শাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, রামমোহন রায়ও অনেকানেক পুরশ্চরণ এবং জপাদিদ্বারা সিদ্ধকাম না হওয়াতেই শাস্ত্রাচার পরিত্যাগী হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেব এবং রামমোহন উভয়েই যে, আপনাপন তপস্যাদির অনুরূপ ফলভাগী হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা স্ব স্ব কৃত তপস্যার দ্বারা বিশোধিত এবং উন্নমিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আপনাপন মতবাদ প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ফলাভিসন্ধান সহকারে তপস্যা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের তপস্যা রজোদোষাক্রান্ত হইয়াছিল। এই জন্য রাজসতপস্যার যে ফল, অর্থাৎ প্রভাব, খ্যাতি এবং সম্মান বৃদ্ধি, তাহাই তাঁহাদের লাভ হইয়াছিল।—যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই জন্যই শাস্ত্রে ফলাকাঙ্ক্ষার ভূয়োভূয় নিষেধ—এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার; ফলে কোন অধিকার নাই।

উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের এবং শাস্ত্র বিধি মাত্রের প্রয়োগ আধ্যাত্মিক বিষয়েই করা হয়। কিন্তু সকল প্রকার কার্য্যের প্রতিই ঐ বিধি খাটে। আয়ুস্বাস্থ্যসম্পাদক যে সকল বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে গুলিও ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কেবল বিধি প্রতিপালনের জন্য সুপালিত হওয়া আবশ্যক। ফল খুঁজিতে গেলেই রজোগুণ পরিস্ফুট হয় এবং ফলগুলিকে বিকৃত করিয়া দেয় অথবা আদবেই ফলিতে দেয় না। কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে একটী ফুলের চারা দিয়া বলিয়া-

ছিলেন, এই গাছগুলি যত্ন করিয়া উহাদিগের গোড়ায় জল দিবে; উহাদিগের শিকড় মাটিতে বসিলেই দিব্য ফুল ফুটিবে। ছেলেটী পিতার আদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রত্যহ গাছগুলিকে উপড়াইয়া দেখিতে লাগিল, গাছগুলির সিকড় বসিয়াছে কি না। ফুলের চারাগুলি অবশ্যই মরিয়া গেল। বস্তুতঃ বিধিবোধিত হইয়াই কার্য্য করিতে হয়। ঐ বালকের ন্যায় ফলান্বেষী হইতে নাই।

"কিন্তু যদি কোন ফলান্বেষণই না করিব, তবে যে বিধি প্রতিপালনে আদিষ্ট হইতেছি, তাহাই যে প্রকৃত বিধি তাহা কেমন করিয়া জানিব?" আজিকালি শাস্ত্রাচারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতেছে। কোন শিশু তাহার পিতৃ ক্রোড়ে উঠিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি করত চন্দ্র দর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! ও কি?" পিতা বলিলেন "উহার নাম চাঁদ"? সরলমনা শিশু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। জ্ঞান-বিরোধিকা সংশয়াত্মিকতা তাহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে চাঁদ শব্দটীর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিত, "উহাকে কেন চাঁদ বলে?" তবে পিতা তাহার প্রবোধার্থে আর কি বলিতে পারিতেন?—হয়ত ইহাই বলিতেন যে উহাকে সকলেই চাঁদ বলে। এই বলিয়া আর দুই এক জনের মুখ হইতেও 'চাঁদ' শব্দটী শিশুকে শুনাইতেন। এস্থলেও ঐ পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত আচারের উপকারিতা ঐ সকলের দ্বারাও সমর্থিত হইয়া আছে।

কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হউক, আর বিদেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপর দেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদিগের স্মৃত্যুক্ত আচারবিধি গুলির ন্যায় সর্ব্বদিকদর্শী এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের উপযোগী হইতে পারে না। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বায়ু-বিজ্ঞান

একদেশদর্শী। অন্যদেশীয় আচার স্থলবিশেষেই আমাদের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু উহারা কেহই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, আচারের সকল গুণবত্তার মূল যে "অভ্যাস" তাহাতে আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অপর কাহার দ্বারা আমাদিগের সুশিক্ষালাভ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের স্বভ-সহিষ্ণুতা শক্তির যে কত-দূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা যোগ-শাস্ত্রকারই অনুভব করিতে পারিয়া ছিলেন। অপর কেহ তাহা এপর্য্যন্ত পারেন নাই। শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যায়াম শিক্ষায় একমাত্র যোগ শাস্ত্রেরই অধিকার।

"বিত্তানি শাখা, শ্ছদনানিকামাঃ।"

সদাচার বৃক্ষের শাখা ধন, কামনা সমস্ত উহার পত্র। সদাচার ধনবত্তার অনুকূল। ধনবত্তা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার্য্য। (১) ধনের অর্জ্জন (২) ধনের সংরক্ষণ (৩) ধনের সম্বর্দ্ধণ। (১) শরীর, সুস্থ পটু এবং কার্য্যক্ষম; বুদ্ধি, বিষয়-বোধে ক্ষিপ্র এবং অমোঘ; চিত্ত, স্থির এবং উৎসাহ-সম্পন্ন; এবং স্বভাব, বিশ্বাস-প্রদ এবং লোকানুরাগের আকর্ষক হইলে ধনোপার্জ্জন কঠিন হয় না। সদাচার দ্বারা শরীরের, ধীশক্তির, চিত্তের এবং স্বভাবের ঐ সকল গুণ জন্মে। এই জন্ম সদাচারের অভ্যাসে ধনোপার্জ্জন সহজ হয়। (২) ধনের সংরক্ষণ—ভোগেচ্ছার সংযমে, বিলাসিতার দমনে, বাহ্যাড়ম্বরের সংকোচনে এবং সমাজে ন্যায়-নুগামিতার পালনে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এইগুলিও সদাচার রক্ষা হইতে সমুদ্ভূত হয়। (৩) ধনের সম্বর্দ্ধন—মিতব্যয়িতা, পরিণাম-দর্শিতা এবং সমাজের সুব্যবস্থা সাপেক্ষ। এগুলিও সদাচারের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত এবং সুরক্ষিত হয়। ধন বৃদ্ধির প্রসিদ্ধ উপায় যে বাণিজ্যাদি ব্যবসায় তাহাতে কৃতিত্বলাভ, সত্যনিষ্ঠা, সুবুদ্ধি এবং দূরদর্শন হইতে হয়। সদাচার ঐ তিনটীরই অনুকূল।

ধনবত্তার সহিত ধর্ম্মবত্তার যে একটু বিরোধ আছে তাহা যেন ধনবত্তার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বলিয়াই কাহার কাহার ভ্রম জন্মে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "উষ্ট্রও যেমন সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি ধনশালী ব্যক্তিও স্বর্গ দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।" সরল-স্বভাব যিশু একদেশদর্শী হইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। ঐ কথাটী সংসারের প্রতি একান্ত বৈরাগ্য প্রণোদিত। কথাটী প্রকৃত নয়। সেই জন্য তাঁহার মতানুগামী ভক্তিমান কাথলিক যাজকবর্গ আশ্রম ভেদের তথ্য না বুঝিয়াও একেবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্থেরা প্রায় কেহই কার্য্যতঃ ঐ মত নিহিত প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না, একান্ত ধনলোলুপ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বদিক্‌দর্শী আর্য্য শাস্ত্র ওরূপ মোটা কথা বলেন নাই। তিনি ধনকে সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরম সাত্ত্বিক যে 'দেয়' নামক ধন তাহার এই লক্ষণ বলেন—

"অপরাবাধ মক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥"

অন্যের বাধা না জন্মাইয়া, স্বয়ং অধিক ক্লেশ না পাইয়া, নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে অল্প বা অধিক ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহার নাম দেয়—অর্থাৎ সেই ধনের দানেই বিশুদ্ধ দান হয়।

উল্লিখিতরূপে উপার্জ্জিত ধন পুণ্যকর্ম্মের সহকারী; সুতরাং সে ধনে ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হইয়াই থাকে, রুদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রে রাজস ধনের লক্ষণ আছে, যথা—

কুসীদ কৃষিবাণিজ্য শুল্কশানানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ রাজসং সমুদাহৃতং॥

সুদ লইয়া, কৃষি করিয়া, বাণিজ্য করিয়া, শুল্ক লইয়া, সংগীতাদি ব্যবসায় দ্বারা, আর উপকৃত ব্যক্তির স্থানে গ্রহণ করিয়া, যে ধন লব্ধ হয় তাহা রাজস ধন।

এই রাজস ধনের উপার্জ্জন সামান্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ; তবে আপৎকালে ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। তামস ধনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এই—

পার্শ্বিক দ্যূত চৌর্য্যার্ত্তি প্রতিরূপক সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যশ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতং ॥

পদের মাহাত্ম্যে, দ্যূতের বলে, চৌর্য্যদ্বারা, পরপীড়ন করিয়া, লোককে ভাঁড়াইয়া, সাহস কর্ম্মের দ্বারা, এবং অন্যকে ঠকাইয়া, যে ধন লব্ধ হয়, তাহার নাম কৃষ্ণ বা তামস ধন।

এই ধনের উপার্জ্জন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যদি খৃষ্টের মতানুগামী ইউরোপীয়েরা ধনের এই ত্রিবিধ ভেদ শিখিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কমিশন প্রভৃতি নানা নামে ঘুস খাওয়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বাঁজি রাখিয়া রোজগার, বিজাতীয়ের দেশ লুণ্ঠন করা, বাণিজ্যদ্রব্যে কৃত্রিমতা করা, পরস্বাপহরণ, পরপাড়ন পৃথিবীতে অনেক কম হইত। তাঁহারা শুনিলেন, ধন মাত্রই দুষ্ট। তাঁহারা ও কথা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না, কোন জাতিই পারে না; সুতরাং ধনোপার্জ্জনের জন্য যে বিশুদ্ধ পথ খুঁজিয়া লইতে হয় তাহা জানিলেন না; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস অভেদে ধনোপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীময় উদ্বেগ জন্মাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রাচার আমাদিগকে ওরূপ করিতে দিবেন না। এখন আপৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব সাত্ত্বিক এবং রাজস এই দুই প্রকার ধন লাভের জন্যই আমরা চেষ্টা করিলে করিতে পারি। কিন্তু তামস ধন আমাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্যই থাকিবে।

মূলতঃ ধনের প্রয়োজন তিন প্রকার। (১) আপনার এবং স্বজনের ভরণপোষণ, (২) ভোগাভিলাষের তৃপ্তিসাধন, (৩) দানের দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন। এই তিনটী প্রয়োজনের মধ্যে কোনটীই অসীম নয়। প্রত্যুত সকলগুলির সীমাই সঙ্কীর্ণ। (১) আপনার এবং অবশ্য পোষ্যদিগের নিমিত্ত মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করায় অধিক ধনের প্রয়োজন হইতে

পারে না। যদি কখন কোথাও সেই পরিমাণ ধনেরও অর্জ্জন না হয়, তবে সমাজমধ্যে বিশেষ দোষই জন্মিয়াছে, এবং সে দোষের অপনয়ন চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। (২) ভোগ-সুখের সীমাও অতি দূরবর্ত্তী নহে। বিষয়ে ইন্দ্রিয় নিয়োগের দ্বারা ভোগ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ অতি শীঘ্রই উপভোগ্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পড়ে। অতি উপাদেয় বস্তুর ভোজন-সুখও উদর-পূর্ত্তি হইলে আর কিছুমাত্র থাকে না। শুদ্ধ তাহাই নহে। ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ-শক্তি কিছু অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই ভোগের ত্যাগ আবশ্যক হয়। সম্পূর্ণ উদর-পূর্ত্তির পূর্ব্বেই ভোজন গ্রহণ পরিত্যাগ না করিলে, ভোজনের সুখানুভব হয় না। (৩) দানের গুণও সসীম। যে দানের দ্বারা দাতার সহানুভূতি এবং স্বচিন্তার বৃদ্ধি না হয়, সে দানে গুণ নাই। আর যে দানে গ্রহীতার অপকর্ষ সাধন হয়, অর্থাৎ তাহার আলস্য অথবা আত্মগ্লানি জন্মে, সে দানেও প্রকৃত সুখ নাই এবং প্রকৃত উপকারিতাও নাই। ব্যক্তি-নিষ্ঠ দানের সীমা এইরূপে অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াই আছে। সাধারণ-হিতকর কার্য্যে যে দান, তাহার সীমা ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত বটে, কিন্তু তাহাও একান্ত অসীম নহে।

আমাদের শাস্ত্রাচার ধন-প্রয়োজনের এই সসীমত্ব উপলব্ধ করিয়াই বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কারণ ধনের প্রয়োজন সঙ্কীর্ণ সীমায় সম্বদ্ধ হইলেও লোকের ধন তৃষ্ণাটী অতি অসীম; শাস্ত্র সাত্ত্বিক ধনোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া দিয়া অর্জ্জন স্পৃহাটীকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। তিনি গৃহস্থকে ধন উপার্জ্জন করিতে এবং ধন সঞ্চয় করিতে বিধি প্রদান করিয়া পরিশেষে বলেন——

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সুখার্থী পুরুষ সন্তোষকে পরম অবলম্বন করিয়া সংযতচিত্ত হইবেন; সন্তোষই সুখের মূল, তদ্বিপরীত দুঃখের মূল। অতএব সুখের জন্য ধন নয়, কারণ ভোগমাত্রেই সুখ হয় না।

ধনলোভে প্রমত্ত হইতে শাস্ত্রের নিষেধ, কামনাকে জয় করিয়া চলিতেও শাস্ত্রের উপদেশ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ।

ইন্দ্রিয়-প্রয়োজন সকলে কামতঃ প্রসক্ত হইবে না; উহাদিগের অতি-প্রসক্তি হইতে মনের সংযম করিবে।

এই সংযমের সাধন সহকারেই প্রকৃত প্রভাবে সুখভোগের সম্ভাবনা। কামকে দমন করিয়া না রাখিলে কামেরই উপভোগ হয় না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগে কদাচিৎ কামনার শান্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নির বৃদ্ধিই হয়। অর্থাৎ কামের উপভোগে ভোগকামনা মাত্রই বাড়ে, ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং কামনার বৃদ্ধিতে দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা কামনাকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াই ভোগের পথ মুক্ত রাখিয়াছেন, এবং ভারতবাসী আপনার সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন কখন কামনারূপ পত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুষ্প এবং ফল-পরিশূন্য হয় নাই।

"যশাংসি পুষ্পানি"।

সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচার সম্পন্ন-ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় সহজেই বোধগম্য। সদাচার-সম্পন্ন-ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইবেন; কারণ, যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? বিদ্যালয়ের যে বালকটী ভাল করিয়া পড়া শুনা করে,

সে পারিতোষিক পায়। সদাচারপরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশো-লাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সদৃশ। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, যাহা সাধারণের অভিমত তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্ত্তিত থাকে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

কিন্তু সদাচারের পুষ্প যশ বলিয়া যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আরও কিছু বিশেষ বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। দেখা যায় যে, যশের কারণ মুখ্যতঃ তিনটী—(১) অনন্যসাধারণ গুণশালিতা; (২) পরোপকার পরায়ণতা; (৩) নম্রতা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ অসাধারণ গুণশালিতাটী অধিক পরিমাণেই প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু। উহা কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষায় আয়ত্ত হয় না। প্রত্যুত, যদি শিক্ষায় তেমন দোষ থাকে, তবে উহার ব্যাঘাত হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রা-চাররূপ শিক্ষায় যে তেমন কোন দোষ নাই তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। (২) পরোপকার-প্রবণ ব্যক্তির হৃদয়ে পর-দুঃখ-কাতরতা থাকে। তাহাতে সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উপলব্ধ হয়। পরোপকারী ব্যক্তিকে কেহ স্বার্থপর বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তিনি সামাজিক বন্ধনের যৌগিক সূত্রেই একান্ত সম্বদ্ধ। পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের ভক্ত, অতএব তিনি সমাজেরও প্রীতি-পাত্র। 'যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'। সদাচার, লোককে পর-দুঃখ-কাতর এবং পরোপকার-প্রবণ করে। ইহা আতিথ্য সৎকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দানকার্য্যে উন্মুক্ততা জন্মায়। এই জন্য সদাচার হইতে যশের উদয় হয়। (৩) পরোপকার অপেক্ষাও নম্রতা গুণটী যশোলাভের প্রশস্ততর পথ। যিনি পরোপকার করিয়া অবিনীতভাব ধারণ করেন, আত্মশ্লাঘায় বিচেতন হয়েন, উপকৃতের আত্মগৌরব বিনষ্ট করেন, তাহার প্রতি স্বামিভাব ধারণ করেন অথবা তাহার পীড়ন করেন, তাঁহার যশ মলিন হইয়া যায়।

কিন্তু যিনি লোকের প্রতি নম্র এবং বিনয়ী হইয়া চলেন এবং আপনার দীনতা এবং অকিঞ্চনতা প্রদর্শন করেন, তিনি পরের উপকার করুন বা না করুন প্রায় লোকের প্রীতি এবং প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকেন।

দীনভাবের প্রতি লোকের এই প্রকার অনুগ্রহ-প্রবণতা দেখিয়া শঠেরা অনেক সময়েই এক প্রকার ভাণ দীনভাব স্থাপন করিয়া চলে। কেহ বা দারিদ্র্য কেহ বা অস্বাস্থ্য, কেহ বা অদৃষ্ট-চক্রের প্রতি ভীতি-খ্যাপনপূর্ব্বক আপনাদিগের আভ্যন্তরিক গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে লোকের অনুরাগ এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আমি একটী লোককে জানিতাম, তিনি আপনার অসুস্থাবস্থার কোন সংবাদ না দিয়া কখন কাহাকেও একখানি পত্র লিখিতে পারিতেন না। অপর একজনকে জানিতাম তাঁহার এক পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ অতীব অহঙ্কারবান এবং মৎসরী ছিলেন। কিন্তু কোনরূপে না কোনরূপে আপনার একটা কান্নার কথা না বলিয়া কখন কাহার সহিত বাক্যালাপ সমাপন করিতেন না। তিনি লোকানুগ্রহের একান্ত ভিখারী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের স্থানেই অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ঐ প্রকার ভাণটাই দোষ। কিন্তু অকিঞ্চনতার ভাবটী মানবের অবস্থা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ভাণও লোকের চক্ষে ভাল লাগে। ঈশ্বরের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্বাভাবিক হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন করি না, সর্ব্বস্থলেই ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দিয়া ঈশ্বরের পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, স্পর্দ্ধার, বা আমিত্ব ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে

সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণ পত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাস-জনক। শাস্ত্রে গৃহি-ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরিশোধের জন্য অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না, কেবল মনের উদ্বেগ শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্যই যশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক হইতে দেখা যায়। ইহারা পুণ্য কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া যেন মট্ মট্ করিয়া চলেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের শাস্ত্রাচার ভাবদুষ্ট বলিয়াই ওরূপ হয়। ঐ সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র তাহা ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইহাদের আচার রজোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্য ভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি লক্ষিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং

তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উঁহারা যে "নৈতিক সাহসের" নামটী শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উঁহারা বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীর স্বভাবসুলভ সাহস ধর্ম্মটীর বড়ই পক্ষপাতী। এই-জন্য সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের অপালন পূর্ব্বক দেশাচারকে ভাঙ্গিলা এবং আত্মসমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করায় ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরুক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করে, এবং চীন সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনা-দের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকার-কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গলজনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু আছে বলা হইয়াছে। সেটী পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং "নৈতিক ভীরুতার"ই পরিচায়ক মাত্র।

যে শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে ঋণের পরিশোধ বা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশ্যতার অভ্যাস করাইয়া নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়ীভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষা পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের ক্ষণস্থায়ী (ইহলৌকিক) শোভা এবং আনন্দদায়ক প্রসূনমাত্র।

"ফলঞ্চ পুণ্যং।"

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য। অর্থাৎ সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যবান্ হয়েন। পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মনঃশুদ্ধতা—নিষ্পাপতা—চিত্ত শুদ্ধি—রজস্তম বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আসুর ভাবের নিরসন হইয়া দেব-

ভাবের অধিষ্ঠান—স্বভাব জাত পাশব প্রবৃত্তির দমন হইয়া জ্ঞানলাভের পথপ্রাপ্তি। ঐ পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল।

এখন দেখিতে হইবে যে ঐ পথপ্রাপ্তির বিঘ্ন কি কি। সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটী বিঘ্ন আছে। (১) শরীরের অপটুতা (২) বুদ্ধির জড়তা (৩) মনের চাঞ্চল্য (৪) রিপুর প্রাবল্য। শাস্ত্রাচার পালনে ঐ চারিটী দোষেরই নিবারণ হয়।

(১) শরীর অসুস্থ, অপটু এবং বলহীন হইলে পুণ্য-সঞ্চয় কঠিন হয়। চিররোগীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদাই যে শারীরিক কষ্ট অনুভব করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের মন দূষিত হইয়া যায়। জগৎ সংসারের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি অনুকূল হইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের এবং শ্রদ্ধার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকে। রুগ্ন এবং দুর্ব্বল লোকের কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং কার্য্যক্ষমতাও ন্যূন হয়। যাহার কার্য্য প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা ন্যূন, সে জীবের সহিত প্রকৃতির সুখময় ঘনিষ্ঠতার অভাব হয়। যত যত অলস, কুটিল, এবং খল-স্বভাব লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তাহাদের আশৈশব জীবন-বৃত্ত জানা থাকে, তবে অনেক স্থলেই প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল লোক বাল্যকালে অনেক রোগ ভোগ করিয়াছে এবং তাহাদিগের শরীর কোন প্রকার ব্যাধির আবাস হইয়া আছে। মনুষ্যের চরিত্রগত দোষের অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিক স্থলেই পৈতৃক দোষ অথবা শৈশবের শারীরিক দুরবস্থাই উহার নিদানভূত। এই জন্য শরীরের পটুতা এবং সবলতা সচ্চরিত্রতার একটী প্রধানতর হেতু; এবং যাহা সচ্চরিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধির হেতু তাহাই জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ অপটুশরীর পুরুষ পুণ্যসঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার গন্তব্য যে জ্ঞানলাভের পথ তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না।

শরীরের সুস্থাবস্থার সহিত ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা, সর্ব্বদিক্‌দর্শী একমাত্র আর্য্যশাস্ত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং। অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে শরীরের পটুতা রক্ষা করা ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে এরূপ অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, শারীর স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের বা ধর্ম্মভাবের অতি নিকট সম্বন্ধই আছে। কোন সময়ে একজন ইংরাজী-শিক্ষিত শূদ্র সন্তান একটী ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন "আমি অপরাপর সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর শারীরিক পটুতারই সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকি" ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ বক্রোক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "তোমার কৃত প্রশংসাই সর্ব্বাপেক্ষার উচ্চ প্রশংসা হইল—কারণ তুমি বলিলে যে আমি এবং আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকলেই সদাচার সম্পন্ন।" বাস্তবিক, শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়মই শরীরের পটুতা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য সদাচারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুষ্ক ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছি, এবং শরীরের বল বাড়াইতেছি, এরূপ উদ্দেশ্যটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণবিধ্বংসি-শরীরের প্রতি অতি যত্ন সম্ভূত হইবা দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য ব্যায়ামচর্য্যাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত এবং ধর্ম্মভাবে বিধৌত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

(২) বুদ্ধির জড়তা নিবারণের শাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বিবিধ। এক মানসিক, অপর শারীরিক। মানসিক উপায়, স্মৃতি অথবা মানসিক সকল শক্তির সম্বর্দ্ধনে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে, স্বাধ্যায়াদির নিয়মিত আলোচনে, এবং শাস্ত্রচর্চ্চার সম্যক্ পরিচালনে সম্পাদিত হয়। ধী-শক্তির জড়তা-নিবারণের শারীরিক উপায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে সুনির্ব্বাহিত হয়। এই বিষয়েও আমাদিগের শাস্ত্র অনন্যসাধারণ। আর কোন জাতির শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-মূলক

ধনলোভে প্রমত্ত হইতে শাস্ত্রের নিষেধ, কামনাকে জয় করিয়া চলিতেও শাস্ত্রের উপদেশ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ।

ইন্দ্রিয়-প্রয়োজন সকলে কামিতঃ প্রসক্ত হইবে না; উহাদিগের অতি-প্রসক্তি হইতে মনের সংযম করিবে।

এই সংযমের সাধন সহকারেই প্রকৃত প্রস্তাবে সুখভোগের সম্ভাবনা। কামকে দমন করিয়া না রাখিলে কামেরই উপভোগ হয় না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগে কদাচিৎ কামনার শান্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নির বৃদ্ধিই হয়। অর্থাৎ কামের উপভোগে ভোগকামনা মাত্রই বাড়ে, ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং কামনার বৃদ্ধিতে দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা কামনাকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াই ভোগের পথ মুক্ত রাখিয়াছেন, এবং ভারতবাসী আপনার সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন কখন কামনারূপ পত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুষ্প এবং ফল-পরিশূন্য হয় নাই।

"যশাংসি পুষ্পানি"।

সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচার সম্পন্ন-ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় সহজেই বোধগম্য। সদাচার-সম্পন্ন-ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইবেন; কারণ, যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? বিদ্যালয়ের যে বালকটী ভাল করিয়া পড়া শুনা করে,

সে পারিতোষিক পায়। সদাচারপরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশো-লাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সদৃশ। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, যাহা সাধারণের অভিমত তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্ত্তিত থাকে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

কিন্তু সদাচারের পুণ্য যশ বলিয়া যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আরও কিছু বিশেষ বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। দেখা যায় যে, যশের কারণ মুখ্যতঃ তিনটী—(১) অনন্যসাধারণ গুণশালিতা; (২) পরোপকার পরায়ণতা; (৩) নম্রতা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ অসাধারণ গুণশালিতাটী অধিক পরিমাণেই প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু। উহা কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষার আয়ত্ত হয় না। প্রত্যুত, যদি শিক্ষার তেমন দোষ থাকে, তবে উহার ব্যাঘাত হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রা-চাররূপ শিক্ষায় যে তেমন কোন দোষ নাই তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। (২) পরোপকার-প্রবণ ব্যক্তির হৃদয়ে পর-দুঃখ-কাতরতা থাকে। তাহাতে সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উপলব্ধ হয়। পরোপকারী ব্যক্তিকে কেহ স্বার্থপর বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তিনি সামাজিক বন্ধনের মৌলিক সূত্রেই একান্ত সম্বদ্ধ। পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের ভক্ত, অতএব তিনি সমাজেরও প্রীতি-পাত্র। 'যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'। সদাচার, লোককে পর-দুঃখ-কাতর এবং পরোপকার-প্রবণ করে। ইহা আতিথ্য সৎকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দানকার্য্যে উন্মুখতা জন্মায়। এই জন্য সদাচার হইতে যশের উদয় হয়। (৩) পরোপকার অপেক্ষাও নম্রতা গুণটী যশোলাভের প্রশস্ততর পথ। যিনি পরোপকার করিয়া অবিনীতভাব ধারণ করেন, আত্মশ্লাঘায় বিচেতন হয়েন, উপকৃতের আত্মগৌরব বিনষ্ট করেন, তাহার প্রতি স্বামিভাব ধারণ করেন অথবা তাহার পীড়ন করেন, তাঁহার যশ মলিন হইয়া যায়।

কিন্তু যিনি লোকের প্রতি নম্র এবং বিনয়ী হইয়া চলেন এবং আপনার দীনতা এবং অকিঞ্চনতা প্রদর্শন করেন, তিনি পরের উপকার করুন বা না করুন প্রায় লোকের প্রীতি এবং প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকেন।

দীনভাবের প্রতি লোকের এই প্রকার অনুগ্রহ-প্রবণতা দেখিয়া শঠেরা অনেক সময়েই এক প্রকার ভাক্ত দীনভাব ধারণ করিয়া চলে। কেহ বা দারিদ্র্য কেহ বা অস্বাস্থ্য, কেহ বা অদৃষ্ট-চক্রের প্রতি ভীতি-খ্যাপনপূর্ব্বক আপনাদিগের আভ্যন্তরিক গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে লোকের অনুরাগ এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আমি একটী লোককে জানিতাম, তিনি আপনার অসুস্থাবস্থার কোন সংবাদ না দিয়া কখন কাহাকেও একখানি পত্র লিখিতে পারিতেন না। অপর একজনকে জানিতাম তাঁহার ধন পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ অতীব অনুরাবান এবং মৎসরী ছিলেন। কিন্তু কোনরূপে না কোনরূপে আপনার একটা কষ্টের কথা না বলিয়া কখন কাহার সহিত বাক্যালাপ সমাপন করিতেন না। তিনি লোকানুগ্রহের একান্ত ভিখারী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের স্থানেই অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ঐ প্রকার ভাণটাই দোষ। কিন্তু অকিঞ্চনতার ভাবটা মানবের অবস্থা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ভাণও লোকের চক্ষে ভাল লাগে। সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্থায়ীভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন করি না, সর্ব্বস্থলেই ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দিয়া ঈশ্বরের পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ সমাজ আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার, বা স্বাধিভাব ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে

সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণ পত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাস-জনক। শাস্ত্রে গৃহি-ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরিশোধের জন্য অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না, কেবল মনের উদ্বেগ শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্যই যশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক হইতে দেখা যায়। ইহাঁরা পুণ্য কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া যেন মট্‌মট্ করিয়া চলেন। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের শাস্ত্রাচার ভাবদুষ্ট বলিয়াই ওরূপ হয়। ঐ সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র তাহা ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইহাঁদের আচার যশোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অসম্মত; এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে বশ্য ভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি লক্ষিত হইয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং

তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উঁহারা যে "নৈতিক সাহসের" নামটী শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উঁহারা বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীর স্বভাবসুলভ সাহস ধর্ম্মটীর বড়ই পক্ষপাতী। এই-জন্য সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের অপালন পূর্ব্বক দেশাচারকে তাচ্ছিল্য এবং আত্মসমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করে, এবং চীন সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনা-দের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদের যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকার-কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গলজনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু আছে বলা হইয়াছে। সেটী পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং "নৈতিক ভীরুতার"ই পরিচায়ক মাত্র।

যে শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে ঋণের পরিশোধ বা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশ্যতার অভ্যাস করাইয়া নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়ীভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষা পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের ফলস্থায়ী (ইহলৌকিক) শোভা এবং আনন্দদায়ক প্রসূনমাত্র।

"ফলঞ্চ পুণ্যং।"

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য। অর্থাৎ সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যবান্ হয়েন। পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মল-শূন্যতা—নিষ্পাপতা—চিত্ত শুদ্ধি—রজস্তম বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আসুর ভাবের নিরসন হইয়া দেব-

ভাবের অধিষ্ঠান—স্বভাব জাত পাশব প্রবৃত্তির দমন হইয়া জ্ঞানলাভের পথপ্রাপ্তি। ঐ পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল।

এখন দেখিতে হইবে যে ঐ পথপ্রাপ্তির বিঘ্ন কি কি। সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটী বিঘ্ন আছে। (১) শরীরের অপটুতা (২) বুদ্ধির জড়তা (৩) মনের চাঞ্চল্য (৪) রিপুর প্রাবল্য। শাস্ত্রাচার পালনে ঐ চারিটী দোষেরই নিবারণ হয়।

(১) শরীর অসুস্থ, অপটু এবং বলহীন হইলে পুণ্য-সঞ্চয় কঠিন হয়। চিররোগীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদাই যে শারীরিক কষ্ট অনুভব করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের মন দূষিত হইয়া যায়। জগৎ সংসারের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি অনুকূল হইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের এবং শ্রদ্ধার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকে। রুগ্ন এবং দুর্ব্বল লোকের কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং কার্য্যক্ষমতাও ন্যূন হয়। যাহার কার্য্য প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা ন্যূন, সে জীবের সহিত প্রকৃতির সুখময় ঘনিষ্ঠতার অভাব হয়। বড় বড় অলস, কুটিল, এবং খল-স্বভাব লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তাহাদের আশৈশব জীবন-বৃত্ত জানা থাকে, তবে অনেক স্থলেই প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল লোক বাল্যকালে অনেক রোগ ভোগ করিয়াছে এবং তাহাদিগের শরীর কোন প্রকার ব্যাধির আবাস হইয়া আছে। মনুষ্যের চরিত্রগত দোষের অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিক স্থলেই পৈতৃক দোষ অথবা শৈশবের শারীরিক দুরবস্থাই উহার নিদানভূত। এই জন্য শরীরের পটুতা এবং সবলতা সচ্চরিত্রতার একটী প্রধানতম হেতু; এবং যাহা সচ্চরিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধির হেতু তাহাই জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ অপটুশরীর পুরুষ পুণ্যসঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার গন্তব্য যে জ্ঞানলাভের পথ তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না।

শরীরের সুস্থাবস্থার সহিত ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা, সর্ব্বদিক্‌দর্শী একমাত্র আর্য্যশাস্ত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং। অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে শরীরের পটুতা রক্ষা করা ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে এরূপ অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, শারীর স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের বা ধর্ম্মভাবের অতি নিকট সম্বন্ধই আছে। কোন সময়ে একজন ইংরাজী-শিক্ষিত শূদ্র সন্তান একটী ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন "আমি অপরাপর সকল গুণের অপেক্ষা ইঁহার শারীরিক পটুতারই সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকি" ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ বক্রোক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "তোমার কৃত প্রশংসাই সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চ প্রশংসা হইল—কারণ তুমি বলিলে যে. আমি এবং আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকলেই সদাচার সম্পন্ন।" বাস্তবিক, শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়মই শরীরের পটুতা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য সদাচারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুদ্ধ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছি এবং শরীরের বল বাড়াইতেছি, এরূপ উদ্দেশ্যটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণবিধ্বংসি-শরীরের প্রতি অতি যত্ন সম্ভুত হইয়া দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য ব্যায়ামচর্য্যাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত এবং ধর্ম্মভাবে বিধৌত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

(২) বুদ্ধির জড়তা নিবারণের শাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বিবিধ। এক মানসিক, অপর শারীরিক। মানসিক উপায়, স্মৃতি অথবা মানসিক সকল শক্তির সম্বর্দ্ধনে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে, স্বাধ্যায়াদির নিয়মিত আলোচনে, এবং শাস্ত্রচিন্তায় সম্যক্‌ পরিচালনে সম্পাদিত হয়। ধী-শক্তির জড়তা-নিবারণের শারীরিক উপায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে সুনির্ব্বাহিত হয়। এই বিষয়েও আমাদিগের শাস্ত্র অনন্যসাধারণ। আর কোন জাতির শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-মূলক

বলিয়া বোধ হয় না। অমুক অমুক দ্রব্য খাইলে বুদ্ধি মোটা হয়, একথা বলিয়া সেই সেই দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ, আর কোন জাতির শাস্ত্রে নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখনও অতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। অতি অর্ব্বাচীন লোকেরাই মনে করিতে পারে যে, পান ভোজনাদির সহিত বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু পূর্ণাদ্বৈতজ্ঞান-সমুদ্ভূত আর্য্যশাস্ত্রে ভক্ষিত বস্তুর গুণ ও দোষ যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও সংস্পৃষ্ট হয়, এই তথ্য চিরকালাবধি স্বীকৃত হইয়া আছে।—

"দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা সঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎসর্পি র্ভবতি। এবমেব খলু সোম্যান্নস্যা শ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনো-ভবতি।"

হে সৌম্য! দধি মন্থন করিলে তাহার যে ভাগ অতি লঘু এবং সূক্ষ্ম তাহা ঊর্দ্ধে উঠে এবং তাহাই ঘৃত হয়। সেইরূপ, হে সৌম্য! ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষিত হইলে তাহার যে অতি লঘু সূক্ষ্ম অংশ তাহা হইতেই মন জন্মে।

(৩) মনের চাঞ্চল্য নিবারণের উপায়ও বিবিধ। ধ্যান, ধারণা এবং সমাধির অভ্যাসে মনের চাঞ্চল্য অপগত হয়। আর প্রাণায়াম, ব্রতানুষ্ঠান এবং বৈধ ভক্ষ্যের গ্রহণ এবং অবৈধ ভক্ষ্যের পরিহারও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার অতি উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়, শাস্ত্রে সেগুলির ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৪) রিপুর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। কাম জয়ের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধি উপদেশ এবং অনুষ্ঠানসূত্র আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপক। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারেও রিপুদমনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। কেমন সকল দ্রব্যের ভোজনে কোন্ কোন্ রিপুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় তাহার বিচারপূর্ব্বকই সাধকদিগের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। যাঁহারা ইউরোপীয় রাসায়নিক বিশ্লেষণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুদ্ধিতেই

পারেন না যে, পূর্ব্বকালে কিরূপে দ্রব্যগুণের পরীক্ষা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণটী অপেক্ষাকৃত স্থূল ব্যাপার। উহাতে কোন সমষ্টীভূত দ্রব্যের সম্যক্ ব্যষ্টীকরণ হয় না এবং উহার দ্বারা কোন দ্রব্য জীব শরীরে কিরূপ কার্য্য করে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝা যায় না। ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া দেখিলেই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আমাদিগের শাস্ত্রে শরীরের পটুতাসাধন, বুদ্ধি-বৃত্তির সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম সাধন করিবার গুণ বর্ণিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে, তৎসাধনের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক, উভয় প্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, এবং এমন সকল নিত্য ব্যবহার এবং অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া সমস্ত মানবজীবন একটী বিশুদ্ধ পদার্থ এবং প্রকৃতজ্ঞান লাভের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হয়। শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাহার বিধি নিষেধ বাক্য সকল রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই পুণ্যরূপ মহৎ ফলের লাভ হয়। কি সুন্দর তথ্য! যে ধর্ম্মরূপ বীজ হইতে শাস্ত্রাচারের উৎপত্তি, সেই ধর্ম্মই পুণ্যনামে শাস্ত্রাচারের শুভময় ফল। অর্থাৎ প্রাকৃত বৃক্ষেও যেমন, এই সদাচার রূপ মহাবৃক্ষেও সেইরূপ—যাহা মূলে তাহাই ফলে।

উপক্রমণিকাধ্যায়ের উপসংহার।

পূর্ব্বগত পাঁচটী প্রবন্ধের পাঁচটী শীর্ষক যে কবিতাটীর এক এক অংশ তাহার পূর্ণক এই—

> ধর্ম্মোহস্য মূলাঙ্কুরবঃ প্রকাণ্ডো
>
> বিজ্ঞানি শাখা স্ফুরনানি কাম্যাঃ।
>
> যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চ পুণ্যং
>
> অসৌ সদাচার-তরুর্ম্মহীয়ান্।

এবং প্রবন্ধগুলিতে যে কয়েকটী বিষয় নির্ণীত হইয়াছে তাহার সংক্ষেপোক্তি এই—

(ক) রজোগুণ এবং তমোগুণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যাদি এবং আলস্যাদি পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের স্বাভাবিকা খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রো হ্লাবিত করিবার জন্য যে অভ্যাস তাহার নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার।

(খ) সদাচার দ্বারা আয়ু যে রূপে দৃঢ় এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা তিন প্রকার কারণ সমষ্টির উপর নির্ভর করে। সেই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত, আর এক প্রকার সমাজগত, অপর প্রকার পুরুষকার-নিষ্ঠ, এই জন্য আচার পদ্ধতির কালব্যাপকতা এবং দেশ ব্যাপকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ কূটের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অন্য দেশীয় আচার যে শাস্ত্রাচারের প্রতিপোষক স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহারা প্রমাণ বলিয়া যে গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ হয়।

(গ) সদাচার দ্বারা যে বিত্ত সংগ্রহের উপায় তাহা মিতাচার এবং কামনার সংযম-মূলক হয়।

(ঘ) সদাচার যে কামনার সংযম অভ্যাস করায় তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ এবং ভোগ-সুখ গ্রহণে সক্ষম হইয়াই থাকে।

(ঙ) সদাচার কর্ত্তৃক স্বভাবজাত শক্তির উন্মেষ, সহানুভূতির সম্বর্দ্ধন এবং অকিঞ্চনতার শিক্ষা হইয়া যশোলাভের উপায় হয়।

(চ) সদাচার শরীরের পটুতা সাধন, বুদ্ধির সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম অভ্যাস করাইয়া মনুষ্যগণকে পুণ্য-শীল অর্থাৎ জ্ঞানপথের পথিক করিয়া দেয়।

উপনিষদেও এই কথাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে—যথা

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থী নাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

আচার শুদ্ধি হইতে সত্ত্ব বা জীবন শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃতি জন্মে, স্মৃতির বা মানসিক শক্তির শুদ্ধি হইতে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি বা বন্ধনের বিশিষ্টরূপ মোচন হয়।

আচার প্রবন্ধ।

নিত্যাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাতঃকৃত্য।

দিবা রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত। প্রহর পরিমিত কালের অপর একটী নাম 'যাম'। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বলা যায়। স্মৃতি শাস্ত্র যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়াই দিনকৃত্যগুলির নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। ঘটিকা যন্ত্রের নিয়মানুসারে দিবা রাত্রি চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকায় বিভক্ত হয়। সুতরাং এক প্রহরে তিন ঘণ্টা এবং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকার সমান। এই জন্য যামার্দ্ধের করণীয় প্রতি দেড় ঘণ্টার করণীয় বলিয়াই অবধারিত।

শাস্ত্রোক্ত রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ ৪৷৷০ ঘটিকা হইতে আরব্ধ হইয়া প্রাতে ৬ ঘটিকা পর্যান্ত। দিবসের প্রথম যামার্দ্ধ ৬টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত। এইরূপ পর পর বিভাগ হইয়া ষোড়শ যামার্দ্ধ রাত্রি ৪৷৷টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত হয়। উল্লিখিত ষোড়শ যামার্দ্ধের প্রত্যেকটিতে যাহা যাহা করণীয় তাহা শাস্ত্রে সবিশেষ কথিত হইয়াছে। তেমন বিশেষ কথনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন কার্য্যই বিধির প্রতি মনঃ সংযোগ ব্যতিরেকে নির্ব্বাহিত

না হয়, এই অভ্যাসের সম্যক্ সংস্থাপন করা। ঐ বিশেষ বিধি সকল শাস্ত্র দর্শন দ্বারা এবং গুরুর নিকট হইতে জানিবার প্রয়োজন। এই প্রবন্ধ মালায় অতি স্থূল স্থূল কতকগুলি কথারই উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি ৪॥টার সময়ে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটীর আবৃত্তি করিতে হয়।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু—ইহাঁরা সকলে আমার সম্বন্ধে সুপ্রভাত বিধান করুন।

নিদ্রা ত্যাগ হইল—প্রবুদ্ধ হইলাম—যেন নূতন হইয়া জগতে আসিলাম—সুতরাং সমুদায় জগৎকে স্মরণ করিতে, সর্ব্বময়ের বিশ্বরূপটী ধ্যান করিতে আদিষ্ট হইলাম—মানুষ যে দীপ্তিমান দিব্য পদার্থের প্রত্যক্ষ দ্বারা এবং উৎপত্তি, স্থিতি, ধ্বংস ব্যাপারের পরিচিন্তন দ্বারা দেব ভাবের পরিগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পুনর্জন্মার ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বের সেই আদিম সোপানে অবস্থাপিত হইলাম। কি সুন্দর তথ্য। ধর্ম্মের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ও তাহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট এবং বিমিশ্র সকল ভাবগুলিই যে সকলের পক্ষে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকে, তাহা এই বিধি দ্বারা কেমন সুব্যক্ত হইল! যাঁহারা মনে করেন যে, উচ্চাধিকারীর পক্ষে ধর্ম্মের নিম্নবর্ত্তী সোপান সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারা কি ধর্ম্মতত্ত্বের কি অপর কোন তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ

হয় না। নিম্নবর্ত্তী সোপান সকল তাহার ঊর্দ্ধবর্ত্তী সোপানগুলিকে ধারণ করিয়া থাকে। নিম্নের সোপান একেবারে লোপ পাইলে উপরের সোপানও থাকে না। বর্ণমালা ভুলিয়া গিয়া কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ স্মরণের পর যে প্রকার চিন্তার প্রয়োজন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে কথিত হইয়াছে।

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং॥"

প্রাতঃকালে নিজমস্তক মধ্যবর্ত্তী শুভ্র পদ্মের মধ্যে দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্নবদন, এবং শান্ত নররূপী গুরুদেবকে তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। দ্বিনেত্র এবং দ্বিভুজ দুইটী বিশেষণের দ্বারা, যিনি গুরু তিনি যে নররূপধারী তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসঞ্জকং॥

সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার করি, যাঁহার বাক্যামৃত পান দ্বারা সংসারশক্তিরূপ বিষের বিনাশ হয়।

অর্থাৎ বিশ্বরূপ চিন্তন দ্বারা যে সর্ব্বময়ের জ্ঞানলাভে পদার্পণ হইয়াছে সেই জ্ঞানই বলিয়া দিতেছে যে, মানুষকে মানুষের স্থানেই শিক্ষালাভ করিতে হয়, মানুষকেই আদর্শরূপে পাইতে হয় এবং মানুষকেই সেই সর্ব্বময়ের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হয়। ইতিহাসে ইহাই অবতারবাদ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ধর্ম্মোন্নতিপথের একটী প্রশস্ত সোপান। যাঁহারা কথায় বলেন যে, কোন মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্ব্বেশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করা অবিধেয়, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত এমন মানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহাকে নিজের জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক, অপর কোন মনুষ্যকে আপনার আদর্শ করিয়া লইতে না হইয়াছে। উহাই

জ্ঞান এবং ধর্ম্মোন্নতির এক মাত্র পথ। গুরুস্বীকার ব্যতিরেকে কোন জাতি বা ব্যক্তি ধর্ম্মশীল হইতে পারে নাই, পারিবেও না।

কিন্তু ঐ পথে কিছু দূর গমন করিতে করিতে আর একটী সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সোপান প্রাপ্তি পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥

আমি সেই দেব ভিন্ন অন্য কেহ নহি, আমিই ব্রহ্ম, আমি শোক-শূন্য, আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্যমুক্ত, আত্মভাব সম্পন্ন।

বিশ্বরূপ-জ্ঞান হইতে, গুরু স্বীকার বা অবতার বাদ, এবং তাহা হইতে আপনাকে সর্ব্বেশ্বর হইতে অভিন্ন বোধ—এগুলি অবশ্যই পর পর হইয়া আসিবে। প্রাতঃকালের স্মরণীয় শ্লোক কয়েকটীতে ইহাই ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইয়া পূর্ণাদ্বৈতবাদ পর্য্যন্তস্থিতি পথে সমুদিত হয়, এবং আপনাতে ও সর্ব্বে অভেদবুদ্ধি বশতঃ সর্ব্ব যে চৈতন্যময় তাহারও অববোধ জন্মে। কিন্তু পূর্ণে এবং অপূর্ণে, সর্ব্বে এবং অংশে, পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য নিবন্ধন দ্বৈত-জ্ঞানের মূলও আছে। পরবর্ত্তী একটী প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকে অদ্বৈতভাবে সংশিষ্ট যে দ্বৈত বোধ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণু! তোমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমারই প্রীত্যর্থে এই প্রাতঃ-কালে উঠিয়া আমি সংসার যাত্রার অনুবর্ত্তন করিব।

সর্ব্বময়ের চৈতন্য-স্বরূপতা পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে; এস্থলে তাঁহার

আজ্ঞাপালন এবং তাঁহার প্রীতি সাধনের উদ্দেশে পূর্ব্বক সংসারে যে বৈতভাবের প্রয়োজন, তাহার অভিব্যক্তি হইল। জীবনী শক্তির মূলই সর্ব্ব। জীব সেই সর্ব্বেরই আজ্ঞাবহন করে এবং তাঁহারই প্রীতি সাধন করে, এরূপ অধ্যাস অসঙ্গত হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে ঐ অধ্যাসটী আরও গাঢ়তররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

আমি ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্তিশূন্য এবং অধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে নিবৃত্তি বিহীন; হে হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ! তুমি আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাতেই নিযুক্ত হই।

এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে আছেন এবং তিনিই আমাদিগকে কখন ধর্ম্মকার্য্যে কখন বা অধর্ম্ম কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন—শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এরূপ নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হে ঈশ্বর! তোমার আজ্ঞা পালনার্থ এবং তোমারই প্রীত্যর্থ আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এইজন্যই এই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইল যে, তোমার আজ্ঞা এবং প্রীতি কিসে হয় তাহা হৃদয়স্থিত যে তুমি হৃষীকেশ * সেই তোমার

---

* হৃষীকেশ শব্দের আধ্যাত্মিক পক্ষে অর্থ নিম্নবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

হৃষীকাণি নিয়ম্যাহং
যতঃ প্রত্যক্‌তাং গতঃ।
হৃষীকেশ ইতিখ্যাতো
নাম্না তত্রৈব সংস্থিতঃ॥

আদেশ হইতেই তাহা জানি এবং ধর্ম্মকার্য্যে যে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম কার্য্যে যে নিবৃত্তি তাহাও তোমা হইতে হয়; তাহাতে আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। এই নিরভিমানিতা এবং অকিঞ্চনতার জ্ঞাপনই শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শ্লোকটী একান্ত নিরভিমানিতারই ব্যঞ্জক। সেই অপাপবিদ্ধ, নির্লিপ্ত, সর্ব্বেশ্বরের প্রতি পাপাচরণের দোষ প্রক্ষেপ করিবার জন্য নহে।

উল্লিখিত কয়েকটী শ্লোকের পঠন মননাদি হইয়াগেলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির একটী অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি আছে—

"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্ম মর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥"

'নিদ্রা ত্যাগ হইলে পুরোবর্ত্তী দিবাতে কি কি ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার চিন্তন করিবে, এবং ধর্ম্মের অবিরোধী কি কি অর্থের সাধন করিবে তাহারও চিন্তন করিবে এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধী কি কি কাম সাধন করিবে, তাহারও চিন্তন করিবে। অর্থাৎ উপস্থিত দিবসের করণীয় সমুদায় ব্যাপার যতদূর সাধ্য পূর্ব্বাহ্লেই অবধারিত করিয়া লইবে। তাহার পর শয্যা হইতে নামিবে।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও আমাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় গুলি যেমন যথাযথ তেমনি উচ্চ এবং পবিত্র, এবং প্রতি দিবসে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম সাধনের উপায় এবং প্রণালী চিন্তন সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ সাধক, তথাপি নিত্য নিত্য ঐ সকল কথার আবৃত্তি এবং চিন্তন ক্রমশঃ অকিঞ্চিৎকর, মৌখিক এবং অগভীর হইয়া যাইতে পারে। এ আপত্তি

হৃষীকেশ শব্দের আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক অর্থ নিম্নবর্ত্তী ব্যুৎপত্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হৃষ্টা জগৎ প্রীতিকরা
রশ্ময়ো যস্য স হৃষীকেশঃ সূর্য্যঃ।

বের। যাহা উৎকৃষ্ট তাহার অনুষ্ঠানে অবশ্যই শুভফল আছে। অনুষ্ঠানের অজ্ঞানেই চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয়। অধিকন্তু, মনকে স্বাভাবিক ভাবে রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিলে ঐ সকল উচ্চভাবনা দিন দিন গভীরতর হয় এবং দিন দিন সংস্কারের সমর্থক হইয়া উঠে। সত্য এবং উন্নত বস্তুর গুণই এই যে, উহা কখন পুরাতন এবং স্বাদশূন্য হয় না।

রাত্রিশেষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া জগতে ধর্মবুদ্ধির বিকাশ যে অনুক্রমে হইয়াছে তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবসের করণীয় ধর্ম্মার্থ-কামসাধক কার্য্যগুলি স্থূল স্থূল অবধারিত করিয়া "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নম" বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবে এবং মুখে জল দিয়া বিমূত্রোৎসর্গ করিতে যাইবে। এই স্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, আচার অভ্যাসের বস্তু। যে কাজ কোন এক দিন বা দুই দিন করিলাম, আর করিলাম না, তাহা আচার বলিয়া গণ্য নহে। প্রাতঃকালে বিমূত্র ত্যাগ করা শাস্ত্রবিহিত আচারের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। উহা দৈনন্দিন কার্য্য এবং উহার অভ্যাস করিতে হয়।

শাস্ত্রবিধির সহিত স্বাভাবিকবাদীদিগের এই স্থলে একটী বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন, এমন সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। মল মূত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন যখন শরীরধর্ম্মে স্বতঃই উত্থিত হইয়া থাকে, তখন উহার আর নির্দ্দেশের নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার কাজ কি? একথা অসঙ্গত। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের কাজও অনেক এবং তাঁহাকে অনেক কাজ অন্যমনা হইয়া এবং অন্যান্য মনুষ্যের সহিত মিলিয়া একযোগে করিতে হয়। পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় মনুষ্যেরা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে পারে না। এই জন্য ঐ কার্য্যের নিমিত্ত একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। দিনকৃত্যের প্রারম্ভ কালই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আরও একটী কথা আছে। জীব শরীরের

প্রকৃতি এই যে, চেষ্টা মাত্রেই শরীরদ্রবের শোষণ হইয়া থাকে। এই জন্য দিবাদণ্ড প্রবৃত্ত হইয়া কাজ কর্ম্মের আরম্ভ হইলে অন্ত্রগত মলের দুষ্ট রসও কিয়ৎ পরিমাণে শোষিত হইয়া প্রবহমান শোণিতের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যাহারা অধিক বেলায় শৌচে যান, তাঁহাদিগের মল অপেক্ষাকৃত কঠিন হয় এবং তাঁহাদিগের মুখ এবং গাত্রে প্রায়ই দুর্গন্ধ হয়। বস্তুতঃ মলের রসভাগ তাঁহাদের শরীরে শোষিত হইয়া যায়। অতএব প্রত্যূষে বিন্মূত্রত্যাগের বিধি পালন যেমন কর্ম্ম কার্য্যের সুবিধাজনক তেমনি শুচিতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল।

মনুষ্য শরীর অতি সহজেই এই অভ্যাসটী গ্রহণ করিতে পারে। অনেকানেক সুভদ্র পরিবারের প্রাচীনা গৃহিণীরা শিশুদিগকে প্রতি প্রাতঃকালে একবার শৌচার্থে বসাইয়া থাকেন। প্রথম কয়েক দিন হয় ত শৌচ হয় না। কিন্তু ধাতুভেদে সপ্তাহ কি দশ দিন কি ততোধিক কাল এরূপ নিয়মিত রূপে অভ্যাস করিতে থাকিলে শৌচ নির্গমনের কালটী স্থির হইয়া উঠে। যুবা এবং প্রৌঢ়েরাও চেষ্টা করিলে ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারেন। শরীর অভ্যাসের দাস। কোন অভ্যাস পুরুষানুক্রমিক হইলে উহা শরীরের সহজাত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই শাস্ত্রাচারের বশীভূত হইয়া প্রত্যূষে শৌচে গিয়া থাকেন। এই আচার তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত। উঁহাদের পীড়ার সময়েও ঐ অভ্যাসটীর কার্য্যকারিতা একেবারে বিলুপ্ত হয় না এবং তাহাতে চিকিৎসার সুবিধা এবং আরোগ্য বিধানের যথেষ্ট সৌকর্য্য ঘটে।

মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি শাস্ত্রাদেশ আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব। (১) "বেগরোধো ন কর্ত্তব্যঃ"—বেগ রোধ করিবে না। (২) "বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাস বর্জ্জিতঃ"—কথা কহিবে না, থুথু ফেলিবে না, ঊর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করিবে না। (৩) "বায়্বগ্নি বিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যন্ তথৈব চ"—অগ্নি, সলিল, সূর্য্য, বায়ু এবং পূজ্যাদিগের অভিমুখে ষ্ঠীবন এবং বিন্মূত্র ত্যাগ করিবে না।

(৪) "তিষ্ঠেন্নাতি চিরং তস্মিন্ নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ।"—যে স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তথায় অধিকক্ষণ থাকিবে না এবং কোন কথা কহিবে না। এই নিয়মগুলির মধ্যে প্রথমটীর দ্বারা বেগ রোধ করা নিষিদ্ধ হইল। ইহা সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্মত কথা। বেগ রোধ নিবন্ধন যে অনেকানেক কঠিন পীড়া জন্মিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিধির মূলে অন্যান্ত বস্তুর সহিত গূঢ়তম স্বাস্থ্যের নিয়মও নিহিত হইয়া আছে। শরীরের ঊর্দ্ধভাগে যে সকল স্নায়ু বিদ্যমান তাহাদের পরিচালন হইলে শরীরের অধোভাগ নিহিত স্নায়ুগুলির কার্য্য: মন্দীভূত হয়। স্নায়ুর কার্য্য মন্দ হইলে পেশীর কার্য্যও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু নির্হারে বা বিমূত্র ত্যাগে শরীরের অধোভাগবর্ত্তী পেশী কয়েকটির বিশেষ কার্য্যকারিতাই আবশ্যক। উহাদিগের সম্যক্ কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়। অতএব শরীরের ঊর্দ্ধভাগবর্ত্তী স্নায়ুর কার্য্য যাহাতে অতিমাত্রায় না হয় তাহা করা আবশ্যক। এই জন্য অভ্যুক্ষণ বা সচল বা সবল বস্তুর দর্শন স্পর্শনাদি এবং বাক্য কথনাদি মলমূত্র ত্যাগ কালে নিষিদ্ধ। দর্শন স্পর্শ। এবং কথনাদি কার্য্যে ঊর্দ্ধগত স্নায়ুগুলের অধিক সঞ্চালনা হয়। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, শৌচ শুদ্ধির পক্ষে ঊর্দ্ধগত ব্যাপার মাত্রেই কিছু না কিছু ব্যাঘাত জন্মায়।

বিমূত্র ত্যাগের স্থান শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী হইয়া চলিলে, পথে বা পথের ধারে, পুষ্করিণীতে, পুষ্করিণীর পাড়ে, গোচারণ স্থানে, অথবা স্বগৃহ বিল মধ্যে কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। লোকের আবাসবাটী হইতে দূরে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া মলাদি পুতিয়া ফেলাই শাস্ত্রের বিধি। পল্লী গ্রামে এই বিধি প্রতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুপালিত হইতে পারে।

মল মূত্র ত্যাগের পর শৌচবিধি পালনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার মূল কথা দুইটী শ্লোকে নিবদ্ধ।

(১) বসাশুক্রমসৃঙ্‌ মজ্জামূত্রবিট্‌ কর্ণবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।

মনুষ্য শরীরের মল বারটী; (১) বসা (২) শুক্র (৩) অসৃক (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণমল, (৮) নখ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অশ্রুজল (১১) পিঁচুটি (১২) স্বেদ।

(২) আদদীত মৃদোঽপশ্চ ষট্‌সু পূর্ব্বেষু শুদ্ধয়ে।
উত্তরেষুতু ষট্‌ স্বদ্ভিঃ কেবলাভি বিশুধ্যতি॥

উল্লিখিত দ্বাদশটি মলের মধ্যে প্রথম ছয়টীর শুদ্ধির নিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল উভয়ের প্রয়োজন। শেষের ছয়টীর শুদ্ধি একমাত্র পবিত্র জল দ্বারাই হয়।

অতএব শাস্ত্রানুসারে মল মূত্র ত্যাগের পর মৃৎ শৌচ এবং জল উভয় শৌচই করিতে হয়।* শুদ্ধজলশৌচ মাত্র করিলে হয় না। আর যে প্রকার মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বল্মীক মূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা। শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাৎ লেপসম্ভবাং" অর্থাৎ উয়ের মাটি, ইন্দুর মাটি, জলের ভিতরের মাটি অন্যের শৌচাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপ সম্ভব মাটি গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ ভিজা হড়হড়ে বা কোন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীর সম্বন্ধবিশিষ্ট না হয় সাবধানতাসহকারে এরূপ বিশুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণিশরীরে তৈলবৎ পদার্থের সংযোগ থাকেই থাকে। এই জন্য তৎসংসৃষ্ট মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে প্রশস্ত হয় না। কারণ বিষ্ঠাতেও তৈলবৎ পদার্থ পিত্তের সংযোগ আছে। সাবানের ব্যবহারও সেই জন্য অপ্রশস্ত।

---

* অনেকেরই জানা নাই যে মুসলমানদিগের শাস্ত্রে দৈনিক সকল কার্য্যের জন্যই দৃঢ়বদ্ধ নিয়মাবলী আছে। জল্লাব করিয়া জল লওয়া, মৃৎশৌচ, হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে উহাদের শাস্ত্রে অনেকটা আঁটা আঁটি দেখা যায়। যবনেরাও ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারপরায়ণ নয়।

ফলতঃ বিষ্ঠা এবং মূত্র শরীরের বড়ই দূষিত বস্তু। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা-শৌচ দ্বারাই উহাদিগের দোষ সম্যক্ পরিহৃত হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে তেমন হয় না। পৃথিবীর অপর সকল লোক অপেক্ষা ভারতবাসী ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর শৌচাচার পরায়ণ। শুচিতার প্রতি এইরূপ স্থির লক্ষ্য হওয়াতে পবিত্রতার প্রতিও তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া আছে।

শৌচাবসানে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন। দন্তধাবনের পূর্ব্বে যে আচমন তাহা সামান্য কুল্লি মাত্র। সে আচমনের প্রকৃতি নিম্নবর্ত্তী শ্লোকটীতে পরিস্ফুট হইয়া আছে।

গঙ্গাং পুণ্যজলাং প্রাপ্য চতুর্দ্দশ বিবর্জ্জয়েৎ।
শৌচমাচমনং কেশংনির্ম্মাল্যং মলঘর্ষণং॥

পুণ্যজলা গঙ্গাতে শৌচ, আচমন, (অর্থাৎ মুখশোধক কুল্লী) কেশ নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। শুচিতা সম্পাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আচমনের অনুষ্ঠানটী অতীব প্রশস্ত। এমন কোন বৈধ কার্য্যই নাই যাহার আদ্যন্তে আচমন করিবার বিধি নাই।

আচমনের মন্ত্রটী অতি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রদর্শন করে। মন্ত্রটী প্রণবের সহিত তিন বার বিষ্ণুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পন্ন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই বাক্য। "জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর (সর্ব্বব্যাপকের) সেই দিব্য প্রকাশক পরমপদ (স্বরূপ) সর্ব্বদাই দর্শন করেন, যেমন আকাশে চক্ষুঃ (সূর্য্য) নিত্যই (সেই পরমপদ) দেখিয়া থাকেন। অপিচ, আচমন প্রক্রিয়াতে শরীরের আট ভাগ একে একে স্পর্শ করিতে হয়, যথা—

"খং মুখং নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যং শ্রুতী দিশঃ।
প্রাণগ্রন্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ।
রুদ্রং মূর্দ্ধানমালভ্য প্রীণাতাম্ শিখাস্বৃষীন্" ॥

অর্থাৎ মুখ-বিবরে আকাশ, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য্য কর্ণদ্বয়ে দিক্, নাভিদেশে প্রাণগ্রন্থি, হৃদয়ে ব্রহ্মা, শিরোভাগে রুদ্র এবং শিখায় ঋষিগণকে

স্পর্শ করিয়া প্রীত করিবে। তবেই জ্ঞানী আচমন কর্তার নিজ শরীরটাই যেন প্রাকৃতিক দেবদেহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবার যোগ্য হইল এবং তিনি মূলমন্ত্রদ্বারা আকাশস্থিত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক সেই পরমপদ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে, চিত্তে এবং বুদ্ধিতে কোথাও আর অশুচিতার স্থান রহিল না। জগৎচক্ষু সূর্য্যের পথে অবস্থাপিত হইয়া দৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় অধর্ম্মের মুখ্য উপাদান যে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা এবং একদেশদর্শিতা তাহা অবশ্যই অপনীত হইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ আচমন মন্ত্রের ভাবগ্রহ হইয়া তাহার অভ্যাস হইলেই প্রত্যক্ষ "যোসাবাদিত্যো পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে— দ্বৈতবোধ হইতে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। আচমনের অভ্যাস বড়ই উচ্চ বস্তু এবং তজ্জন্যই ইহার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠানের আদেশ।

প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে দন্তধাবনের ব্যবস্থা আছে। দন্তধাবন কার্য্যে যে যে প্রকার কাষ্ঠ প্রশস্ত তাহা দুইটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

(১) তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণোবৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং।

তিক্ত, কষায়, কটু, সুগন্ধি, কণ্টকযুক্ত এবং শুভ্র আঠা বিশিষ্ট যে বৃক্ষ গুল্মাদি তাহাদিগের হইতে দন্ত কাষ্ঠিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ।
তিন্তিড়ী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আম্রনিম্বৌ তথৈবচ।
অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোডুম্বরস্তথা॥

খদির, কদম্ব, করঞ্জ, তেঁতুল, বংশপৃষ্ঠ (বাখারি), আম্র, নিম্ব, আপাঙ, বেল, আকন্দ এবং ডুমুর (ইহাদের দন্তকাষ্ঠিকা উৎকৃষ্ট)।

দন্তকাষ্ঠিকার একটী মন্ত্র আছে, যথা—

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনিচ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বমোদেহি বনস্পতে।

হে বনস্পতে। আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, ধন, ব্রহ্মজ্ঞান এবং মেধা প্রদান কর।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অসীম অনেকত্বের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদাই সেই ধ্রুব একত্বের অনুভব করিতে পারিতেন, সেই আত্মসাক্ষাৎকৃত মহর্ষিরাই সামান্য দাঁতন কাঠিও যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে অনুকূলতা করিতে পারে, তাহা বুঝিতেন।

দন্তধাবন সম্বন্ধে অপর যে কয়েকটি বিধি আছে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি।

(১) শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেঽজীর্ণ সম্ভবে।

ব্রতে চৈবোপবাসেচ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং। *

শ্রাদ্ধদিনে, জন্মদিনে, বিবাহদিনে, অজীর্ণ দোষ হইলে, ব্রতকালে এবং উপবাস কালে দন্তধাবন করিবে না।

(২) দন্তধাবনমদ্যাৎ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখোবা।

পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে।

(৩) চতুর্দ্দশাষ্টমীচৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।

পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তিরেবচ।

(৪) পর্ব্বস্বপিতু দন্তধাবনং বর্জ্জয়েৎ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবি-সংক্রান্তি—এইগুলি পর্ব্বাহ। পর্ব্বাহে দন্তকাষ্ঠিকায় ব্যবহার করিবে না।

(৫) তৃণাঙ্গারকপালাশ্মবালুকায়সচর্ম্মভিঃ।

দন্তধাবনকর্ত্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ।

তৃণ, অঙ্গার, কপাল (হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গা খোলা) পাথর, বালুকা, লৌহ এবং চর্ম্ম দ্বারা দন্তধাবন করিলে পুরুষাধম হয়।

(৬) ত্যক্ত্বাচানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং।

অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গুলিদ্বারা দন্তধাবন করিবে না।

* মুসলমান শাস্ত্রেও উপবাসে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত শ্লোক দ্বারা অতাশৌচ হইলে যে সকল দিনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেই সকল দিনে দন্তধাবনের নিষেধ হইয়াছে, আর অজীর্ণ দোষ থাকিলেও দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজীর্ণ দোষে দন্তধাবন বমনোদ্রেককারী এবং অজীর্ণের বর্দ্ধক হইতে পারে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যগ্রহ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি সাপেক্ষ। ভারতবর্ষ যে অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত তাহাতে এদেশে উত্তর শিয়রে শয়ন করার দোষ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন প্রায় হইয়া উঠিয়াছে; এই জন্য বোধ হয় যে, বিজ্ঞান নিজে আরও একটু বড় হইয়া উঠিলে পূর্ব্ব এবং উত্তরাস্য হইয়া দন্তধাবন করিবার উপকারিতাও বুঝিতে পারিবে *। আর পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাদি তিথির ভেদে মনুষ্যদেহে রোগ প্রবলতার ন্যূনাতিরেক হয়, ইহা সত্ত্বকালের পর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুভূত হইয়াছে; সুতরাং কালক্রমে সেই বিজ্ঞান যে মনুষ্যদেহে অন্যান্য তিথ্যাদিরও প্রভাব বুঝিবে এবং তাহা বুঝিয়া তিথ্যুপযোগী অনুষ্ঠানের নিদান দেখিতে পাইবে, ইহাও অনুভবযোগ্য। পঞ্চম শ্লোকটীর দ্বারা দুইটী কথার প্রতিপত্তি হয়। এক কথা, দন্তধাবন কার্য্যে কয়েকটী বস্তু দুষ্ট; দ্বিতীয় কথা, দন্তধাবন কার্য্যটী বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ শুচি হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তিনি শুচিবেয়ে হইবেন, শাস্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য নয়। এই জন্যই বোধ হয় দুর্ব্বল অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারাই দন্তধাবনের বিধি; তৎকার্য্যে তর্জ্জনী মধ্যমাদি বলবত্তর অঙ্গুলির নিষেধ। দাঁতন

---

* পৃথিবী স্বয়ং একটী বিশাল চুম্বক। ইহার চৌম্বকত্ব সকল সময়েই সকলের প্রতি কার্য্যকারী। মার্কিন দেশের চৌম্বক উদ্ভিদ্ এই পার্থিব বলের প্রভাবেই দিন রাত্রির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে পত্রগুলির মুখ ফিরাইয়া থাকে। এই চৌম্বক বলকে অনুকূল করিবার জন্যই কি বিশেষ বিশেষ কার্য্য কালে মুখ ফিরাইবার ব্যবস্থা এবং শয়ন কালে বিশেষ বিশেষ শিয়রে শুইবার ব্যবস্থা ?

কাষ্ঠির প্রান্তভাগ যে স্বয়ং দন্তে চিবাইয়া থেঁত করিতে হয় না প্রস্তরাদিতে ছেঁচিয়া থেঁত করিতে হয়, ইহাও কলহলতঃ সত্য। অতিরিক্ত দাঁত খোঁটার স্পষ্ট নিবারণ আছে।

দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।

ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ॥

দাঁতে কিছু লাগিলে যদি (জিহ্বাদ্বারা) না ছাড়ান যায় তবে উহা ছাড়াইবার জন্য অধিক যত্ন করিবে না, উহাকে দন্তবৎ মনে করিবে; সুতরাং উহাতে অশুচিতা জন্মিবে না।

যে পর্ব্বাহাদিতে দন্তকাষ্ঠিকার নিষেধ, তাহাতে দুই প্রকার অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করা যায়, আর দ্বাদশবার জল গণ্ডূষ গ্রহণ বা কুলি করিলেও হয়।

কিন্তু দিনভেদে কাষ্ঠিকা দ্বারা দন্তধাবনের বিধি নিষেধ থাকিলেও জিহ্বোল্লেখ বা জিবছোলার নিষেধ কখনই নাই। ঐ কার্য্য পত্র দ্বারা করণীয়। জিহ্বোল্লেখ কার্য্যে নিম্নলিখিত তৃণরাজদিগের অর্থাৎ তালজাতীয় বৃক্ষগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ——

গুবাকতালহিন্তালী তথা তাড়ী চ কেতকী।

খর্জ্জুর নারিকেলৌচ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥

দন্তধাবন কালে কথা কহিতে নাই। অধিক বেলা করিয়া দন্তধাবন করাও নিষিদ্ধ। এখন দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ মধ্যাহ্ন স্নান কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দন্তধাবন করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে——

মধ্যাহ্নস্নান কালেচ যঃকুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।

নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।

মধ্যাহ্নস্নানকালে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করেন, পিতৃগণের সহিত দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গমন করেন। অতএব প্রাতঃকালেই দন্তধাবন করিতে হয়।

শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া চক্ষু বিধৌত করিতে হইলে মুখের ভিতরে শীতল জল রাখিয়া দুই চক্ষু ধুইতে হয়। বিনা প্রক্ষালনে এক হাতে দুই চক্ষু ধৌত করা নিষিদ্ধ। তাহাতে শুচিতার রক্ষা করা হয় না।

অশুচিতায় সমূহ দোষ। শাস্ত্রের স্পষ্ট কথাই এই—

স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়াঃ।

মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ।

শুচিতায় একান্ত পক্ষপাতী আর্য্যশাস্ত্র যে উহার সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠানের অর্থাৎ স্নানের * প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অস্নাতো নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।

স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ॥

নিদ্রোত্থিত পুরুষ লালাস্বেদাদি সমাকীর্ণ দেহ লইয়া জপ হোমাদি কোন বৈধ কর্ম্মই স্নান না করিয়া করিবেন না। নবচ্ছিদ্র সমন্বিত শরীর অত্যন্ত অশুচি; দিবা রাত্রি ইহা হইতে কিছু না কিছু ক্ষরিত হইতেছে। প্রাতঃস্নানদ্বারা ইহার শোধন হয়।

বস্তুতঃ অনাতুর ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি প্রাতঃস্নান করিবার আদেশ আছে। গৃহীর প্রতি দুইবার এবং অপর আশ্রমীর প্রতি তিন বার

---

* যে সকল দেশে আচার শিক্ষার শাস্ত্র নাই তথায় লোক সকল কেমন অশুচি হইয়া থাকে তাহা আমাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। এক জন ফরাসি পণ্ডিত একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়েরা গড়ে দুই বৎসরের মধ্যে একবার স্নান করে। তিনিই বলেন ইংলণ্ডবাসীরা গড়ে তিন বৎসরান্তর, জর্ম্মণেরা পাঁচ বৎসরান্তর, রুষীয়েরা ছয় বৎসরান্তর একবার স্নান করিয়া থাকে।

স্নান করিবার বিধি। তাহার প্রথম স্নানটিই প্রাতঃস্নান। অরুণোদয় উহার মুখ্যকাল। নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করতঃ দুই হস্ত দ্বারা মুখ, নাসিকা চক্ষুঃ এবং কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া তিনবার শিরোমজ্জন করিয়া লইলে এই স্নান হয়। প্রাতঃস্নানটি সংক্ষেপেই সারিতে হয়। শিরোমজ্জনের নিয়ম এই—যদি স্রোতোজল হয়, তবে যে দিক হইতে স্রোতঃ আইসে সেই মুখে ডুব দিতে হয়; যদি স্থির জল হয় বা গৃহে তোলা জল হয়, পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া শিরঃস্নান করিতে হয়। স্নান কালে কথা কহিতে নাই, এবং পরণ কাপড়ে গা মাজিতে নাই।

উল্লিখিত বিধি গুলির প্রতি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্নানের দ্বারা কেবল শুচিতা সম্পাদন হয় বলিয়াই যে শাস্ত্রে স্নানের সমাদর হইয়াছে, তাহা নহে; স্নানের স্বাস্থ্যকারিতার প্রতিও সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং।
শরীরবলসন্ধানং কেশ্যমোজস্করং পরং।

স্নান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, পরম তেজস্কর।

যে প্রকার স্নানে স্বাস্থ্য হানির অথবা অন্য কোন হানির সম্ভাবনা তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥

ভোজনের পর, কিম্বা পীড়া থাকিতে অথবা রাত্রি নয়টা হইতে তিনটার মধ্যে কিম্বা অধিক বস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা বহুবার কিম্বা অপরিচিত জলাশয়ে স্নান করিবে না।

কূপ এবং কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান অপ্রশস্ত।

প্রভূতে বিদ্যমানেতু উদকে সুমনোহরে
নাল্পোদকে দ্বিজঃ স্নায়াৎ নদীঞ্চোৎসৃজ্য কৃত্রিমে॥

সুমনোহর প্রভৃত জলাশয় প্রাপ্ত হইলে অস্বাভাবিক জলাশয়ে স্নান করিবে না এবং নদী ত্যাগ করিয়া কোন কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান করিবে না।

সমুদ্র জলে স্নানের যথেষ্ট প্রশংসা—

জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং কুরুতে নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্নাত্বা ক্ষীরার্ণবে সকৃৎ।

স্নান সম্বন্ধে আর একটী শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্যও প্রাকৃতবুদ্ধিগম্য—

স্নাতস্য বহ্নিতোয়েন তথাচ পরবারিণা।
কায়শুদ্ধিং বিজানীয়াৎ নতু স্নানফলং লভেৎ॥

উষ্ণজলে এবং অপরকর্ত্তৃক আনীত জলে স্নান করিলে শরীর শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু স্নানের সকল ফল ফলে না; অর্থাৎ স্বয়ং জলাশয়ে গমন করিয়া শীতল জলে অবগাহন করিলেই স্নানের সমগ্র ফল লাভ হইতে পারে।

এপর্য্যন্ত অবগাহন স্নানের কথাই বলা হইল। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত স্নান সাত প্রকার, * যথা—

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং।

মন্ত্রবিশেষ পাঠে মান্ত্রস্নান হয়, মৃত্তিকালেপন দ্বারা ভৌমস্নান হয়, হোমাগ্নিসম্ভূত ভস্ম লেপনে আগ্নেয় স্নান হয়, গোপদরজঃপ্রবহমান বায়ুতে বায়ব্য স্নান হয়, সাতপ বৃষ্টিপাতের দ্বারা দিব্য স্নান হয়, জলে মজ্জন করিলে বারুণ স্নান হয় এবং বিষ্ণু চিন্তনের দ্বারা মানস স্নান হয়।

যাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিন বার অথবা প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে দুই বার অবগাহন করিতে না পারেন, তাঁহারা একাধিক বার অবগাহনের স্থলে অপর ছয় প্রকার স্নানের কোন এক প্রকারকে অনুকল্প স্বরূপ গ্রহণ

---

* মুসলমানেরাও ভৌমস্নান এক প্রকার স্বীকার করেন।

করিয়া থাকেন। অশক্ত এবং আতুরের পক্ষে আরও এক প্রকার স্নানানুকল্প আছে। যথা—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসাবাপি মার্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥

কর্ম্মি-ব্যক্তি স্নানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিজাইয়া অথবা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া স্নানের অনুকল্প করিতে পারেন। তাহা করিলে বিধির লঙ্ঘন হয় না। আমাদের বাসভূমি বঙ্গদেশের বায়ু অতিশয় সজল। এখানে অনেকের ধাতুতেই একাধিক বার অবগাহন স্নান সহ্য না হইলেও না হইতে পারে; বোধ হয়, সেই কারণেই কতক পশ্চিম প্রদেশের অপেক্ষা এখানে দুই তিন বার অবগাহীর সংখ্যা অনেক ন্যূন। এখানে প্রাতঃস্নায়ীরা মধ্যাহ্ন স্নানে অবগাহনের অনুকল্প গ্রহণ করেন, এবং মধ্যাহ্নস্নায়ীরা প্রাতঃস্নানকালে অনুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন না, তাঁহারা রাত্রিবাসত্যাগ, আচমন ও কেশ প্রসাধন • পূর্ব্বক প্রযত হইয়া মানস বা মন্ত্র † স্নান করেন।

যাবত্তু রাত্রিবাসোস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন তত্ত্যাগাদৌ শুদ্ধিমভীপ্সতা।
আচান্তস্ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনং॥

• মুসলমানদিগের মধ্যেও কেশ প্রসাধনের শুচিতা স্বীকৃত আছে।

† মন্ত্র স্নানের মন্ত্রটী সন্ধ্যোপাসনার অন্তর্গত মার্জ্জন, মন্ত্র; অর্থ এই— হে জল সকল! তোমরা অতি সুখদাতা, ইহকালে [প্রত্যক্ষতঃ] অন্নের উপায় কর এবং অন্তে [পরোক্ষতঃ] পরমপদার্থে সংযোজিত করিও; তোমরা [বহুত্ব হইতে একত্ব প্রাপ্তির অনুক্রমে] জননীর ন্যায় হিতকারিণী; আমাদিগকে অশিবশূন্য মঙ্গলতম রস প্রদান কর। তোমরা যে রস দ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রস ["রসো বৈ সঃ"] দ্বারা [তোমার বাহ্যের বাহ্যরূপ মাত্র] আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।

যতক্ষণ রাত্রিবাস ধারণ করা থাকে ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না; এই জন্য শুচিতাভিলাষি-ব্যক্তি (বৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার) পূর্ব্বেই রাত্রিবাস ত্যাগ করিবেন এবং আচমনের পরেই কেশ প্রসাধন করিবেন।

এইরূপে অবগাহন স্নান অথবা তদনুকল্প অপর কোন স্নান এবং রাত্রিবাসত্যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জল বা মৃত্তিকা অথবা চন্দনাদি দ্বারা তিলক করিবে এবং তাহার পর দেবতা, ঋষি এবং (মৃত পিতৃকের পক্ষে) পিতৃ তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রধান মন্ত্র এই—

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউক।

তর্পণ ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়। সন্ধ্যার উপাসনা অতীব পবিত্র। সমস্ত বিশ্ব, তৎস্বরূপ, তদ্ব্যাপক এবং তদতীত—

অতমেতস্মাৎ স্বত্তো যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ নপরং বিদ্যতে ততঃ।

সেই তাঁহা (পরম সত্তা) হইতে আমাকর্ত্তৃক এই জগৎ যথাপূর্ব্ব প্রসূত হইয়াছে। অতএব এই জগৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই এই জগতের কারণ এবং বিষ্ণুই ইহার আধার। তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

সেই পরমসত্তার সহিত মানবাত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ত্রিসন্ধ্যার-মন্ত্রগুলিতে অতি সুব্যক্ত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে ঐ সকল মন্ত্রের কি অক্ষরার্থ কি তাৎপর্য্যার্থ এক্ষণে অনেকের অনায়ত্ত হইয়া আছে। কার্য্যকালে স্মরণ হয় না; সুতরাং সন্ধ্যাকৃত্যের সম্যক্ ফললাভ হইতেছে না। সন্ধ্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যা সন্ধ্যা সাতু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥

যিনি গায়ত্রী তিনিই সন্ধ্যা, একেই দ্বিধা হইয়া আছেন; যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন তিনি বিষ্ণুরই উপাসনা করেন।

নিত্য সন্ধ্যোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যাবজ্জীবনপর্য্যান্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমোবিপ্রস্তেজসা তপসা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যোদ্বিজঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য।

রাত্রি ৪৷৹ টা হইতে প্রভাত কাল ৬টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যের সময়। তাহার পর দিনকৃত্যের আরম্ভ। *

দিনকৃত্যের প্রথম ভাগে অর্থাৎ বেলা ৬টা হইতে ৭৷৷৹ টা পর্য্যন্ত প্রথম যামার্দ্ধে দেবগৃহ মার্জ্জনাদি কার্য্য, গুরু ও মঙ্গল দ্রব্য দর্শন, কেশ প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন এবং পুষ্পচয়ন করিতে হয়। ৭৷৷৹টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাসের বিধি। বেদাভ্যাস পঞ্চধা বিভক্ত— (১) বেদস্বীকরণ অর্থাৎ গুরুর স্থানে শ্রবণ—(২) বেদবিচার অর্থাৎ তর্ক করিয়া আলোচনা—(৩) বেদের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি— (৪) বেদের জপ অর্থাৎ মানসচিন্তন—(৫) বেদের দান অর্থাৎ অধ্যাপন।

যে ব্রাহ্মণ যে বেদের এবং যে বেদশাখার অন্তর্গত তাহার যে দৈনন্দিন পাঠ্যভাগ বা স্বাধ্যায় তাহার অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে না। [এক্ষণে গায়ত্রীর পাঠ ইহার অনুকল্প হইবে।] স্বাধ্যায় পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদশাখা ব্যাকরণাদি অধীত হইতে পারে।

---

* মুসলমানদিগের মধ্যে নমাজ এবং কোরাণ পাঠ প্রত্যূষেই আরম্ভ হয়।

সাধারণের পক্ষে এই দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কালটি অতীব প্রশস্ত। শরীর শুচি, মনোবৃত্তি সতেজ, এবং স্নান তর্পণ সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা চিত্তের সম্যক্ ঔদার্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে শাস্ত্রালোচনায় মনঃসংযোগ অধিক হইবে, স্মৃতির বলবত্তা নিবন্ধন উত্তমরূপ স্মরণ থাকিবে, শাস্ত্রোক্ত উদার ভাবগুলি সহজেই হৃদয়ে স্থান পাইবে এবং শাস্ত্রচিন্তার ক্লেশভার অল্প হইবে। দিবসের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগটি আর্য্য ঋষিরা বিদ্যোপার্জ্জনে ন্যস্ত করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহাদের বড়ই সমাদর ছিল। তাঁহাদের মতে বেদাভ্যাস পরম তপস্যা।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমন্তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ॥

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা; ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়াই জানিবে।

অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে——

দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈর্ব্রতৈস্তথা।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি বিদ্যয়া যামবাপ্নুয়াৎ॥

বিদ্যা দ্বারা যে সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ উপবাস, ব্রত, কাহার দ্বারা সে সদ্গতি লাভ হয় না। ফলতঃ বিদ্যা মাত্রেই আদরণীয়। যাহা কিছু হইতে বেদার্থ অধিগত হওয়া যায়, তাহারই গৌরব করিতে হয়।

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃস্মৃতঃ॥

কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি দেশ প্রচলিত ভাষা, যে উপায়েই হউক, যিনি শিষ্যকে বেদানুরূপ শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই গুরু। অতএব দেশভাষাদির সাক্ষাৎ পাঠনা অথবা তাহাতে গ্রন্থরচনা দ্বারা লোককে শিক্ষা দান করা, এই দ্বিতীয় যামার্দ্ধের বিধিবোধিত অনুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য;

গ্রন্থবিরচন যেরূপ বিহিত কার্য্য, গ্রন্থের লিখন এবং বিতরণও সেইরূপ জ্ঞান চর্চ্চার অনুকূল ব্যাপার বলিয়া বিলক্ষণ প্রশংসনীয়।

ইতিহাসপুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।

ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃত॥

যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ লিখিয়া [বা ছাপাইয়া] দান করেন তাঁহার ব্রহ্ম [বেদ] দানের দ্বিগুণ পুণ্য হয়।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার দান অত্যাবশ্যক। শ্রুতি বলিতেছেন—

যোঽহরহরধীত্যবিদ্যামর্থিভ্যো ন প্রযচ্ছেৎ স কাপ্যং স্যাৎ শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়াৎ।

যিনি অহরহ বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিদ্যার্থীকে না দান করেন, তাঁহার কার্য্য ব্যর্থ্যাত্মক, তিনি মঙ্গলের দ্বার রুদ্ধ করেন।

বিদ্যার আদান প্রদান সম্বন্ধীয় কয়েকটী আপ্তনীতি জ্ঞাতব্য।

(১) যো গুরুং পূজয়েন্নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি।

তৎপ্রসাদেন যস্মাৎ স প্রাপ্নোতি সকলসম্পদঃ॥

যে ব্যক্তি নিত্য গুরুপূজা করে তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্না হয়েন; গুরুর অনুগ্রহেই সকল সম্পদের (অতিদুর্লভ বিদ্যার) লাভ হয়।

(২) বিস্মরেচ্চ প্রমাদেন যো হি শাস্ত্রমধীতবান্।

স যাতি নরকং ঘোরং অক্ষয়ং ভীমদর্শনং॥

মূর্খতাবশতঃ যে ব্যক্তি শাস্ত্র শিখিয়া ভুলিয়া যায় তাহার ঘোর ভীমদর্শন অক্ষয় নরক প্রাপ্তি হয়।

(৩) যশ্চবিদ্যাং বাদয়েৎ তস্যাজীবেন্নতস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবতি যশ্চ বিদ্যায়া পরেষাং যশোহন্তি।

বিদ্যালাভ করিয়া যিনি তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন [ছাত্র পড়াইয়া তাহার স্থানে বেতন গ্রহণ করেন] তাঁহার পরলোক কোন ফলপ্রাপ্তি হয় না, আর যিনি অন্যের যশ নষ্ট করেন [তাঁহারও পরলোকে ফল হয় না।]

(৪) উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা।

ত্রিবর্গসাধনের অভিলাষী যিনি অধ্যাপকের বৃত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি কি না দেন।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তৃতীয় যামার্দ্ধে অর্থাৎ ৯ টা হইতে ১০॥০টা পর্য্যন্ত পোষ্যবর্গের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বকাল হইতে এখনকার কালে আমাদের অবস্থা কতই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তখন দেড় ঘণ্টাকালমাত্র যত্ন করিলেই পর্য্যাপ্ত অর্থ চিন্তা হইত, এখন যেন অষ্ট প্রহর ঐ চিন্তা করিলেও কুলায় না! যখন ধনবত্তা ছিল, তখন লোভ ছিল না, আর এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও বড় কিছু হয় না, তথাপি ভোগ সুখেচ্ছা এবং ধন লোভ দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। তখন নিজের জন্য কিছুই করিতে নাই এই রূপ শিক্ষা ছিল, এখন নিজের জন্য বই আর কাহার জন্য কিছু করিতে নাই, এই শিক্ষা প্রবলা হইতেছে।

শাস্ত্র বলেন——

স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভি র্যোপজীব্যতি
জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ।

যে শ্রেষ্ঠপুরুষ অনেকের উপজীব্য হইয়া থাকেন, তিনিই জীবিত, যে কেবল আপনার উদর পূরণ করে সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত।

অবশ্যপোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্যই ব্রাহ্মণগৃহীর অর্থচিন্তা। অবশ্যপোষ্য বলিলে বুঝায়—

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনা সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত লোক, অভ্যাগত, অতিথি, [সাগ্নিকের] অগ্নি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া অভিহিত।

পোষ্যবর্গের মধ্যে শাস্ত্রে একটি বিশেষ কথা আছে—

বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ পিতামাতা, সাধ্বী স্ত্রী এবং শিশু সন্তান ইহাদিগকে শত অকার্য্য [নিম্নশ্রেণীর কার্য্য] করিয়াও প্রতিপালন করিবে।

পোষ্যবর্গের পালনার্থ ব্রাহ্মণ, বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণের মুখ্যবৃত্তি——

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য। ঐ ছয়টির মধ্যে তিনটী তাঁহার জীবিকা—যাজন, অধ্যাপন এবং সৎপ্রতিগ্রহ।

অন্যের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ গ্রহণ কার্য্য চালাইয়াও ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, আর আপৎকালে স্বয়ংও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন।

কুসীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতং।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥

কুসীদ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

বহবো বর্ত্তনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং কুসীদমধিকং বিদুঃ॥

ঋষিরা জীবিকার অনেক উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুসীদ গ্রহণই উৎকৃষ্ট।

জীবিকার জন্য ভৃতি স্বীকারও নিষিদ্ধ নহে।
উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে॥

বাণিজ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> সদ্যঃ পততি লোহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
> ত্র্যহেণ শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

লোহ, লাক্ষা, লবণ এবং দুগ্ধ এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কুষ্ঠাদে বনভূমিতে এবং সমুদ্রতীরে ব্রাহ্মণের গমন নিবারণ করা এবং দুগ্ধের ব্যবসায় করিলে যদি লোভ বৃদ্ধি হইয়া বাছুরের প্রতি অত্যাচার হয় তাহার নিবারণ করা, উল্লিখিত বিধির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শূদ্রের পক্ষেও কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসায় দোষাবহ।

> বিক্রয়ং সর্ব্ব বস্তূনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষভাক্।
> মধু, চর্ম্ম, সুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমং॥

মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা এবং মাংস এই পাঁচটী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া শূদ্র অপর সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে। বোধ হয় এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় হিংসাবহুলাদি দোষবিশিষ্ট বলিয়া ব্যাধ, কিরাত, শবরাদি বন্য এবং পাহাড়িয়া প্রভৃতি অন্ত্যজ লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই ঐ বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল।

কৃষি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্‌গবং জীবিতার্থিনাং।
> চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং॥

[যদি সমস্ত দিন] চারি জোড়া বেলিয়ার দ্বারা হল চালান হয়, তবে ধর্ম্মহল হয়, তিন জোড়ার দ্বারা জীবিকার্থীর হল হয়, দুই জোড়ার দ্বারা নিষ্ঠুরের এবং এক জোড়ার দ্বারা ব্রহ্মহত্যাকারীর হল হয়।

উপার্জ্জিত ধনের রক্ষণ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেও শাস্ত্রের বিধি আছে—

> পাদেনতস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
> অর্দ্ধেনচাত্মভরণং নিত্যং নৈমিত্তিকন্তথা॥

পাদমার্দ্ধং অথবা মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমারভতঃ পুংসশ্চার্থঃ সাফল্যমৃচ্ছতি॥

যাহা অর্জ্জিত হইবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সিকি ভাগ পারলৌকিক হিতসাধনে বিনিযুক্ত করিবেন, অর্দ্ধভাগ দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন সহকারে আত্মপোষণ করিবেন, বাকী সিকি ভাগের অর্দ্ধের অর্দ্ধ মূলধনে সংযুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে চলিলে অর্থের সাফল্য হয়।

কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র যে ধন সঞ্চয়াদির বিধি প্রদান করেন তাহা লোক সকলকে বিলাস-প্রবণ করিবার জন্য নয়, মুখ্যতঃ ক্রিয়াবান করিবার জন্য।

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ, ইতি তত্র বিধিক্রমাৎ॥

ক্রিয়া মাত্রেই ধনের প্রয়োজন, এই জন্যই ধনের অর্জ্জন করিতে হয় এবং তজ্জন্যই ধন রক্ষণের, বর্দ্ধনের এবং ভোগের যথাক্রমে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

রাত্রির শেষ যামার্দ্ধে দিবসের প্রাতঃকৃত্য, প্রথমযামার্দ্ধে পুষ্পচয়নাদি, দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস এবং তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যদিগের পালনার্থ অর্থসাধন করিবার নিয়ম। তাহার পর চতুর্থ যামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা ১০॥টা হইতে ১২॥ টা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাপূজাদি করিবার ব্যবস্থা।

প্রাতঃ স্নান যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিতে হয়, মধ্যাহ্ন স্নান সেই প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইবে। অর্থাৎ অকৃত্রিম জলে, স্রোতের প্রতিমুখে, পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া পরিধেয় বস্ত্র এবং গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র এই দুইটি মাত্র বস্ত্র লইয়া, নাভিদেশ পর্য্যন্ত মজ্জিত করিয়া, নাসিকাদি দ্বার রুদ্ধ করতঃ বারত্রয় শিরোমজ্জন করিবে। প্রাতঃস্নান হইতে মধ্যাহ্ন মধ্যাহ্ন স্নানের বিশেষ এই যে, প্রাতঃস্নানে তৈলাভ্যঙ্গের কথা নাই।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাতঃস্নানে, ব্রতের এবং শ্রাদ্ধের দিনে, দ্বাদশীতে এবং গ্রহণে তৈল মাখিলে মদ্য মাখার দোষ হয়, অতএব ঐ সকল সময়ে তৈল মাখিবে না।

তৈল মাখিবার নিয়ম শরীরের নীচের দিক হইতে উপরের দিকে। কারণ মাথার মাখা তৈলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা অন্যান্য অঙ্গলেপ নিষিদ্ধ যথা—

শিরোভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ।

পর্ব্বদিনে [চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা,
এবং রবিসংক্রান্তির দিনে] তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী এবং নবমীতে মস্তকে এবং পর্ব্বসন্ধিগুলিতে তৈল দিতে নাই। তৈলাভ্যঙ্গে বারদোষও ধরা হয়। রবিবারে এবং মঙ্গলবারে তৈল ব্যবহার দোষাবহ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তৈল ব্যবহারের যথেষ্ট গুণ কীর্ত্তন আছে।

অভ্যঙ্গ মাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণশীলয়েৎ॥

তৈলাভ্যঙ্গের দ্বারা জরা, শ্রম এবং বাত দোষ নিবারিত হয়, অতএব নিত্য অভ্যঙ্গাচরণ করিবে। মস্তকে, কর্ণে এবং পাদে বিশেষ করিয়াই তৈল দিবে।

শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তৈলাভ্যঙ্গের প্রতি যে যে নিষেধ-বাক্য আছে, তাহা তিলোৎপন্ন তৈলকে লক্ষ্য করে, অন্য তৈলকে লক্ষ্য করে না—

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধেষু তিলতৈলং নিষিধ্যতে॥
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং॥
অদুষ্টং পক্ক তৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ॥

তৈলাভ্যঙ্গের যে নিষেধ, সে নিষেধ তিল তৈলেরই প্রতি। ঘৃত, সার্ষপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল আর পক্কতৈল, ইহাদিগের নিত্য ব্যবহার অদুষ্ট। তবে শরীরে কফদোষ জন্মিলে, কিম্বা [স্নানাদি দ্বারা] শুদ্ধিলাভের পর, অথবা অজীর্ণ দোষ থাকিলে তৈল মাখিবে না।

সর্ব্বোৎসাদঃ ককগ্রহৈঃ কৃতসংস্কারাণীষিভিঃ।

ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশ অত্যন্ত শীত প্রধান। সেখানকার লোকেরা গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য ঐ সকল দেশে কি ভৈষজ্য তৈলের, কি অন্য কোন তৈলের ব্যবহার প্রচলন হয় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা তৈল মাখেন না।

এই বিষয়ে এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে, ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া তৈলের ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়েছেন, সেটা বৈধ অনুকরণ নহে; তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের কতকটা হানি হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে গ্রীক, রোমীয় এবং য়িহুদী প্রভৃতি জাতীয়দিগের মধ্যে তৈলের এবং বেসনের (দাইলচূর্ণের) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকানেক লোকের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সাবানই তৈলের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ সাবানে তৈল বা বসা প্রভৃতি তৈলবৎ পদার্থ এবং ক্ষার-মৃত্তিকা দুইই থাকে; উঁহাদিগের একত্রযোগে নিত্যপ্রয়োগ তাদৃশ তৃপ্তিকর বা স্বাস্থ্যকর না হইবারই সম্ভাবনা। অধিক দিন শুদ্ধ তৈল মাখিয়া এবং কোন কোন দিন মৃত্তিকা বা ভস্ম মাখিয়া স্নান করা যেমন শাস্ত্রাচার রক্ষার তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল। শাস্ত্রেও মৃল্লেপ এবং ভস্মলেপের বিধিঃ আছে। তিক্ত মৃত্তিকার লেপে বিস্ফোটক ব্রণ, ঘামাছি প্রভৃতি ত্বক্ সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগের বিশেষ প্রতিকার হয়, দেখিয়াছি। কুষ্ঠের পর্য্যন্ত উপশম হয়, শুনিয়াছি।

তৈলাভ্যঙ্গের পর অবগাহন বা বারুণ স্নান এবং তাহার পর (জলাদি দ্বারা) তিলক এবং তাহার পর তর্পণ করিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ এবং তদনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হয়। দৈবকর্ম্মকালে পরিহিত বস্ত্র সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

আচার প্রবন্ধ।

স্বয়ং ধৌতেন কর্ত্তব্যাঃ ক্রিয়াধর্ম্ম্যা বিপশ্চিতাঃ।
নচ রাজকধৌতেন নচাধৌতেন কর্হিচিৎ॥
পুত্রমিত্রকলত্রেণ স্বজ্ঞাতিবান্ধবেন চ।
দাসবর্গেণ যদ্ধৌতংতৎপবিত্রমিতি স্থিতিঃ॥

পণ্ডিতেরা ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনের বস্ত্রাদি আপনারাই ধৌত করিয়া লয়েন; ধোপার ধোয়া অথবা অধোয়া কাপড় কখন ব্যবহার করেন না; কিন্তু পুত্র, মিত্র, পত্নী, জ্ঞাতি, বান্ধব এবং দাসের দ্বারা ধৌত বস্ত্র শুচি বলিয়া গ্রাহ্য।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতে কয়েকটী মন্ত্র এবং ধ্যান প্রাতঃ সন্ধ্যা হইতে ভিন্ন; নচেৎ সে সন্ধ্যারও যে যে অঙ্গ এবং অনুষ্ঠান মধ্যাহ্ন সন্ধ্যারও তাহাই। তর্পণের এবং সন্ধ্যার অবসানে ব্রহ্মযজ্ঞ নামে একটী অনুষ্ঠান আছে। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহারা ইহাকে সন্ধ্যারই অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা অপর কাহারও অঙ্গীভূত নয়। ইহার উপাদান স্বাধ্যায় পাঠ [অনুকল্পে গায়ত্রী পাঠ] এবং চারি বেদের চারিটী মন্ত্রের জপ। তাহার ঋক্‌বেদীয় প্রথমটীতে অগ্নির, যজুর্ব্বেদীয় দ্বিতীয়টীতে বায়ুর, সামবেদীয় তৃতীয়টীতে অগ্নির এবং অথর্ব্ববেদীয় চতুর্থটীতে জলের আবাহন এবং স্তব করা হয়। ব্রহ্মযজ্ঞের পর দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। দেবপূজার মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে মহাদেবের পূজা, এবং শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজা, এবং [গৃহীতদীক্ষের পক্ষে] কুলদেবতার বা ইষ্ট দেবতার পূজাই প্রধান।

দেব পূজায় সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান কথা বলা যাইতেছে। পঞ্চ দেবতার পূজাই মুখ্য পূজা। সেই পঞ্চদেবতার পূজা এবং তাহার ক্রম একটি শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া আছে—

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তেচ কুলদেবতাং॥

সূর্য্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র, বিষ্ণুনামা নারায়ণ এবং শেষ কুলদেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হয়।

দেবগৃহটী এবং পূজোপকরণগুলি যতদূর সাধ্য পরিষ্কার, এবং সুব্যবস্থিত করিয়া পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়—এই কার্য্য দেবগৃহের অর্চ্চন শব্দে উক্ত হইয়াছে।

ততোগৃহার্চ্চনং কুর্য্যাৎ।

দেব পূজার দ্রব্য সমস্ত স্বয়ং অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

সমিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্ পতত্যধঃ॥

সমিৎ (হোমের কাষ্ঠ) পুষ্প, কুশাদি, ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করিবেন; শূদ্র দ্বারা অথবা ক্রয় করিয়া আনিয়া কর্ম্ম করিলে অধঃ-পতন হয়।

লোককে শুচি করা যেমন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, লোককে নিরলস এবং কর্ম্মঠ এবং সদা কার্য্যে প্রবহিত করিয়া রাখাও তেমনি উহার উদ্দেশ্য —এই জন্য অনেকানেক কাজ নিজের হাতে করিবার জন্য বিধি প্রদত্ত হইয়া আছে। যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বৈধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা স্বহস্তে ধৌত করিবার মুখ্য বিধি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পূজাকালে এই সকল বাহ্য আড়ম্বর আছে বলিয়া উহা যে কেবল আড়ম্বরময় পদার্থ তাহা মনে করিতে নাই। পূজকের বাহ্য এবং অন্তর ভাব কেমন হওয়া আবশ্যক, তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শুচিঃ সুবস্ত্রধৃক্ প্রাজ্ঞো মৌনী ধ্যানপরায়ণঃ।
গতকামক্রোধলোভো রাগমাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ।
আত্মানং পূজয়িত্বা তু সুগন্ধি সিতবাসসা।
দেবান্ পূজয়েৎ।

পূজার প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি কিরূপ সামান্য গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইবে তাহাও বর্ণিত আছে।

ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া।
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।

দেবপূজা ব্যাপার কিছুমাত্র অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে শুদ্ধ জল দান দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে সে প্রণালীর দেবপূজা প্রশস্ত নয়।

অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধৈর্ধূপৈঃপ্রদীপকৈঃ।
গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং॥

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ গৃহে অন্ন, পুষ্প, গন্ধদ্রব্য এবং ধূপদীপাদি দিয়া গৃহ-দেবতার পূজা করিবেন। তাহা হইলেই যে, সুগৃহস্থের পূজা প্রকোষ্ঠটি সমুদায় বাটীর আদর্শ হইবে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চতুর্থ যামার্দ্ধের কৃত্যগুলি বিবিধপ্রকারের। দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে, ঐগুলি সম্পন্ন হইতে পারে না, এমত নহে। অভ্যস্ত হইলে পূর্ণ দেড় ঘণ্টা সময়ও লাগে না। এখন কথা হইতেছে এই, অর্থ চিন্তন এবং তৎসংগ্রহের কাল বলিয়া যে তৃতীয় যামার্দ্ধটী নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অনেকের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হয় না—বিশেষতঃ নগরবাসী চাকুরিয়া লোকের পক্ষে তৃতীয় যামার্দ্ধের কৃত্যই পরবর্ত্তী যামার্দ্ধগুলির করণীয় সমস্ত ব্যাপারকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এখন চাকুরিয়াদিগকে ৯টা হইতে ১০॥ টার ভিতরেই আহারাদি শেষ করিয়া চাকুরীস্থানে গিয়া হাজির হইতে হয়। এই জন্য তাঁহারা অনেকেই তৃতীয় যামার্দ্ধ হইতেই আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং দেব পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এক যামার্দ্ধকৃত্য অন্য যামার্দ্ধে নির্ব্বাহিত হইলে যেমন

কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন মীমাংসা করিয়াছেন—"অপ্রত্যাখ্যেয় কর্ম্মানুরোধেন প্রধানকালানন্যত্রাপি কালান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি।" যে কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করা যায় না এমন কার্য্যের অনুরোধে মুখ্য কাল ত্যাগ করিয়া গৌণ কালেও বৈধকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যাঁহারা স্বধর্ম্মানুরত পুরুষ, ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহ করায় তাঁহারা সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে বাধ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চন"।

সন্ধ্যা-বন্দন এবং পূজাদির জন্য লোকের কার্য্য-ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক এখন কাজের জন্য সন্ধ্যাপূজাদির ব্যাঘাত হইতেছে না। যাহা হইতেছে তাহা—

নাস্তিক্যাদথবালস্যাৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

মধ্যাহ্ন-কৃত্য।

দেবপূজার অবসানে পঞ্চম যামার্দ্ধের (১২টা হইতে ১॥টা পর্য্যন্ত সময়ের) কার্য্যারম্ভ হইবে। এই যামার্দ্ধের কার্য্য অনেকগুলি—যথা হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি সেবন, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস দান, ভোজন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

(১) হোম। এখন এদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে। নিত্যহোমীও অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান বৃহৎ বা জটিল নয়। ইহার আহুতির সংখ্যাও অল্প এবং আহবনীয় পদার্থও দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নহে।

গৃহমেধিনো যদশনীয়ং তস্য
হোমাবলয়শ্চ স্ব স্ব পুষ্টিসংযুক্তাঃ।

গৃহীর খাদ্যও যাহা তাঁহার হবনীয় পোষণকারী পদার্থ তাহাই হইবে।

ক্ষুদ্রতম মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জলেও জলের আহুতি হোমকার্য্যের স্থানীয় হয়।

জুহুয়াদপ্সুনাপিচ।

এমন স্বল্লায়াসসাধ্য অনুষ্ঠানটির লোপ হওয়া ভাল হয় নাই।

(২) বৈশ্বদেব। সমষ্টিভাবে যাহা বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত, ব্যষ্টি-ভাবে তাহাই বিশ্বদেব নামে আখ্যাত। বৈশ্বদেবের পূজা সপ্রণব বিশ্বদেবায় নমঃ মাত্র বলিলেই হয়।

সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্যো বলিকর্ম্ম চ।
অনশ্নতাপি কর্ত্তব্যমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ॥

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে বৈশ্বদেবের [পূজা ও আহুতি] এবং বলিকর্ম্ম করিবে; ভোজন না করিয়াই করিবে, অন্যথা পাপী হইবে।

(৩) বলি। বলিকর্ম্মে বিশ্বব্যাপক সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দান করিতে হয়।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ
প্রেতাঃ পিশাচা স্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্নৈবান্নসিদ্ধির্নতথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েঽন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং সুখিতা ভবন্তু॥
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রাঃ পাপযোনয়ঃ॥

অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদি এবং বন্ধু বান্ধব বিহীন এবং পতিত ও পাপী সকলেই আমার প্রদত্ত এই অন্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং সুখিত হউক।

এই সর্ব্বভূতময় বলি প্রদানের একটি অপূর্ব্ব হেতুবাদ আছে—

ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ।
শ্ব চণ্ডাল বিহঙ্গানাং ভুবিদদ্যাত্ততো নরঃ॥

যেহেতু গৃহস্থ সকলের আশ্রয়, অতএব সকলকে না খাওয়াইয়া আপনি খাইতে পারেন না। তিনি বলি প্রদান কালে মনে মনে ভাবিবেন এবং বলিবেন—

ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং

ভূত সমূহের স্বরূপ স্বয়ং বিষ্ণুর প্রতিরূপ আমি সমস্ত প্রাণিবর্গের পালনার্থ এই অন্নদান করিতেছি।

ভারতবাসীর শাস্ত্রশিক্ষিত নিত্য বলি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বজীবে দয়ার এবং পরার্থপরতার অভ্যাস যেরূপে সাধিত হয় তাহা অন্যজাতীয়দিগের কল্পনা শক্তিরও অগোচর। পুরুষানুক্রমিক এইরূপ অনুষ্ঠান সকলের ফলেই ভারতবাসী অপর সকল জাতীয়ের অপেক্ষা অহিংসক, দয়ালু ও পরার্থজীবী হইয়া আছেন। এরূপ অনুষ্ঠানের লোপ হওয়া ভাল নয়।

(৪) অতিথি। বলির সমাধান করিয়া অতিথি সৎকার ভারতবাসীর নিত্যকর্ম্ম।

প্রিয়ো বা যদি বাদ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥

প্রিয় হউক দ্বেষ্য হউক, মূর্খ হউক, পণ্ডিত হউক, বৈশ্বদেবক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

অতিথি মাত্রেই গৃহীর পূজ্য এবং আদরণীয়।

হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।

গৃহী অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই জানিবে

অতিথির পরিচয় গ্রহণ চেষ্টা করিতে নিষেধ আছে—

দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি।

দেশ, নাম, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া যিনি অন্ন দেন তিনি অন্ন দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করেন না। এখন দেশমধ্যে কুশিক্ষার প্রভাব হওয়াতে কেহ কেহ অসম্পূর্ণ ও একান্ত স্বার্থাম্বেষী ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অতিথি ও ভিক্ষুকের অনাদর করিতে শিখিতেছেন। ঐরূপ ব্যবহার একান্ত শাস্ত্রবিগর্হিত এবং আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিরুদ্ধ।

(৫) নিত্যশ্রাদ্ধ। আর্য্যশাস্ত্র জনগণকে ধর্ম্মশীল করিবার নিমিত্ত যে অশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি জাগরূক করা একটী প্রধানতম উপায়। এই জন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মারক শ্রাদ্ধকার্য্য বর্ষে বর্ষে করিবার যেমন একটি প্রথা প্রচলিত আছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে এবং মাসে মাসে এবং প্রতি-দিনও করিবার ব্যবস্থা আছে। দৈনিক বা নিত্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান অতি সামান্য হইলেও ক্ষতি নাই। এই শ্রাদ্ধে ভোজ্যোৎসর্গ অথবা পিণ্ডদান কিম্বা বিশ্বদেবাদির আবাহন এবং বলি প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয় না। ষট্ পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃ পক্ষীয় তিন এবং মাতামহ পক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন বিসর্জ্জন করিলেই হয়, একটু জল দিলেও চলে।

অশক্তাবুদকেন তু।

(৬) গোগ্রাস। ভৌত বলি অর্থাৎ সাধারণতঃ জীবদিগকে আহার দানের পরেও গোজাতির সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিবার জন্য গোগ্রাস দানের বিধি—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

ইহাই গোগ্রাস দানের মন্ত্র এবং মন্ত্রেই সৌরভেয়ী বা সুরভিকন্যা গাভীর প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি প্রকাশ।

(৭) ভোজন। ভোজনটাই পঞ্চম যামার্দ্ধের সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহদ্ব্যাপার। এই যামার্দ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসেবা, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং গোগ্রাস দান। এই সমস্ত কার্য্যেই যেন গৃহীকে শেষভাগের অনুষ্ঠেয় ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্যতা বিশিষ্ট করে। মুখ্যবিধি হইল যজ্ঞাশী হইতে হয়, অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিতে হয়। আবার বিধি হইল, পঞ্চযজ্ঞান্ হাপয়েৎ, অর্থাৎ পাঁচটী যজ্ঞ অবশ্য করণীয়, তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো, বলি র্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥

অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি পূজা নরযজ্ঞ। তবেই এই পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহিত না করিলে গৃহস্থা-শ্রমীর ভোজন গ্রহণে শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয় না।

কিন্তু ভোজন গ্রহণে অধিকার হইলেই যেমন তেমন করিয়া অথবা যাহা তাহা খাইতে নাই। আর্য্য ঋষিরা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গই বিধিবোধিত করিয়া পবিত্র এবং পাশব ভাব পরিচ্যুত করিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা গৃহীকে উপদেশ দিলেন—

(১) ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জয়েৎ। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-কর বৃথা পাক বর্জন করিবে।

তাহার পর বলিলেন—

(২) সুবাসিনী রোগিগর্ভিণী বৃদ্ধ বালকান্
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী।

নবোঢ়া, রোগী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ এবং বালককে সংস্কৃতান্ন দ্বারা ভোজন করা-ইয়া গৃহী তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিবেন।

আরও নিয়ম হইল—

প্রাঙ্মুখোন্নানি ভুঞ্জীত শুচিঃপীঠমধিষ্ঠিতঃ।
বিশুদ্ধবদনপ্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ॥

পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে, শুচিপীঠে বসিবে, মুখ পরিষ্কার থাকিবে এবং প্রীতিপূর্ণ হইবে, বিদিঙ্মুখে অর্থাৎ কোণাকোণি হইয়া বসিবে না।

অপর নিয়ম এই—

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষা পঞ্চার্দ্রতা মতা॥

শরীরের পাঁচটী ভাগ অগ্রে আর্দ্র করিয়া পূর্ব্বমুখে মৌন হইয়া ভোজন করিতে বসিবে; দুই হাত, দুই পা এবং মুখ, এই পাঁচ ভাগ।

ভোজন কালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি। ইউরোপীয়-দিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন কথোপকথন করিতে করিতে ভোজন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই মুখের লালা নিঃস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হয়; এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাদের ঘন ঘন জল বা মদ্যপান করিতে হয়। লালা শুষ্ক হওয়া এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে জল খাওয়া পরিপাক ক্রিয়ার অনুকূল নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে মাংস পরিপাক করিতে লালার প্রয়োজন তত বেশী হয় না; এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাংসভুক্ জন্তুরাও ভোজন কালে গর গর করিয়া শব্দ করে; উদ্ভিজ্জভোজিগণ তাহা না করিয়া নিঃশব্দেই ভোজন করিয়া থাকে।

পঙ্‌ক্তির বিচারেও বিশেষ কড়াকড়ি আছে—

> অপ্যেকপঙ্‌ক্ত্যা নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
> ভস্মস্তম্বজলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ।

স্বজনদিগের সহিতও এক পঙক্তি হইয়া ভোজন করিবেনা। [হোমসজাত] ভস্ম অথবা তৃণ অথবা জলের অঙ্ক দিয়া পঙ্‌ক্তিভেদ করিবে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জল রেখার উপর পঙ্ক গুঁড়ির বিন্যাস দ্বারা পঙ্‌ক্তিভেদের চিহ্নগুলি বিশিষ্টরূপ শোভন করা হয়।

ভোজনের পাত্র রাখিবার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘ্বাসনান্বিতঃ।
> চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ মণ্ডলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং।
> কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং॥

[গোময়দ্বারা] উপলিপ্ত সম এবং শুচিস্থানে লঘু আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চতুরস্র বা ত্রিকোণ অথবা গোল কিম্বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া আনুপূর্ব্বিক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভোজন করিবে।

ভোজনপাত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আছে—

ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে খাইতে নাই। শূদ্রাদির ভোজনের দ্বারা অপবিত্রীকৃত পাত্রে, তাম্র পাত্রে, মলপাত্রে, পলাশ পত্রে, পদ্ম পত্রে, আকন্দ পত্রে, কদলী পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, হস্তে বা বস্ত্রে রাখিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। স্বর্ণের, রৌপ্যের, প্রস্তরের এবং স্ফাটিকের ভোজ্য পাত্রই উৎকৃষ্ট। কাচ এবং পোর্সিলেন্ এবং কড়িকোটা এই তিনটীকেই বরং কৃত্রিম স্ফাটিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং উহাদিগের নির্ম্মাণ স্বদেশ মধ্যে প্রচররূপ হইলে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ উহাদিগের ব্যবহার বৃদ্ধি হিতকর হইবে বলিয়াই মনে করা যায়।

ভক্ষ্যদ্রব্য সম্মুখস্থ হইলে মনের ভাব কিরূপ হওয়া বিধেয়—

পূজয়েদশনং নিত্যং চাদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥

ভক্ষ্যদ্রব্যের নিত্য সমাদর করিবে, তাহার নিন্দা করিবে না, দেখিয়া হৃষ্ট হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে আনন্দ যুক্ত হইবে।

অনন্তর পঞ্চ বাহ্য বায়ুর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া গণ্ডুষ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্ব্বায়ু পঞ্চের আহুতি দিয়া উৎসর্গীকৃত অন্ন অগ্রে অগ্রে অঙ্গুলির পর্ব্ব মাত্র দিয়া বাক্ যত লইয়া ভক্ষণ করিবে।

ভক্ষ- দ্রব্য সম্বন্ধে নিয়ম এই—

প্রাগ্ দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ মধ্যেচ কঠিনাশনঃ।
পুনরন্তে দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি॥

প্রথমে দ্রব দ্রব্য খাইবে, মধ্যে কঠিন দ্রব্য খাইবে, এবং শেষে আবার দ্রব দ্রব্য খাইবে—এরূপ করিলে বলের এবং স্বাস্থ্যের হানি হইবে না।

কোন্ রস কখন খাইতে হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে—

অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বাপূর্ব্বন্তু মধুরং রসং।
লবণাম্লৌ তথামধ্যে কটুতিক্তাদিকং তথা॥

তন্মনস্ক হইয়া প্রথমে মধুর রস খাইবে, তাহার পর লবণ এবং অম্লরস এবং শেষ ভাগে কটু এবং তিক্তরস।

বঙ্গদেশে ভোজনের উল্লিখিত ক্রম রক্ষা হয় না। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালীর অবলম্বন হইয়া প্রথমে তিক্ত, পরে কটু, তাহার পর লবণ অম্ল, এবং সর্ব্বশেষে মধুর রস গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা উল্লিখিত শাস্ত্রমতানুবর্ত্তী হইয়া চলেন।

ভোজনের প্রারম্ভে যেমন জল গণ্ডূষ লইবার বিধি, ভোজনাবসানেও সেই রূপ জলগণ্ডূষ লইবার বিধি আছে। অমৃতরূপ জল ভক্ষ্য দ্রব্যের পিধান এবং আস্তরণ। অর্থাৎ ভক্ষিত দ্রব্যের আসনও জল এবং তাহার আবরণও জল।

ভোজন বিষয়ক স্থূল স্থূল কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা হইল। কিন্তু সর্ব্বদিক্‌দর্শী আর্য্যশাস্ত্র ভোজন ব্যাপারের সহিত দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একান্ত ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধ করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতায় ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ আছে—সাত্বিক আহার, রাজস আহার ও তামস আহার। এই ত্রিবিধ আহার-ভেদে মানসিক ভাবেরও কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং

সরস, স্নিগ্ধ, সসার ও মনোরম আহারই সাত্বিক আহার। অধিক কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রূক্ষবীর্য্য ও উগ্রবীর্য্য আহার রাজস আহার। শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত, অসার, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য

আহারই তামস আহার। সাত্ত্বিক আহারে পরমায়ুঃ, বল, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে। রাজস আহার দুঃখ, শোক ও রোগাদির হেতু। সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরই প্রিয়। রাজস আহারে রাজস প্রকৃতি ব্যক্তিরই অভিরুচি এবং তামস স্বভাব ব্যক্তিরই তামস আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

ভোজনের দোষ বা অন্নদোষ তিন প্রকারের হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা (১) কুপথ্য সেবন হইলে পীড়াজনক হইয়া হয়, (২) শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণে পাপ জনক হইয়া হয়, (৩) নিষিদ্ধ এবং পীড়াজনক উভয় দোষ বিশিষ্ট দ্রব্যের ভক্ষণ হইতেও হয়। এই তিন প্রকার দোষের নিবারণ করিয়া মনুষ্য ভোজন কার্য্যে আপনার হিতসাধন চেষ্টা করিবেন ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ নিত্যমাত্মহিতেষু চ॥

যেমন স্বাধ্যায়ে (বেদপাঠে) নিত্যই উদ্‌যুক্ত থাকিতে হয়, তেমনি [ভোজন ব্যাপারে] আপনার হিতসাধনে নিত্য উদ্‌যুক্ত থাকিতে হয়।

এই জন্য পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া ভোজন করিবার বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ বিধিগুলির প্রণয়নে ধাতুভেদে, ঋতুভেদে এবং শরীরের অবস্থাভেদে যে পথ্যাপথ্যের ভেদ হয়, তাহা অতি সুপ্রণালীপূর্ব্বক বিচারিত হইয়াছে। ধাতুর বিচারে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের ধাতু অবিমিশ্র হয় না। সকল শরীরেই বায়ু, পিত্ত, কফ এই দোষত্রয়ের মিশ্রণ আছে; তন্মধ্যে যাহার শরীরে যেটীর বাহুল্য তাহাকে সেই ধাতুর লোক বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঐধাতু লক্ষণ সকল বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। নব্যদল বায়ু, পিত্ত, কফের নাম শুনিলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ ঐ শব্দগুলির দ্বারা শরীরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বুঝায় মাত্র। ঐগুলি পারিভাষিক শব্দ। উহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন হেতুই নাই। মোটামুটি বলিতে গেলে ইংরাজীতে যাহা nervous

সংস্কৃতে তাহাই বায়ু, ইংরাজীতে যাহা Billious সংস্কৃতে তাহাই পিত্ত, আর ইংরাজীতে যাহা Lymphatic সংস্কৃতে তাহাই কফ নামে অভিহিত। বায়ু প্রকৃতি লোকের লক্ষণ এই—

কৃশো রুক্ষোঽল্পকেশশ্চ চলচিত্তোঽনবস্থিতঃ।
বহুবাক্যস্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥

কৃশ, রুক্ষ, অল্পকেশ, অস্থিরচিত্ত, নিদ্রাকালে বহু কথনশীল এমন লোকের বায়ুপ্রধান ধাতু।

অকালপলিতো গৌরঃ প্রস্বেদী কোপনো বুধঃ।
স্বপ্নদীপ্তিমত্প্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরুচ্যতে॥

অকালপলিত, গৌরবর্ণ, ঘর্মালু, ক্রোধী, বুদ্ধিমান, স্বপ্নে দীপ্তিদর্শনশীল এমন লোকের ধাতু পিত্ত প্রধান।

স্থিরচিত্তঃ সুবদ্ধাঙ্গঃ স্বপ্নলঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥

স্থিরচিত্ত, দৃঢ়কায়, নিদ্রালু, প্রশস্তকেশ, স্বপ্নে জলাশয় দর্শনশীল এমন লোকের ধাতু কফ প্রধান।

এই সকল লক্ষণের মিশ্রণে দ্বিদোষাত্মক ত্রিদোষাত্মক ধাতু জন্মে। আহার এবং পানীয় এরূপে ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে যে ব্যক্তির যে প্রাকৃতিক দোষ, সে দোষের বৃদ্ধি না হইয়া ধাতুর সমতা জন্মে।

পানাহারাদয়ো যস্য বিরুদ্ধা প্রকৃতেরপি।
সুখিত্বায়োপকল্প্যন্তে তৎসাত্ম্যমিতি কথ্যতে।

যাহার পান এবং আহার তাহার প্রকৃতির [ধাতুগত দোষের] বিরুদ্ধ হয়, তাহারই সুখিত্ব এবং ধাতু সাম্য জন্মে।

বিভিন্ন ধাতুর লোকের ক্ষুধার প্রকৃতির ইতরবিশেষ আছে।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎ সাম্যাৎ জঠরানলঃ॥

জঠরানল চারি প্রকার, মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সম; কফ, পিত্ত এবং বায়ুর আধিক্যে যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার হয়, এবং কাহার বিশেষ আধিক্য না থাকিলে সম হয়।

ধাতু বিচারের পর মনুষ্য শরীরের বিভিন্ন ধাতুর সহিত ষড়্‌ঋতুর বা বার মাসের সম্বন্ধ বিচারিত হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের সূক্ষ্মদর্শি-প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্ণীত হইয়াছে। হেমন্তে এবং শিশিরে বায়ু কুপিত; বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত; গ্রীষ্মে পিত্ত কুপিত; বর্ষাতে বায়ু, পিত্ত, কফ, তিনই কুপিত; শরৎকালে পিত্ত কুপিত।

ধাতু এবং ঋতুর প্রকৃতি বুঝাইয়া লোক সকলকে আপনাপন ভক্ষ্য বিচার কার্য্যে অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্রে রসাদির স্থূল স্থূল গুণ এবং কোন্ ধাতুর সহিত কোন্ রসের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) মধুর—প্রীতিজনক, বলকর, বীর্য্য বৃদ্ধিকর, জীবিতকর, বাতঘ্ন।

(২) অম্ল—অত্যন্ত রুচিকর, রসনার উদ্বেগকর, রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর, ক্লেদন (পূঁয়াদি) বৃদ্ধিকর, পাচক, কফ বৃদ্ধিকর।

(৩) লবণ—রেচক, পাচক, পিত্ত বৃদ্ধিকর।

(৪) তিক্ত—পিত্ত, কফ, চর্ম্মরোগ এবং জ্বর নাশক, দীপন, পাচন কণ্ডু ও ক্রিমিনাশক।

(৫) কষায়—শোষক, [রসনাশক] বায়ুবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মনাশক।

(৬) কটু—অগ্নিদীপক, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর।

(ক) উষ্ণ—পিত্তকর, বীর্য্যকর, লঘু, বাতশ্লেষ্ম দোষনাশক।

(খ) শীতল—পিত্তনাশক, বলকর, কফ বাতকর, গুরু।

ধাতু এবং সময় বুঝিয়া বিভিন্ন রসের প্রয়োগ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়।

ঋতুভেদে পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় বা চিকিৎসাশাস্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া পথ্যাপথ্য বিষয়ক বিধিগুলির সৃষ্টি।

(১।২) হেমন্তে এবং শিশিরে বায়ু কুপিত হয়। [তাহার প্রশমনার্থ] মিষ্ট, অম্ল এবং লবণ-রস ব্যবহার্য্য। ময়দা, মাংস, ইক্ষুরসের এবং ক্ষীরের বিকৃতি এবং নবান্নও উপকারী। রৌদ্র সন্তাপ এবং অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে, শৌচকালে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে, পাদত্রাণ দ্বারা পাদদ্বয় আবৃত রাখিবে, এবং উষ্ণ ও কোমলস্পর্শ শয্যায় শয়ন করিবে।

(৩) বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত, অগ্নি মন্দ হয়। এই ঋতুতে অগ্ন্যুদ্দীপক ক্রিয়া করিবে, ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে, বিশেষ করিয়া গাত্র পরিষ্কার রাখিবে, নস্য গ্রহণ করিবে; পুরাতন যব, গোধূম, মধু এবং জাঙ্গল মাংস সুপথ্য। দিবানিদ্রা পরিহার করিবে।

(৪) গ্রীষ্ম কালে পিত্ত কুপিত হয়। এ সময়ে স্বাদু, শীতল, দ্রব, স্নিগ্ধ, শর্করা সংযুক্ত পানীয় এবং দুগ্ধের সহিত যুক্ত শাল্যন্ন ভোজন করিলে গ্রীষ্মদোষ লাঘব হয়। মধ্যাহ্নকালে বায়ুসঞ্চার স্থলে নিদ্রা যাইবে। লবণ, অম্ল, কটু এবং উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ এবং ব্যায়াম ত্যাগ করিবে।

(৫) বর্ষাকালে ভূবাষ্পোদ্গম এবং মেঘ নিস্যন্দ উভয় কারণ উপস্থিত হইয়া জলের দোষ জন্মে এবং জঠরাগ্নির তেজ মন্দীভূত হয়। তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ, দোষত্রয়েরই প্রকোপ জন্মে। এই সময়ে অগ্নিসন্ধুক্ষক লঘুপাক দ্রব্য; যথা পুরাতন চাউল, জাঙ্গল মাংসের কাথ, মুগের দাইল, এবং পরিষ্কার কূপোদক ব্যবহার করিবে, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা এবং রৌদ্র সেবা ত্যাগ করিবে।

(৬) শরৎকালে পিত্ত কুপিত হয়। এসময়ে মিষ্ট, তিক্ত, কষায় রস উপকারী। ইক্ষু, শাল্যন্ন, মুদ্গ, এবং সরোবর জল পথ্য। তুষার, ক্ষার, অতিতৃপ্তি, দধি, তৈল, বসা, আতপ, তীক্ষ্ণান্ন, দিবানিদ্রা এবং পশ্চিম বায়ু বর্জ্জনীয়।

এইরূপে বিভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের এবং ব্যবহার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়া পরে বলা হইয়াছে—

নিত্যং সর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যা মৃতাবৃতৌ।

প্রতি দিবসেই সকল রসের স্বাদগ্রহণ করিবে; তবে যে ঋতুতে যে রসের বিধি সেই ঋতুতে সেই রসের আধিক্য হইবে।

বস্তুতঃ

তচ্চনিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেন প্রবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥

নিত্য [তাদৃশ পথ্যের] প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্যের রক্ষা হয়, এবং যে বিকৃতি জন্মে নাই তাহাও জন্মিতে না পায়।

যদি কোন ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে বড় গোলযোগেই পড়িতে হয় এবং ব্যবসায়ী ডাক্তার দিগের সহায়তা লইয়াও তেমন কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বকার ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থে মনুষ্যদিগের ধাতুভেদের কোন কথাই পাওয়া যায় না; তখন ধাতুভেদ ব্যাপারটা আদবেই মানা হইত না! এখন যদিও ধাতুভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি দ্রব্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলই ইউরোপীয় চিকিৎসা গ্রন্থে লিখিত হইয়া থাকে। সে সকল ফলের উপলব্ধি দ্বারা পথ্যাপথ্য বিচারের বিশেষ কোন সাহায্যই হয় না। ডাক্তারেরাও এইমাত্র বুঝেন যে, যে দ্রব্যে যবক্ষারজান যত অধিক সে দ্রব্য তত বলবর্দ্ধক, আর যাহাতে স্নেহভাগ যত বেশী সে দ্রব্য তত দুষ্পাচ। কিন্তু যবক্ষারজানবহুল এবং স্নেহবহুল অনেকানেক দ্রব্যই আছে; তাহাদের কোন্‌টী মনুষ্য-শরীরে সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং কেমন সময়ে আর কেমন অবস্থায় শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বা অপকারী হয়, ডাক্তারি বইগুলি এমত সকল কথার কোন ধার ধারে না! শীতপ্রধান দেশবাসী, প্রভূত দৈহিক বলে বলীয়ান, প্রদীপ্ত জঠরাগ্নি বিশিষ্ট, স্থূলেন্দ্রিয় সম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শনে হীনশক্তি, এমন লোক সকলের মধ্যে প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্র এবং তৎশাস্ত্রশিক্ষিত তজ্জাতীয় ভিষকেরা কখনই ধাতু, ঋতু, শরীরের ভাব এবং অবস্থা ও দ্রব্যের স্বভাব বুঝিয়া পথ্যা-

পথ্য বিচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন——

নহ্যনবধুদ্ধ [দ্রব্য] স্বভাবাঃ ভিষজঃ পথ্যানুবৃত্তিং রোগ নিগ্রহঞ্চ কর্ত্তুং সমর্থাঃ।

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রব্যগুণ যেরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা যেমন প্রকৃত অভিজ্ঞতামূলক, শুষ্ক রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক নয়, তেমনি প্রয়োগে সুকর এবং ফলে সাতিশয় কার্য্যকারী।

শাস্ত্রে ভারতবাসীর প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধাতুর এবং ঋতুর এবং অবস্থার বিচারপূর্ব্বক ঐ সকল খাদ্য সামগ্রীর ব্যবহার করিতে পারিলে, অতি সুন্দর রূপেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) ধান্যাদি।

(১ হৈমন্তিক ধান্য—ঈষদ্বায়ু এবং কফ বর্দ্ধক, স্থায়ী, মলশুক্র বর্দ্ধক মধুর রস।

(ক) নূতন ঐ—কফকর, স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু।

(খ) পুরাতন ঐ—রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক।

(২) বোরো ধান্য—মধুর এবং অম্লরস, পিত্তবর্দ্ধক, গুরুপাক।

(৩) গ্রীষ্ম এবং শরদৃৎপন্ন ধান্য—রুক্ষ, পিত্তকর, গুরু।

(৪) শ্যামা—শোষক, রুক্ষ, বাতল, শ্লেষ্মা এবং পিত্তনাশক।

(৫) যব—কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ, (পাকে) কটু, কফঘ্ন, পিত্তঘ্ন।

(৬) গোধূম—মধুর, গুরু, বল্য, স্থির, শুক্রপ্রদ, বাত এবং পিত্ত-নাশক, শ্লেষ্মকর, মল-শোধক।

(ক) খই—ছর্দ্দি (বমনরোগ) তৃষ্ণা, অতিসার, মেহ, মেদ, কফ, কাশ, পিত্ত এই সকল রোগের উপশম করে; আগ্নেয়, লঘুপাক। [পথ্যবিচারে বৈ পরিত্যক্ত হইয়া যে সাগু, বার্লি, আরারুট, টেপিওকা

প্রভৃতির সমাদর হইয়াছে তাহা একটী বিড়ম্বনার লক্ষণ। মুড়ি, চিড়ে, শিঙ্গাড়া, যব, গোধুম, পুরাতন চাউল প্রভৃতি অতি সুলভ দেশীয় দ্রব্যজাত হইতে কি রোগীর পথ্য, কি সুস্থ প্রৌঢ় এবং বালক বালিকার জল-খাবার দ্রব্য, সকলই সচ্ছন্দে প্রস্তুত হয়। তথাপি বিলাতের বাসী এবং রসায়নোত্থ দ্রব্য মিশ্রিত বিস্কুট, লজেঞ্জস প্রভৃতি অসংখ্য কৃত্রিম এবং দুষ্ট খাদ্যের প্রতি দেশীয়দিগের সাংঘাতিক লোভ এবং ভক্তি প্রতীয়মান হইতেছে।]

(৭) শিম্বি—(নানা বর্ণের) রুক্ষ। (শুভ্রবর্ণের) উৎকৃষ্ট।

(৮) দাইল—[সাধারণতঃ] (পাকে) মধুর, বল্য, পিত্তনাশক।

(ক) মুগ—(হরিত, পীত,) কষায়, মধুর, শীতল, পিত্ত-শ্লেষ্ম-নাশক, অনধিক বায়ুকর, চাক্ষুষ্য।

(খ) মশুর (রক্ত)—সংগ্রাহী, বলবর্দ্ধক। মশুর (পীত)—কৃমিকর।

(গ) মাষ—প্রচুর বায়ুজনক, স্নিগ্ধ, মেহ, মাংস কফপ্রদ।

(ঘ) অড়হর—কফ পিত্তনাশক।

(ঙ) ছোলা—শীত, মধুর, বাতল, কফ, রক্ত পিত্তনাশক, পুংস্ত্বনাশক।

(৯) সর্ষপ—কটু, বাতনাশক, উষ্ণ।

(১০) তিল (কৃষ্ণতিলই উৎকৃষ্ট)—গুরুপাক, মেধা-বৃদ্ধিকর, রুচ্য, গ্রাহী, কেশ্য।

> স্নিগ্ধ বলোঽল্প মূত্রোক্তো ব্রণলেপহিতশ্চ সঃ।
> মধুর্য্যা জুথোষ্ণাচ্চ স্নেহাচ্চানিল নাশনঃ।
> কষায়ভাবান্মাধুর্য্যাত্তিক্তত্বাচ্চাপি পিত্তহা।
> ঔষ্ণ্যাৎ কষায় ভাবাচ্চতিক্তত্বাচ্চ কফেহিতঃ॥

তিল—স্নিগ্ধ, বল্য, মূত্রলাঘবকারী, উষ্ণ, ব্রণলেপে উপকারী, মধুর, উষ্ণ এবং স্নেহগুণে বায়ুনাশক, কষায় এবং তিক্ত বলিয়া পিত্তনাশক, এবং উষ্ণ, কষায় এবং তিক্ত বলিয়া কফ দোষ নিবারক।

(২) শাকাদি।

(১) পটোল—ফল ত্রিদোষনাশক; উহার পাতা পিত্তনাশক, ডাঁটা কফনাশক, এবং মূল বিরেচক।

(২) বাস্তুক—(বেতো শাক) পাকে লঘু অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, [যবক্ষার যোগে] কৃমিনাশক, শুক্রল।

(৩) ব্রাহ্মী—মেধা আয়ু স্মৃতি-বর্দ্ধিনী, জরাদোষ নিবারিণী, কফপিত্ত নাশিনী এবং স্বরশক্তির বৃদ্ধিকরী।

(৪) নিম্ব—পিত্ত, কফ, ছর্দি, ব্রণ, কুষ্ঠ এই সমস্ত দোষ এবং হৃল্লাস নিবারক।

(৫) মূলা—গুরু, কোষ্ঠ বদ্ধকর, ত্রিদোষকারী, [কিন্তু সিদ্ধ হইলে] পিত্তকারী, কফ এবং বায়ুনাশক।

(৬) পালঙ্কশাক—কফ এবং পিত্তনাশক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক।

(৭) নটিয়া শাক—মধুর, শীতল, অজীর্ণকারী, পিত্তনাশক, গুরু।

(৮) শুশ্নি শাক—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, গাত্রজ্বালা নিবারক।

(৯) শাক সম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে—

> শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা রোগোহি দেহস্য বিনাশহেতুঃ।
> তস্মাদ্বুধৈঃ শাক বিবর্জ্জনঞ্চ কার্য্যং তথাম্লেষু তএবদোষাঃ।
>
> স্নিগ্ধং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাঢ্যঞ্চ প্রশস্যতে।
> সর্ব্বশাক মচক্ষুষ্য মন্যাঞ্চৈব মবৈষথুনং।
> ঋতে পটোলবাস্তূক কাকমাচী পুনর্নবাঃ॥

শাকে সকল রোগ নিবাস করে, রোগ হইতেই দেহের বিনাশ হয়; এই জন্ত বুদ্ধিমানেরা শাক বর্জ্জন করিবেন এবং অম্লেরও ঐ প্রকার দোষ বলিয়া অম্লও বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু শাকের জল গালিয়া স্নেহের সহিত পাক হইলে শাকের দোষ যায়। পটোল, বাস্তুক, কাকমাচী এবং পুনর্নবা ছাড়া সকল শাকই চক্ষুর এবং শুক্রের বলনাশক।

(৩) তরকারির ফলাদি।

(১) [দেশী] (বাল) কুষ্মাণ্ড—পিত্তহর, (মধ্যম) কুষ্মাণ্ড—কফনাশক, (বৃদ্ধ) কুষ্মাণ্ড—লঘু, উষ্ণ, দীপন, বস্তিশোধক, সর্ব্বদোষহর, হৃদ্য, পথ্য। কুষ্মাণ্ড নালিকা (ডাঁটা)—গুরু, বাত এবং কফ-নাশিনী।

(২) অলাবু—শীতল, গুরু, মধুর, পিত্তনাশক, বাতশ্লেষ্মকর, কফনাশক।

(৩) কারবেল্ল (করোলা, উচ্ছে)—কফ এবং পিত্তনাশক।

(৪) ঝিঙ্গা—কফ-পিত্তঘ্ন, গুরু, মলবর্দ্ধক, বাতবর্দ্ধক।

(৫) ওল—দীপন, কফঘ্ন, কোষ্ঠ শুদ্ধিকর, লঘু, অর্শরোগে উপকারী।

(৬) মানকচু—স্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, কটু।

(৭) কচ্চী (কচু)—আম-বাত-জনক, গুরু, পিত্তল।

(৮) কদলীমূল—এঁটে এবং থোড়—বলকারী, গুরু, বাত-পিত্ত-হর।

(১০) মোচা—কফনাশক, কৃমিনাশক, কুষ্ঠ-প্লীহাজ্বর হর, দীপক, মলশোধক।

(১১) বার্ত্তাকু—তরকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বার্ত্তাকুরেয়া গুণ সপ্তযুক্তা।
বহ্নিপ্রদা মারুত নাশিনী চ।
শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ।
হৃল্লাস কাশারুচি নাশিনী চ।
সাবালা কফ পিত্তঘ্না।
পক্কারুক্ষাচ পিত্তলা।
সদ্যাঙ্গলা ত্রিদোষঘ্না।
রক্তপিত্ত প্রণাশিনী।

(৪) লবণাদি।

(১) সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক, ধাতু পোষক, চাক্ষুষ্য, দীপক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু, রেচক।

(২) হরিদ্রা—কফ, বাত, শোথ, গাত্রকণ্ডু, ব্রণ নষ্ট করে, রক্ত পরিষ্কার করে।

(৩) হিঙ্গু—তীক্ষ্ণ, অজীর্ণ নাশক, পাচক, কফ ও বায়ু নাশক, কটু, শূলনাশক, উষ্ণ, লঘু।

(৪) এলাইচ (বড়)—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফ, বায়ু ও শুক্ররোগ নাশক।

(ছোট)—মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, শ্বাস, কাশ, কফে উপকারী।

(৫) আদা—কফ, বাত, আম, মল বদ্ধ, শূলনাশক, আগ্নেয়, ধাতু পোষক।

(৬) লবঙ্গ—আধ্মান ও শূল নাশক, দীপক, লঘু, উষ্ণ।

(৭) মরিচ (শুষ্ক)—আগ্নেয়, রুক্ষ, লঘু, শুক্রক্ষয়কর।

(৮) ধন্যা (শুষ্ক)—কফ, বায়ু, দাহ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা নাশক।

(১০) কুমুদ, উৎপল এবং পদ্মের নাল বায়ুনাশক, কষায়, পিত্তঘ্ন, (পাকে) মধুর।

(১১) তৈল—কষায়, অম্ল, বল্য, রুক্ষ, দীপক, উষ্ণ, পিত্তল।

(ক) মাংস (সাধারণতঃ)—বাতহর, বল্য, বৃষ্য, প্রীণন, (মাংসবর্দ্ধক) গুরু।

(খ) মৎস্য (সাধারণতঃ)—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, কফপিত্ত বর্দ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্য—লঘু, গ্রাহী, গ্রহণী রোগে উপকারী।

(৫) সাধারণ ফলাদি।

(১) দাড়িম্ব—হৃদ্য, অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন, গ্রাহী, দীপন, রুচ্য, কষায়, মধুর, কফ-পিত্ত-বিরোধী।

(২) আম্র (কচি) রক্তপিত্তকর, (মাঝারি) পিত্তল, (পক্ক) বর্ণকর, রুচ্য, মাংস শুক্র এবং বলবর্দ্ধক, বাতনাশক, হৃদ্য, গুরু, অগ্নিদীপক। (পেবী—আমসী) কষায়, উষ্ণ, ভেদিনী, কফ বাত নাশক।

(৩) কণ্টাফল (কাঁঠাল) মধুর, কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, শ্লেষ্ম, এবং শুক্রবর্দ্ধক।

(৪) কদলী—মধুর, হৃদ্য, কষায়, অম্ল, শীতল, রক্তপিত্ত নাশক, রুচ্য, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরু।

(৫) নারাঙ্গা লেবু—হৃদ্য, অম্ল, অগ্ন্যুদ্দীপক, কাশ শ্বাস এবং অরুচি নাশক, তৃষ্ণানিবারক, কোষ্ঠশোধক।

(৬) লেবু—(পাতি, কাগজি)—মধুর, অম্ল, পিত্তকর, গুরু, সুগন্ধি দুর্জ্জর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ, বায়ু, তৃষ্ণা, শূল, ছর্দ্দি, এবং শ্বাস নিবারক।

(৭) তেঁতুল—(কাঁচা) বাতঘ্ন, কফপিত্তকারী, (পাকা) অগ্ন্যু-দ্দীপক, রুক্ষ, স্বল্প উষ্ণ, কফ বাত নাশক।

(৮) আমড়া—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মাল, শীত, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী (মলবদ্ধকর)।

(৯) বিল্ব—(কচি) কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, তিক্ত, কটু, বাত এবং কফ নাশক, মল সংগ্রাহী; (পাকা) সুগন্ধি, মধুর, দুষ্পচ, গ্রাহী; (পেষী—বেলশুঁঠ) কফ, বাত, আম এবং শূল নাশিনী।

(১০) নারিকেল—গুরু, পিত্তঘ্ন, স্বাদু, শীতল, বল এবং মাংসপ্রদ, (কোমল) পিত্তজ্বর এবং পিত্তনাশক। তৃষ্ণা এবং দাহ নাশক।

(১১) পিয়ারা—অম্ল, মধুর, সারক।

(১২) পানিফল—শীতল, ধারক, গুরু, পিত্তকর।

(১৩) কেশুর—শুক্রল, বাতপিত্তহর, শীতল।

(১৪) ইক্ষু—রক্তপিত্ত নাশক, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, কফবর্দ্ধক। (পাকে) মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রল।

(১৫) গুড় (পুরাতন) বাতঘ্ন, রক্ত পরিষ্কারক, পিত্তঘ্ন, মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্যতম, চাক্ষুষ্য, বাতপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ।

(১৬) শর্করা—পিত্তনাশক, ছর্দ্দিনাশক, শীতল, ব্রণশোধনকর।

(১৭) হরীতকী—ঋতুভেদে সৈন্ধব লবণ, চিনি, শুঁঠ, পিপুল, মধু,

গুড়, প্রভৃতির সহিত বর্ষা হইতে পর পর ঋতুতে ব্যবহার করিলে সকল দোষ নাশক।

সিন্ধূত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণামধু গুড়ৈঃক্রমাৎ,
বর্ষাদিষভয়াসেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

(১৮) আমলকী—

হরীতকী সমংধাত্রী ফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নং।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ
কফং রুক্ষ কষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ॥

ধাত্রীফলের (আমলকীর) গুণ হরীতকীর সমান, বিশেষ এই যে ধাত্রী রক্তপিত্ত এবং প্রমেহনাশিনী, বীর্য্য এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকরী, অম্লত্ব হেতু বাতঘ্নী; মাধুর্য্য এবং শৈত্য হেতু পিত্তঘ্নী এবং রুক্ষত্ব ও কষায়ত্ব হেতু কফঘ্নী, অর্থাৎ ধাত্রীত্রিদোষনাশিনী।

(৬) জলাদি।

জলের সাতটী গুণ থাকা আবশ্যক। উহা স্বচ্ছ, লঘু, শীতল, সুগন্ধি (দুর্গন্ধহীন ভাল মাটির জল) সংস্পৃষ্ট-রস (স্বয়ং স্বাদবিহীন) ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারক হইবে। [যে জলে বিশিষ্টরূপে সূর্য্য কিরণ সংলগ্ন না হয় অথবা যাহা বায়ু বিশোধিত হয় না তাদৃশ ("শশি-সূর্য্যকিরণানিলৈরজুষ্ট") জল সুপরিষ্কৃত হইলেও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। এই জন্য পাইপের জলও সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।]

উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত পবিত্র জলই যথার্থতঃ শরীরের উপকারী। [সোডা ওয়াটর লেমনেড জিঞ্জরেড প্রভৃতি ক্ষারাদিযুক্ত পানীয় অপকারী বই উপকারী নহে।]

সিদ্ধ জল—কাশ, শ্বাস, জ্বর, কফ, বাত, আম, অজীর্ণ, এই সকল

দোষের নিবারক। ইহা অল্প পরিমাণে বস্তি শোধক এবং পিত্তজনক। অরুচি, প্রমেহ, শ্বয়থু (শোথ্), ক্ষয়, মন্দাগ্নি, নেত্ররোগ, ব্রণ, মধুমেহ, এই সকল দোষ থাকিলে জল পান অল্প করিতে হয়।

ডাব—নারিকেলের জল বৃষ্য, স্বাদু, শুক্র, পিত্তনাশক; বিশেষতঃ রক্তবর্ণ নারিকেলের জল পিত্তদোষজনিত রোগ মাত্রের শান্তিকারক। ঝুনার জল কোষ্ঠ বদ্ধ করে এবং ভার।

(৭) দুগ্ধাদি

(১) গোদুগ্ধ—জীবন, বল্য, রক্তপিত্ত-নাশক, বায়ু নাশক. আয়ুর্বর্দ্ধক পুষ্টিকর, রসায়ন।

[ইউরোপীয়েরা জাহাজে করিয়া সমুদ্রে গতিবিধি করেন। সেই জন্য পর্য্যুষিত দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত। উঁহারা জাহাজে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়েন না; সেই জন্যই সুইস-মিল্ক ও মিল্ক পাউডার প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের অনুকরণপ্রিয় ইংরাজী শিক্ষিতেরা ঘরে থাকিয়াও ছেলেদের সুইস-মিল্ক খাওয়াইতে ব্যস্ত!]

(২) মাহিষ দুগ্ধ—মধুর, অতি শীতল, শুক্র, নিদ্রাকারক, অগ্নিমান্দ্যকর, (শৃতোষ্ণ) কফ বাতঘ্ন, (শৃতশীত) পিত্তনাশক।

(৩) ছাগদুগ্ধ—মধুর, শীতল, গ্রাহী, দীপন বাতপিত্ত এবং ক্ষয়কাশ নাশক।

(৪) সলবণ দুগ্ধ, ছেঁড়া দুগ্ধ, বি-বৎসার দুগ্ধ, এবং বাল বৎসার দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। বালবৎসার অর্থাৎ প্রসবের দশ দিনের ভিতর, দুগ্ধ গ্রহণ করিতে নাই।

(৮) দধ্যাদি।

(১) গব্যদধি—বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, (পাকে) দীপক, বলবর্দ্ধক।

(২) মাহিষদধি—অতি স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত প্রসাদক, (পাকে) মধুর

রুক্ষা, গুরু, কফ বৃদ্ধিকর। দধি অত্যন্ত অম্ল হইলে রক্তের দোষ জন্মায় এবং কফ ও পিত্ত দোষ জন্মায়।

(৩) ঘোল (নির্জ্জল) পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক।

(৪) তক্র—(সিকি জল) লঘু, কষায়, অম্ল, দীপন। সৈন্ধব সহ বাতঘ্ন, শর্করা সহিত পিত্তঘ্ন এবং ত্রিকটুর ও ক্ষারের সহিত কফঘ্ন।

(৫) গব্যঘৃত—চাক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধক, (পাকে) মধুর, শীতল, বাতপিত্ত নাশক। "আয়ুর্বৈঘৃতং"।

(৬) মাহিষঘৃত—স্বাদু, মধুর, শীতল, গুরু, বাতপিত্ত ও রক্তপিত্ত, নাশক, কফ-বর্দ্ধক।

বিরুদ্ধ ভোজ্য।

(১) গ্রাম্যপশুর মাংস, অনূপজ (অধিক জলযুক্ত দেশজাত) মাংস, সর্ব্বপ্রকার মৎস্য, মাষকলাই গুড়, মূলা ও সজিনার শাক, দুগ্ধ এবং পরস্পর সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইবে।

(২) ঘৃত, মধু এবং মাংসের সহিত মূলার পাক বর্জ্জিত হইবে।

(৩) ইক্ষু বিকারের সহিত এবং মধুর সহিত মৎস্যের পাক বর্জ্জিত হইবে।

(৪) জুড়ান ভাত পুনরুষ্ণীকৃত হইলে পরিত্যাজ্য হইবে।

(৫) দধির, তক্রের, দুগ্ধের বা তাল ফলের সহিত একত্রে মিশাইয়া কদলী ফল খাইবে না।

(৬) পাকা মাদার ফল কখন দুগ্ধের সংস্রবে খাইবে না।

(৭) আমড়া, গোঁড়ালেবু, মাদার ফল, করমচা, মোচা, কামরাঙ্গা, কুল, চালিদা, জাম, কতবেল, তেঁতুল, আকরোট, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম, আমলকী এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব ও অদ্রব অম্ল দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ।

(৮) মধু উষ্ণ করিয়া খাইতে নাই।

(৯) কাংস্যপাত্রে দশ দিন ঘৃত থাকিলে তাহা খাইবে না।

ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়ুর্ব্বেদসম্মত গুণদোষাদি বিবৃত করিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের কয়েকটী উদাহরণ প্রদান করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, অপথ্য ভোজন এবং বিরুদ্ধ ভোজন জনিত দোষ, বিরেচন, বমন, শমন এবং [পরবর্ত্তী] হিতভোজনের গুণে * শমতাপ্রাপ্ত হইতে পারে; বিশেষতঃ তরুণ বয়স্ক অথবা ব্যায়ামশীল † কিম্বা

---

* কয়েকটি অনুকূল ভক্ষ্যের উদাহরণ।

নারিকেল ও তালশাঁসের—(অনুকূল) তণ্ডুলোৎপন্ন। আম্রের—দুগ্ধ। ঘৃতের—লেবুর রস, জামের রস, অম্লরস ফল। মোচার—ঘৃত। গোধূমের—কাঁকড়ি। নারঙ্গার—গুড়। মৎস্যের—আম্র (কাঁচা)। মধুর—তৈল। কাঁঠালের—কদলী। চাউলের—দুগ্ধ (পাতলা)। তালের—বকুল। ভাজাপিঠার—সিদ্ধ পিঠা, ভাত। পায়সের—মুদ্গশূপ। করলা, মূলা, লাউ, পুই, পালঙ্গ, পটোল, নটিয়ার—শ্বেত সর্ষপ। মটর, কেশুর, খেজুরিয়া গুড়ের—আদা। ওলের—গুড়। জামের—লবণ। খিচড়ীর—সৈন্ধব। দধির—লবণ ও জল।

† ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। কুস্তি করা, মুগুর ভাঁজা, পদব্রজে ভ্রমণ, সন্তরণ প্রভৃতিই এ দেশের উপযোগী ব্যায়াম। বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে ব্যায়ামের বিভিন্নতা করিতে হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামে রোগোৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন একাদশীর উপবাস করিলে দশমী হইতে তিন দিন ব্যায়াম করিতে নাই।

ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ
সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বৈর্হি পুম্ভিরাত্মহিতার্থিভিঃ।
শক্ত্যার্দ্ধেনতু কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতো ব্যথাং॥
কুক্ষি ললাট গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে
শক্ত্যার্দ্ধং তদ্বিজানীয়াদায়তোচ্ছাস মেব চ

বলবান এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের শরীরে ঐ দোষ বহু স্থলে যেন অকিঞ্চিৎকর হইয়াই যায়। কিন্তু সে সকল দ্রব্যের ভোজন স্মৃতি শাস্ত্রের নিষিদ্ধ, সেই নিষিদ্ধ ভোজনের দ্বারা যে পাপ জন্মে, তাহা ঐরূপে বিতথপ্রায় হয় না।

শাস্ত্রের এই কথাটী একটু যত্ন করিয়া বুঝিতে হয়। বালক এবং নির্ব্বোধ লোকে মনে করে, খাবার সামগ্রী খাইলাম, তাহাতে যদি কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে আবার কি দোষ হইবে? বিশেষতঃ সর্ব্বভুক্ ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী এই যে, 'যাহা মুখের ভিতরে যায় তাহাতে পাপ হয় না, যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়া আইসে (অর্থাৎ বাক্যাদি) তাহাতেই পাপ হইতে পারে'। এটা প্রকৃত কথা নয়, বালকের ন্যায় স্বল্পদর্শীর কথা। অন্ন-দোষ হইতে রোগ ছাড়া অতি গুরুতর দোষও হইতে পারে। আহারের দোষ গুণে মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত শরীর যন্ত্রে পাকক্রিয়ার দ্বারা মথিত হইয়াই যখন অন্তঃকরণাদি সংঘটিত হয়, তখন আহার্য্যের গুণ দোষ যে, অন্তঃকরণ বৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে, ইহা

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপিভোজনং।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে॥
ন চ ব্যায়ামসদৃশমন্যৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্ত্যরয়োবলাৎ॥
ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি॥
রক্তপিত্তী কৃশী শোষী কাসীশ্বাসীক্ষতাতুরঃ।
ভুক্তবান্ স্ত্রীষু চ ক্ষীণো ব্যায়ামং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ সংত্যজেৎ॥

স্বতঃসিদ্ধ। আহারের দোষগুণ এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্ত্তী পুরুষেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্র এই অদৃষ্ট দ্বার দোষের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সত্ত্বগুণ বিরোধী কতকগুলি দ্রব্যের ভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন।

লশুনংগৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকানিচ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবানিচ॥

রসুন, গাজোর, পিয়াঁজ এবং ছত্রাক আর অমেধ্য [যথা বিষ্ঠাদি] জাত দ্রব্য সকল দ্বিজাতির অভক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়ের অতি তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির সম্বন্ধেও শাস্ত্রের সনির্ব্বন্ধ বিধি এই যে, তাদৃশ দ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া কদাপি খাইতে নাই।

বৃথা কৃষর সংযাব পায়সা পূপমেবচ।
অনুপাকৃত মাংসানি দেবান্নানিহবীংষিচ॥

[কেবল আত্মপ্রীতির উদ্দেশে প্রস্তুত] কৃষর [তিল তণ্ডুল সম্পক্ক দ্রব্য] অথবা সংযাব [ঘৃত, ক্ষীর, গুড়, গোধূমাদি চূর্ণ সম্পাকদ্রব্য] কিম্বা পায়স অথবা পিষ্টক খাইবে না, আর অসংস্কৃত (দেবতাকে অনিবেদিত) মাংস, দেবান্ন, (দেবতার নৈবেদ্য) এবং হবিও [খাইবে না]।

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অধিক রুচিকর এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। দেবতা এবং অতিথির জন্য প্রস্তুত করা হইলে, উহারা লালসার উদ্রেক করিয়া প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা সাধন করিতে পারে না। এই জন্য দেবতা এবং অতিথির উদ্দেশে প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিধি।

আরও কয়েকটী দ্রব্যের নিষেধ আছে। প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যে গোরুর, উষ্ট্রের, গর্দ্দভাদি এক-সফের, মেষীর, মহিষীর, ছাগীর এবং সন্ধিনী (বৃষের জন্য ইচ্ছাবতী) গোরুর এবং মৃতবৎসা অথবা দূরস্থ-বৎসা গোরুর দুগ্ধ খাইতে নাই।

এই সকল নিষেধের মূলে পথ্যের বিচার আছে, আর আহারে সাত্ত্বিকতা রক্ষার উপায়ও আছে। কারণ, তাদৃশাবস্থায় গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ

পান করা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পীড়া জনক, ও চিত্তের অপকর্ষ জনক; এবং সে দুগ্ধ গ্রহণ করা পরম্পরাসম্বন্ধে স্বন্নয়া বৎসাদির প্রতি নৃশংসতা বাচক।

কালবশে বিকৃতি প্রাপ্ত যাবতীয় বস্তুর ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিকৃতপ্রাপ্ত দ্রব্য ভক্ষিত হইলে সত্ত্বগুণের বাধক এবং তমোগুণের বর্দ্ধক হয়। এই জন্য দধি এবং দধি-সম্ভব দ্রব্যাদি ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার শুক্ত অভক্ষ্য। যে মধুররস দ্রব্য কালবশে অম্লরস হয়, তাহাকে শুক্ত বলে; যথা সির্কা, বিনিগার, কাঞ্জিকা প্রভৃতি। পুষ্প, মূল, কন্দ, ফল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত শুক্ত, যদি মত্ততাজনক না হয়, তবেই ভক্ষণীয়।

দিবসের মধ্যে দুইবার ভোজন করিবে না। যদি একাধিক বার খাইতে হয়, তবে ফল মূলাদি খাইবে।

"দিবা পুনর্নভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলয়োঃ।"

আরও কয়েক প্রকার দূষিতান্ন আছে, যথা মত্ত, ক্রুদ্ধ প্রভৃতির অন্ন, আতুর ব্যক্তির অন্ন, বিদ্বানের জুগুপ্সিত অন্ন, ক্রূরের অন্ন, শত্রুর অন্ন, পিশুনান্ন, মিথ্যাবাদীর অন্ন, ঘুষ্টান্ন, (উচ্চস্বরে ডাকিয়া দেওয়া অন্ন), গণান্ন (বারএয়ারির অন্ন), অবজ্ঞাবত্ত অন্ন, বাক্‌দুষ্ট এবং ভাবদুষ্ট অন্ন, ভ্রূণঘ্নী স্ত্রীকর্ত্তৃক দৃষ্টান্ন, চোরের অন্ন, গায়কের অন্ন, ছুতরের অন্ন, ব্যাধের অন্ন, স্ত্রীজিতের অন্ন, পায়ের মাড়ান অন্ন, রজঃস্বলা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, গণিকার অন্ন, ভুক্তোচ্ছিষ্টান্ন, উচ্ছিষ্টভোজীর অন্ন, সূতিকান্ন, জননাশৌচান্ন, পতিতের অন্ন, অবক্ষুতান্ন (যাহার উপর হাঁচিয়াছে), মরণাশৌচান্ন, ব্যভিচারিণীর অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কেশ-কীট সংসৃষ্ট অন্ন।

উল্লিখিত সমুদায় নিষেধের মূলে এই কয়েকটী কথা আছে বোধ হয়—উদ্বেগজনক অথবা সন্দেহ জনক, অথবা বিরাগ জনক অথবা ঘৃণা-জনক, অথবা অশুচিতা জনক অথবা দাতার ক্লেশজনক কিম্বা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অপকারী, এমন ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ওরূপ ভোজনে চিত্তের মালিন্য জন্মে।

মাস, তিথি, বারাদিতে যে কতকগুলি ভোজন নিষিদ্ধ তৎসমুদায়ের কোন যুক্তি প্রাকৃত বুদ্ধিতে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। তবে শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি অগ্রাহ্য করা ভাল নয়। ঐরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

শয়নে অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী পর্যান্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমী শাক, বেগুণ কতবেল, খাইবে না। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য মাংস ভক্ষণ উচিত নয়। কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যান্ত "বকপঞ্চক"। ঐ কয়েকদিন মৎস্য মাংস আহার একান্ত নিষিদ্ধ। ভাদ্র মাসে অলাবু এবং মাঘ মাসে মূলা খাইতে নাই। সংক্রান্তির দিনে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, (বাকুড়). তৃতীয়ায় পটোল. চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই এবং মাংস, পঞ্চদশীতে (অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়) মাংস। উল্লিখিত তিথিতে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির ভোজন নিষিদ্ধ।

রবিবারে মাষকলাই, আমিষ, মাংস, মসুর, সিম, আদা এবং রাঙ্গা শাক খাইবে না। মঙ্গলবারেও মাংস খাইতে নাই।

তাল, শ্বেতবর্ণের হইলে, অলাবু বর্ত্তুলাকার গোল হইলে, বার্ত্তাকী কুন্দ পুষ্পবৎ শ্বেত হইলে, আর শ্বেত কুসুম্ভ শাক, শ্বেত কলম্বী খাইবে না। স্ত্রীলোক কখনই মাংস খাইবে না।

ভোজনের নিষেধক এই সমস্ত বিধি সত্বেও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
জঙ্গমং স্থাবরং চৈব সর্ব্বং প্রাণস্যভোজনং॥

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি সমুদয়কেই প্রাণের অন্নরূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলই জীবের ভক্ষ্য।

অর্থাৎ আহারের তাদৃশ অভাব হইলে উচ্ছিষ্ট বিচার করিতে হয় না। প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই খাইতে পারে।
ভোজন করিবার পূর্ব্বে আপনার অভীষ্ট-দেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিতে হয়। আপনি যাহা খাইবে আপনার দেবতাকে তাহাই নিবেদন করিতে পারে।

যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্না তস্য দেবতাঃ।

অন্নের পরিবেশন সম্বন্ধে একটী বিধি এই —

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈব চ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥

লবণ, বা ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল, লেহ্য, পেয় কিছুই হাতে করিয়া পরিবেশন করিলে খাইবে না।

এস্থলে ব্যঞ্জনাদির পরিবেশন পরিচ্ছন্নরূপে না হইলে যে বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণার উদ্রেক হইয়া চিত্তের অপ্রসন্নতা জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে।

যো ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিত শিরা যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং॥

মাথায় কাপড় বান্ধিয়া, অথবা বিদিঙ্মুখ হইয়া কিম্বা পায়ে জুতা রাখিয়া যে ভোজন করে, সে আসুর ব্যবহার করে। সাত্ত্বিকতার বিরোধী ঐ সকল ব্যবহার রজোগুণের সম্বর্দ্ধক, এই জন্য নিবারিত।

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অতিভোজন দোষে, শরীর আরোগ হয় না, আয়ুর খর্ব্বতা হয়, স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় উহা অপবিত্র, লোকের বিদ্বেষজনক, অতএব অতিভোজন ত্যাগ করিবে।

অতিভোজনটা অতি মাত্র, এবং অপবিত্র ব্যবহার। উহা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়ীভূত। এই জন্য দূষণে নিবারিত হইল।

ভোজন শেষ হইলে আর আচমনের বিলম্ব করিবে না। উক্তরূপে আচমন করিবে।

ভুক্ত্বাচামেদ্ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখ হস্তৌচ মৃদদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥

ভোজনাবসানে বিধিপূর্ব্বক আচমন করিবে; প্রয়োজন বোধ হইলে মুখ এবং হস্ত মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ঘর্ষণপূর্ব্বক শোধন করিবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুখের ও হস্তের এবং পরম্পরা সম্বন্ধে মনের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বিধান হইয়াছে।

কিন্তু আচমন করা হইলেই যে শুচিতা সম্পাদিত হয়, তাহা নহে। গৃহের মধ্যে যে সগড়ী পড়িয়া থাকিবে শাস্ত্র তাহার নিষেধ করিয়াছেন।

আচান্তোঽপ্য শুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্র মনুদ্ধৃতং।
উদ্ধৃতাপ্য শুচিস্তাবৎ যাবন্নোচ্ছিষ্ট মার্জ্জনং॥

আচমন সমাপন হইলেও ভোজন পাত্রের উদ্ধরণ না হইলে সম্যক্ শুচিতা জন্মে না, আর ভোজনপাত্রের উদ্ধরণ হইলেও যতক্ষণ উচ্ছিষ্টের মার্জন না হয় ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না। উল্লিখিত নিয়মের পালন নিবন্ধন গৃহস্থের ঘরে সগড়ী ব্যাড় ব্যাড় করিতে পায় না, যেমন খাওয়া হইয়া যায় অমনি পাত্র উঠাইয়া ফেলে এবং স্থান পরিষ্কৃত করে; গৃহাদি দুর্গন্ধ হয় না, কাকে, কুকুরে, বিড়ালে, উচ্ছিষ্টান্ন এখানে সেখানে ফেলিতে পায় না। আজ কাল অনেক বাড়ীতে রাত্রের উচ্ছিষ্ট পাত্র পরদিন মার্জ্জিত হয়। উহা অহিন্দু ব্যবহার।

তাম্বুল ভক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণঃ পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরা বুদ্ধিপ্রণাশিনী॥

পানের মূলে ব্যাধি জন্মে, পানের অগ্রে পাপ জন্মে, পচাপানে আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং পানের শিরা বুদ্ধিনাশ করে। এই বিবিধ প্রভাবে পানের মূল এবং অগ্রভাগ এবং শিরাটী বাদ দিয়া পান সাজিবার রীতি দেশে

প্রচলিত হইয়া আছে। পানের সকল শিরাও বাদ দেওয়া কোন কোন সুগৃহস্থের অভ্যাস। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই বিধি সুপরিপালিত হয়। তাম্বুল ভক্ষণ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া 'অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।'—বিশেষ ক্লেশ ব্যতিরেকে যে সকল কার্য্য করা যায় সাধ্যমতে তাহাই করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ এবং রাত্রিকৃত্য।

আহারের পর সুস্থ এবং প্রশান্তচিত্ত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক ষষ্ঠ, সপ্তমাদি যামার্দ্ধকৃত্যে প্রবৃত্ত হইবে। ঐ যামার্দ্ধগুলিতে উদ্বেগশূন্য হইয়া চিত্তের প্রসাদজনক এবং ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বর্দ্ধক ক্রিয়া সকলে মন দিতে হয়।

এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ সন্তান উপনীত গ্রহণকালের আজ্ঞা (মা দিবা স্বাপ্সীঃ—দিনে ঘুমাইবে না) বিস্মৃত হইয়া ভোজনাবসানে শয়ন-সম্বন্ধে অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়ঞ্চৈব পরিত্যজেৎ।

আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা দিবাস্ত্রী পুণ্যনাশিনী॥

দিবাতে নিদ্রা যাইবে না—স্ত্রীসংসর্গ করিবে না; দিবানিদ্রা আয়ু ক্ষয় করে এবং দিবাকালের স্ত্রীসংসর্গে পুণ্য নাশ হয়।

কিন্তু দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না বলিয়া যে, সময়টা ক্রীড়াদি ব্যসনে বৃথা নষ্ট করিবে, এমত নহে। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাস, পাশা, কড়িখেলা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া অবৈধ।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।

তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

পূর্ব্বকালে, দ্যূত অনেক শত্রুতা জন্মাইয়াছে; অতএব আমোদ করিয়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্যূত সেবা করিবেন না।

আর্য্যশাস্ত্র কোমতের মত ক্রীড়াদি ক্রীড়ার প্রচুর প্রচার করিতে পারেন না। আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বদাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা এবং দৃঢ়তার শিক্ষাদানে যত্নবান এবং সর্ব্বত্র সত্ত্বগুণের পক্ষপাতী। দ্যূতাদি অদৃষ্ট-পরীক্ষক ব্যাপারের আলোচনায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারের অভ্যাস হ্রাস হইয়া পড়ে এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আগ্রহ বর্দ্ধিত হওয়াতে তমোগুণের পোষণ হয়। এই জন্য ভোজনের পর যাহা করণীয় তাহা বিশেষ করিয়াই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অভ্যাস করিবে, আর বৃথা কলহ এবং পরনিন্দার আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

অনন্তর, দিনের শেষভাগে ভ্রমণার্থ বাহিরে যাইবে এবং লোকজনের সহিত সদালাপ করিবে।

অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ।

এইরূপে ষষ্ঠ এবং সপ্তম যামার্দ্ধ এবং অষ্টম যামার্দ্ধেরও কিয়দংশ অতীত হইলে সূর্য্যাস্তের * এক দণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবে।

এই স্থলে সন্ধ্যাকৃত্য সম্বন্ধে একটী কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা এই ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রাদি প্রায়

---

* মুসলমানদিগের মতে অনেকে একত্র মিলিয়া "এবাদত" করা উচিত। কিন্তু স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া করা নিষিদ্ধ। মুসলমানদিগের দ্বিতীয় এবাদতের সময় বেলা দুই প্রহর একটা এবং তৃতীয় এবাদতের সময় দ্রব্যের ছায়া দ্বিগুণিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত। চতুর্থ এবাদত সূর্য্যের কিরণ লোপ পর্য্যন্ত। পঞ্চম এবাদত শয়নের পূর্ব্বে অথবা যদি পারে তবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া।

একরূপ এবং ইহাদিগের অনুষ্ঠানও তেমন বিভিন্ন প্রকার নয়। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই বৈদিক বিধির অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করিতে হয়। সন্ধ্যাবন্দন কার্য্যের উদ্দেশ্য অতি গুরুতর না হইলে উহার অভ্যাসের জন্য এত নির্বন্ধাতিশয্য হইত না এবং উহার একটী মাত্রা বা অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি থাকিত না। সে উদ্দেশ্য কি এবং কত গুরু তাহা বুঝা উচিত।

সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রগুলির প্রতি সামান্য দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈদিক ঋক্, অপর কতকগুলি পৌরাণিক-ধ্যানাদি আছে। যদি কিছু মনোযোগ সহকারে দেখা যায়, তবে বোধ হয় যে, ঋক্গুলির এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়াই পৌরাণিক মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থই উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পরে অনুস্যূত। যদি তাদৃশ গুরুর কৃপাবলে কেহ সাত্ত্বিক দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যেই ব্রাহ্মণ-জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্যগুলি সুপরিস্ফুটরূপ লক্ষ্য করিয়া তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন।

জগতের সকল বিষয়ের গঠন প্রণালীর ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রের গঠন-প্রণালীতেও সর্ব্বত্র স্তর-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণে যেমন সূত্র, বৃত্তি, এবং উদাহরণ, এই ত্রিবিধ স্তরের সমাবেশ আছে, সংস্কৃত দর্শনে, পুরাণে, এবং বেদেও সেইরূপ স্তরবিন্যাস আছে। একটি স্তর হইতে অপর স্তরটিকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয়, অপকারী এবং অবৈধ। ইউরোপীয় ছুরির দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রের ছাল ছাড়াইতে গেলে হাতে আঁটিসার হইয়াই থাকে—সমস্ত 'অমৃত দ্রব' অপচয় হইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অনুযায়ী ব্যাখ্যায় অবধারিত হইবে যে, সন্ধ্যোপাসনা কেবল জড়োপাসনামাত্র, আর যে যে স্থল অতি কষ্ট কল্পনাতেও জড়োপাসনার মন্ত্র স্বরূপে পরিকল্পিত হইতে পারে না, সেই সেই স্থল 'প্রক্ষিপ্ত'!

ঐ প্রকার অযথা এবং অমূলক ব্যাখ্যা পরিহার পূর্ব্বক প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, যে মন্ত্রনিচয়ের সমবায়ে সন্ধ্যাবন্দনার সংঘটন হইয়াছে, তাহাদিগের একবাক্যতা দ্বারা যে প্রকৃত এবং পবিত্র তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাই আমাদিগের জ্ঞাতব্য।

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদের সন্ধ্যোপাসনা অবিকল এক না হইলেও মূলতঃ এক। যজুর্ব্বেদীয় এবং সামবেদীয় সন্ধ্যার পরস্পর প্রভেদ অল্প; ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার সহিত উহাদিগের উভয়েরই কিছু অধিক পার্থক্য। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার মধ্যে মন্ত্রের সংখ্যা অধিক, সাম এবং যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় বিশেষতঃ সামে সেই সেই স্থলে "সবোহহম্" মন্ত্রের পাঠ।

অতএব যে মন্ত্রাদি তিন বেদের সন্ধ্যাতেই সাধারণরূপে পাওয়া যায়, সেইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতেছে বলিয়া স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনটী যে ব্রাহ্মণাচারে কি জন্য এত সমাদৃত তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সন্ধ্যোপাসনার উদ্দেশ্য একটী পৌরাণিক বচনে অতি সুস্পষ্টরূপেই কথিত হইয়া আছে।

মত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষং উপাত্তাঘপ্রণাশয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার করিয়া অর্জ্জিত পাপের ক্ষয়ের এবং ব্রহ্মতেজ লাভের নিমিত্ত প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিতেছি।

প্রাতঃসন্ধ্যার বিশেষ উল্লেখ থাকায় যে, অপর দুইটী সন্ধ্যাকে বুঝায় না, এমত নহে। শাস্ত্রমতে সন্ধ্যাবন্দনার উদ্দেশ্য দুইটী। এক, উপাত্ত অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্ন পাপের নাশ, অপর, ব্রহ্মতেজের লাভ।

এখন প্রথম উদ্দেশ্য ধরিয়াই দেখা যাউক। কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে তদনুকূলে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তির

উহারা তিন প্রকারে লক্ষিত হয়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা যে পাপ বিনষ্ট হইবার কথা, তাহার অনুকূলে কোন্ কোন্ শক্তি কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ?

(১) সন্ধ্যার প্রথম অর্থাৎ স্নানমন্ত্রটীতে জলের নিকট যেমন বা-ক্ষমন তেমনি অমর্ষণ অর্থাৎ পাপ হইতে বিধৌত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এইরূপে ইচ্ছাসমন্বিত স্নান ক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উভয় শক্তিরই কার্যকারিতা প্রতিপন্ন হইয়া আছে। কিন্তু এই বিষয়ে ঐ শক্তিদ্বয়ের উর্দ্ধবর্ত্তী এবং অগ্রবর্ত্তী জ্ঞান-শক্তিরও বিদ্যমানতা আছে। ঐ স্নান মন্ত্রের সহযোগী পাপ মার্জন মন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে, যে জল শরীরের মলিনতা ক্ষালন করে, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সেই জলই শরীরের পোষণ করে এবং সৃষ্টি ব্যাপারে সেই জলই প্রথম সৃষ্ট পদার্থ। সেই জল যে পরম শিবতম রসের প্রতিরূপ তাহাতে আমাদিগকে সংযোজিত করণে সমর্থ। অত-এব স্নান মন্ত্রে ক্রিয়া, ইচ্ছা এবং জ্ঞান, তিন শক্তিই পাপক্ষালনে নিযুক্ত।

সন্ধ্যার দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রাণায়ামের আদেশ। প্রাণায়াম ব্যাপারের তিনটী অঙ্গ। প্রথম, নিশ্বাসের পূরণ, ধারণ এবং রেচন। দ্বিতীয়, ঐ সকল প্রক্রিয়ায় অনুক্রমে নাভিদেশে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধ্যান, হৃদয়ে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধ্যান এবং ললাটদেশে সংহারকর্ত্তা শম্ভুর ধ্যান। তৃতীয়, উল্লিখিত ক্রিয়া এবং ধ্যান সংকেত এই তাৎপর্য্যার্থে মন্ত্রপাঠ যে, "সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মকর্তৃক দীপ্যমান হইয়াছে"। এ স্থলেও দেখা যায় যে, প্রাণায়ামের প্রথম অঙ্গে ক্রিয়াশক্তির, দ্বিতীয় অঙ্গে ইচ্ছাশক্তির এবং তৃতীয় অঙ্গে জ্ঞান-শক্তির বিশেষ বিকাশ হইতেছে। প্রাণায়াম প্রক্রিয়াদ্বারা শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বিশ্বরূপ বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ডের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া পাপের বিলোপ সাধন হইতেছে।

ইহার পর আচমন প্রকরণ। এই প্রকরণে করতলে জলগ্রহণ করিয়া তাহার কিয়দংশ পদাদিঃক্ষরণ পূর্ব্বক অবশিষ্টাংশ মস্তকে সিঞ্চন করিতে হয়। ইহাতে ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত হয়। অনন্তর পূর্ব্বকৃত সন্ধ্যোপাসনা হইতে উপস্থিত সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত শরীর এবং মন দ্বারা যদি কোন পাপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের বিনাশের জন্য মন্ত্র দ্বারা যে তীব্র অভিলাষের স্থাপন তাহা ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। আর (প্রাতঃসন্ধ্যায়) বাহ্যজগতের সূর্য্য স্থানীয় জগদন্তর্জ্যোতিকে, (মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়) দেহ এবং দেহীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধ পূর্ব্বক জানিতে, (সায়ং সন্ধ্যায়) পরমাত্মার সত্তা জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিতে পাপের আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই ভাবগুলি জ্ঞান শক্তি সম্ভূত। অতএব আচমন ব্যাপারেও ত্রিবিধ শক্তির সমাবেশে পাপ নাশকতা সিদ্ধ।

সন্ধ্যোপাসনায় পাপনাশের নিমিত্ত ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির ভূয়োভূয়ঃ যুগপৎ প্রয়োগ হইল, কিন্তু 'অনুতাপ' করিলে পাপের ক্ষয় হয় বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহার কোন উল্লেখ হইল না। তাহার কারণ এই যে 'অনুতাপ' বলিলে দুইটী বস্তু বুঝায় যথা (১) পাপজনিত দুঃখ এবং (২) অনাকরণে দৃঢ় সঙ্কল্প। ঐ দুয়ের মধ্যে প্রথমটী পাপের ফল ভোগ মাত্র এবং দ্বিতীয়টী ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য হইতে অভিন্ন। অতএব অনুতাপের যে ভাগে পাপীর কর্ত্তৃত্ব আছে এবং যে ভাগ পাপ ক্ষালনে বিশেষ কার্য্যকারী তাহা ইচ্ছা শক্তিরই অন্তর্গত, এই জন্য উহার স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

সন্ধ্যোপাসনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মতেজের লাভ, তাহা পাপনাশ ভিন্ন অপর কি প্রকারে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। 'ব্রহ্মতেজঃ' এমন বস্তু নয় যে, আগ্রহাতিশয্যের সহিত চাহিলেই উহা পাওয়া যাইতে পারে। কোন "বাবে আবদার করিয়া" আর্য্যশাস্ত্রের লক্ষিত ব্রহ্মতেজ লাভের পথ উন্মুক্ত করিতে হয় না। এই জন্য ইচ্ছা শক্তির তীব্রতা এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়; প্রত্যুত উহা

কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধির ব্যাঘাতক। ইচ্ছাশক্তির ন্যূনতায় ক্রিয়াশক্তিরও লাঘব হয়। কারণ উহারা উভয়েই রজোগুণাত্মক। যেখানে ইচ্ছা কম, সেখানে কার্য্যও কম হয়। ফলতঃ ব্রহ্মবর্চ্চস প্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানশক্তিরই মুখ্য অধিকার। সন্ধ্যোপাসনার যে দুইটী মুখ্য প্রকরণ বিচার করিতে এখন বাকী আছে, সে দুইটীতেই জ্ঞানশক্তির কার্য্যকারিতা বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত। জ্ঞান বলিলে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সমুদ্ভূত পদার্থ গ্রহ বুঝিতে হয় না, ভাববৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুগ্রহও বুঝিতে হয়। পদার্থের সংকলন বিকলনাদি দ্বারা তথ্যোপলব্ধি যেমন জ্ঞানের অঙ্গ, সৌন্দর্য্যবোধ, বিস্ময়, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ এবং পবিত্র ভাবগুলিদ্বারা চিত্তের প্রসার এবং উদারতা সাধনও তেমনি জ্ঞানের অঙ্গীভূত ব্যাপার।

সূর্য্যোপস্থান বলিয়া সন্ধ্যার যে ঋক্ বা মন্ত্র আছে তাহার প্রথমটী উদ্যদ্দিনমণির দর্শনে জীবময় জগতে যে আনন্দোৎস উচ্ছ্বসিত হয়, সেই আনন্দেরই একটী অতুল্য গাথাস্বরূপ। "বিশ্ব-প্রকাশের নিমিত্ত রশ্মিগণ সূর্য্যকে বহন করিয়া আনিতেছে। সূর্য্য অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর চক্ষুঃস্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত জগতের আত্মা।" সূর্য্যোপস্থান কালে যে প্রকার মুদ্রার প্রয়োগ করিতে হয় তাহাতে বুঝায় যে, উপাসক যেন সূর্য্যের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত হইতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি এরূপ প্রেম এবং ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা চিত্তের ঔদার্য্য এবং পবিত্রতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সূর্য্যোপস্থানের পর সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রাতে গায়ত্রী নামিকা, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী নামিকা, এবং সায়াহ্নে সরস্বতী নামিকা সেই একই মহাদেবীর ত্রিকালে ত্রিবিধ রূপ ধ্যান করিতে হয়। একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ হয়, এই চিন্তার অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। যদিও কিছু পাইবার জন্য অভিলাষের আতিশয্য ভাল নয়, তথাপি গ্রহণে উন্মুখতা না থাকিলে কিছুই পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। এই জন্য ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা গ্রহণোন্মুখতা অভ্যাস করা আবশ্যক। সেই অভ্যাসে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই গায়ত্রী জপের

বিধি। গায়ত্রীর জপে কোন প্রার্থনা নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ নাই, কোন অপরাধ স্বীকার নাই, কোন দীনতা খ্যাপন নাই। শুদ্ধ এই কথা বলা আছে যে, যে ব্রহ্মতেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক আমরা সেই তেজের ধ্যান করি।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ দর্শনে ক্রমশঃ অভ্যাস্ত হইয়া অভিমানের লোপ হয় এবং যে সূর্য্যজ্যোতি জগতের জীবন তাহাই নিজ আত্মারূপে অবস্থিত, ইহা নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা বুঝিতে পারিলেই "যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽহমস্মি" অথবা "তত্ত্বমসি" এই বোধ দৃঢ় হয়— ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করাতে তাদাত্ম্যতা প্রাপ্তি হয়। এবং সেই একমাত্র পথেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে পারেন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে এই জ্ঞানের পথে পদার্পণ হয় বলিয়া উহার এত গৌরব এবং গায়ত্রীজপ যে সন্ধ্যাকৃত্যের শিরোভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট তাহার কারণ উহা "ব্রহ্ম-চিন্তা" মাত্র।

সন্ধ্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ বিধি, "মন্ত্রার্থজ্ঞানে যত্নবতঃ"। মন্ত্রের অর্থগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করিবে। যদি সন্ধ্যা বন্দনার প্রকৃত অর্থের বোধ বিলুপ্ত প্রায় না হইত, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানেরই কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মতি হইতে পারিত না।

সন্ধ্যোপাসনা নিত্যক্রিয়া। কিন্তু ইহারও ফল কথিত হইয়াছে, যথা—

> সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ
> বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥

সায়ং সন্ধ্যা পশ্চিমাভিমুখ বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিতে হয় এবং সম্মুখ আকাশে তারকা দর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রীর জপ করিতে হয়।

রাত্রির প্রথম যামে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৯টার মধ্যে দিবাকৃত সমস্ত কার্য্যের আলোচনা করিয়া যে যে বৈধকার্য্য প্রমাদতঃ অকৃত হইয়া আছে, সেগুলির সম্পাদন করিবে।

দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানিচ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দিবার নির্দ্দিষ্ট যে সকল কার্য্য প্রমাদপ্রযুক্ত [বিস্মৃতি অথবা কোন বিপজ্জনক কারণে] না করা হইয়াছে, তৎসমুদায় রাত্রির প্রথম যামে নির্ব্বাহ করিবে।

এই বিধিটী থাকাতে বর্ত্তমান আপৎকালে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। মধ্যাহ্ণ সন্ধ্যা, দেবপূজা, তর্পণ, হোম, বৈশ্বদেব, বলি, নিত্য-শ্রাদ্ধ, অতিথি সৎকার এবং গোগ্রাস দান, এই সকল কার্য্য চাকুরিয়া ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ মধ্যাহ্ণ-সন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি, প্রাতঃসন্ধ্যাদির সহিত এক যোগেই নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু অপর কার্য্যগুলি প্রায়ই অননুষ্ঠিত থাকিয়া যায়। সেইগুলি রাত্রির প্রথম যামে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মের লঙ্ঘন হয় না।

বস্তুতঃ নিত্যাচারের সকল অনুষ্ঠান যাহাতে যথাকালে অনুষ্ঠিত হয়, অন্ততঃ গৌণকালেও অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য শাস্ত্রের বিশেষ যত্নই আছে। অনুষ্ঠানের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হয়। বোধ হয়, এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে অনুষ্ঠানের অপরিসীম গৌরব। অনুষ্ঠানে বাহ্য কার্য্য থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা স্নায়ু এবং পেশী মণ্ডলের তত্তৎকার্য্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থায় সৌকর্য্য জন্মে এবং তজ্জন্য সকল শিক্ষা এবং সংস্কারের দৃঢ়তা এবং স্থিরতা সংসাধিত হয়। আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় যেন অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাদাতৃ ইউরোপীয়গণ যে বিবিধ ব্যাপারেই 'ড্রিল্' বা অঙ্গসঞ্চালন করাইয়া থাকেন, তাহা নিরন্তর দেখিয়াও উহাই যে অনুষ্ঠানাঙ্গ, এই তথ্যটী বুঝিতে পারেন না। অনুষ্ঠানের একটী মুখ্য অঙ্গ—মুদ্রা। অগষ্ট কোম্‌টীও মুদ্রার মাহাত্ম্য বুঝিয়া নিজ শিষ্য সম্প্রদায়কে 'উপুড় হস্তরূপ' দান-মুদ্রার অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সংকাল যাবৎ অনুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে উচ্চ অধিকারীকে বাহ্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধমানস-কার্যো প্রবৃত্ত দিবার জন্য শাস্ত্রে মানস ক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। মানসস্নান, মানস পূজা, এবং মানসজপ—তিনই বাহ্য স্নান, বাহ্য পূজা ও বাহ্য জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রের এই গভীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে।

(১) শৌচ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

সমস্ত গঙ্গাজল, পর্ব্বত প্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ স্নান; কিছুতেই ভাবদুষ্ট ব্যক্তির শুচিতা সম্পাদন করে না।

(২) স্নান সম্বন্ধে বারুণ স্নানকেই অপর সকল স্নান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে উক্ত হইয়াছে—

বারুণাদি স্নানমাক্ষে সর্ব্বস্নানাৎ পরং বরং।
মর্ত্ত্যাশ্চৈব মানসস্নাতঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥

বারুণস্নান হইতেও মানস স্নান উৎকৃষ্ট; মনুষ্য স্নানসম্নাত হইলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন।

(৩) যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতৎ জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

যত প্রকার কর্ম্মযজ্ঞ এবং তপস্যার বিধি আছে, তাহারা সকলে জপরূপ যজ্ঞের এক কলামাত্রও নহে, বাচিক জপের মাহাত্ম্য এইরূপ; তাহার শত গুণ উপাংশু জপের (ঠোঁট নড়িবে মাত্র, শব্দ শুনা যাইবে না, এইরূপ জপের) এবং মানসজপের মাহাত্ম্য তাহার সহস্র গুণ।

মানস জপের সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ কথা আছে—

অশুচির্বা শুচির্বাপিগচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।

মন্ত্রৈকশরণোবিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যসেৎ॥

অশুচি হউক বা শুচি হউক, এক স্থানে স্থির হইয়াই হউক বা চলিতে চলিতে হউক, অথবা নিদ্রাকৃষ্ট হইয়াই হউক বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই মন্ত্রের মানসজপ করিতে পারেন।

(৪) পূজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

বাহ্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।

অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা॥

বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্‌জ্ঞানং নজায়তে।

জাতে জ্ঞানেচ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে বাহ্য পূজা করিবে। মানস পূজা বা অন্তর্যাগ সকল পূজা হইতে অতি উৎকৃষ্ট। যাবৎকাল জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল বাহ্য পূজা করিবে; জ্ঞান জন্মিলে, হে দেবেশি! দেবতার মূর্ত্তি ভাবনামাত্র করিবে।

অতএব আর্য্যশাস্ত্র যে বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা মানস কার্য্যেরই সমধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রত্যুত নিত্যাচার প্রকরণে যতগুলি দৈবানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তৎ সমুদায়ই মানস কার্য্যের দ্বারা সম্যক্ অনুকল্পিত হইতে পারে। গৌতম ঋষির একটী বচন এই—

যদাঽসমর্থস্তদামনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ।

কার্য্যতঃ না পারিলে সমুদায় আচার মনে মনেই নির্ব্বাহিত করিবে।

অতএব অনুষ্ঠান সহকৃত হউক অথবা শুদ্ধ মানস মাত্রে হউক, যে যে পূর্ব্বকৃত্যের বাদ পড়িয়াছে, রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া তদনন্তর রাত্রি ভোজনের পূর্ব্বকৃত্য স্বরূপ বৈশ্বদেব,

বলি এবং অতিথিসৎকার করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। দিবার অতিথির অপেক্ষায় রাত্রির অতিথির গৌরব অধিক।

রাত্রির আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের দুইটী আদেশ আছে। প্রথম আদেশ এই যে, রাত্রি ভোজনে অতি তৃপ্তি পরিহার করিবে, অর্থাৎ রাত্রিতে খুব পেট ভরিয়া খাইবে না।

দেখিতে পাই, ইংরাজেরাও যেন এই বিধানটী মানেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়েরা প্রায়ই মানেন না। ইহাঁদের একটী ভ্রম সংস্কার আছে যে, নিদ্রাযোগে আহারের পরিপাক ভাল হয়; এই জন্য রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া ফেলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নিদ্রার সময় আহারের পরিপাক বিলম্বিত হইয়া থাকে; ইউরোপীয় ডাক্তারেরাও এই মতের সমর্থন করেন। ফলতঃ শাস্ত্রের বিধি মানিয়া রাত্রির ভোজনটা অতি তৃপ্তিকর না করাই ভাল।

রাত্রিভোজনের সম্বন্ধে শাস্ত্রের দ্বিতীয় আদেশ এই যে, রাত্রিভোজনের পর একটু বিলম্ব করিয়া শয়ন করিতে হইবে। খাইবার পরক্ষণেই শয়ন করায় আহারের পরিপাক ভাল হয় না। ইউরোপীয় ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও ঐ কথা বলিবেন। তবে উহাঁদিগের মতে যত অধিকক্ষণ বিলম্ব করিবার কথা, শাস্ত্র তাহা নয়। শাস্ত্রের আদেশানুসারে ভৃত্যবর্গকে তাহাদের রাত্রিতে করণীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান এবং কতকগুলি মন্ত্র এবং সূক্ত পাঠ করিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা।

শয্যা সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

নাবিশালাং ন বৈভগ্নাং নাসমাংমলিনাং নচ।
নচ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাং॥
ন শুষ্কেনাপবিত্রে চ নতুষে নচ কুতলে।
তুলিকায়াং তথা বস্ত্রে শয্যাভাবে স্বপেন্মহী।
স্বপেন্ন পট্টবস্ত্রেচ কদাচি কম্বলেষুচ॥

ছোট, ভগ্ন, উচ্চাবচ, মলিন, কন্তুময়, আস্তরণশূন্য, অপবিত্র বিছানায়, বা তৃণের উপর, খালি মাটিতে, পট্টবস্ত্রে কিম্বা দাগী কম্বলে শুইবে না। শয্যার অভাবে ভূমিতে কার্পাশ বস্ত্র বিছাইয়া গৃহী শয়ন করিতে পারে।

শুচৌদেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্ প্লবনেচৈব সম্বিশেত্তু সদাবুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈর্গারুড়ৈ র্মন্ত্রৈরক্ষাং কৃত্বাস্বপেত্ততঃ॥

অনংলগ্নভাবে (অর্থাৎ প্রাচীর আসবাব প্রভৃতিতে বিছানা ঠেকিয়া না থাকে এরূপে) গোময়লিপ্ত (কিন্তু ভিজা নয় এরূপ) শুচি স্থানে, জলপূর্ণ কুম্ভশিয়রে রাখিয়া * এবং বৈদিক গারুড় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শয়ন করিবে।

ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
নচাপিভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃস্বয়ং॥
আর্দ্রবাসা ননগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ।

ধান্য, গরু, ব্রাহ্মণ, দেবতার উপরিতলে ভগ্ন বা অশুচি শয্যায়, বা স্বয়ং অশুচি থাকিয়া, আর্দ্রবাস, নগ্নবাস, কিম্বা উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না।

ত্রিদোষ সমনী খট্বা তুলী বাত কফাপহা।
ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।
সুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রা ধৃতিপ্রদং।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥

---

* ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মতেও ইহা উপকারী। তিনি বলিবেন যে রুদ্ধগৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিলে গৃহস্থিত অনেক প্রকারের দুষ্ট গ্যাস ঐ জলে গুলিয়া যায় এবং গৃহস্থিত বায়ু অনেকটা পরিশুদ্ধ হয়। ঐরূপে রক্ষিত জলটা খারাপ হইয়া যায় বলিয়া শয়নগৃহে পানীয় জল রাখা উচিত নয়।

খাট বা তক্তাপোষের উপরের শয্যা ত্রিদোষ নাশিনী। ভূমির শয্যা বাত ও কফ নাশিনী। ভূমিশয্যা বাত বৃদ্ধিকরী, কফ, পিত্ত এবং চক্ষের জল নাশিনী। সুশয্যাশয়ন তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা এবং ধৈর্য্যপ্রদ, শ্রম এবং বায়ুনাশক, বল বর্দ্ধক। কুশয্যাশয়নের ফল উহার বিপরীত।

রাত্রিকৃত্য বিধির মধ্যে দারোপগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি আছে। তাহার মুখ্য কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(১) পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।

মৃত্যোনরকসম্প্রাপ্তি হীযতে হত্রাপিচায়ুষঃ॥

পরদার রতি উভয় লোকে ভীতিপ্রদা; ইহলোকে আয়ুক্ষয়করী, মৃত্যুর পর নরক প্রাপিনী।

(২) ইতিমত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধব্রজেৎ।

ইহা জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি স্বভার্য্যার ঋতুকালে সংসর্গ করিবে।

(৩) ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসুযুগ্মাসু সংবিশেৎ॥

[মাসিক] রজো দর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি স্ত্রীদিগের ঋতুকাল [গর্ভধারণ যোগ্যকাল] উহার মধ্যে যুগ্ম (যোড়া) রাত্রিতে সহবাস করিবে।

(৪) ষষ্ঠাষ্টমীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।

মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মনস্বিনাং।

অষ্টমী, আমাবস্যা, পূর্ণিমা, উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী, [এবং রবি-সংক্রান্তি] এই সকল তিথ্যাদিতে মৈথুন সেবা করিবে না।

[এতদ্ভিন্ন কয়েকটি নক্ষত্র এবং বারেরও নিষেধ আছে]

(৫) চতুর্থী প্রভৃত্যাত্তরোত্তরা প্রজা নিশ্রেয়সার্থং।

[রজোদর্শনের] চতুর্থ দিন হইতে যত পর দিনে গর্ভাধান হইবে, সন্তান ততই মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে।

(৬) রজস্নাপয়তে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রীরজস্বলা।

রজস্বলা স্ত্রী স্রাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে স্নান করিয়া সাধ্বী [গর্ভ ধারণ

যোগ্যা] হয়। অর্থাৎ রজস্রাব নিবৃত্ত না হইলে স্নান করা এবং স্বামী সহবাস করা বিহিত নয়।

উল্লিখিত পঞ্চম এবং ষষ্ঠবিধি দুইটীর উল্লঙ্ঘন জন্য এক্ষণে অপকৃষ্ট এবং স্বল্পায়ু সন্তানের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়াছে। য়িহুদী জাতির মধ্যে তাহাদিগের শাস্ত্রাদেশ যে নবম দিনের পর স্ত্রীসংসর্গ করিতে হয়, ইহা অতি সুপালিত হওয়াতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রে উহাদের সন্তানেরা সবল ও পুষ্টদেহ এবং আয়ুষ্মান্ হয়।

(৭) ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ যাবৎ পুত্রো নজায়তে।

যতদিন পুত্র জন্ম না হয় তাবৎকালই ঋতুকালে স্ত্রী গমনের কর্ত্তব্যতা বুঝিবে। তাহার পরে যদিও স্ত্রীর কামনা তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ অপর সময়েও সহবাস করিতে পারেন, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রী সহবাস অপ্রশস্ত।

আর্য্যশাস্ত্র গৃহস্থের উৎকৃষ্ট সন্তান জনন পক্ষে বিশেষ যত্নবান হইয়াও কাহার সন্তান সংখ্যা অধিক হউক, এরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন না।

যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেনচানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥

যাঁহার জন্ম হইলে [পিতৃ] ঋণের শোধ হয় এবং আনন্ত্যপ্রাপ্তি [বংশ রক্ষা] হয়, সেই [জ্যেষ্ঠ] পুত্রই ধর্ম্মজ পুত্র, অপর সকলে কামজ পুত্র।

শাস্ত্রকারদিগের মত মূলতঃ এইরূপ হইলেও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, মানুষের যতগুলি সন্তান হয় প্রায় তাহার অর্দ্ধেকই শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্য মহাভারতের সময়েই উক্ত হইয়াছে—

এক পুত্রোহপুত্রোমে মতঃ কৌরব নন্দন।

ইহাতেই একাধিক পুত্র জননের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বহু পুত্র জনন সম্বন্ধীয় যে অপর ব্যবস্থা পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত

হওয়া যায় তাহা বহু পুত্র জননের প্রশংসার জন্য নহে, অন্যান্য বিষয়ের অর্থবাদ মাত্র।

ইষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ৬ গয়াধামের মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই বচনটির উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যথাযোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া গর্ভাধানের ব্যবস্থা সম্যক প্রকারে সংরক্ষিত হইলে এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, পিতৃমাতৃ শরীরের ও মনের ভাব এরূপ পরিশুদ্ধ হয় যে, সহজাত দোষ জন্য সন্তানের অকালমৃত্যু খুবই কম হয়। সুতরাং বংশ রক্ষার নিমিত্ত সমধিক সন্তান জননের প্রয়োজন হয় না।

রজোগুণাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে বলিয়াছেন যে, লোকের ভোগ বাসনা বৃদ্ধি হইলে তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না কারণ বিবাহ হইলেই বংশ বৃদ্ধি হইয়া গৃহস্বামীর ব্যয় বাহুল্য হয় এবং তিনি অনেক ভোগ সুখে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এইজন্য বিলাসিতা বৃদ্ধিতে সমষ্টির লোক সংখ্যার অতি বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র লোকসংখ্যার অতি বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশে বিলাসিতা বৃদ্ধিরূপ অতি অনিষ্টকর উপায় অবলম্বন করেন নাই-- বিবাহ দ্বারা বংশ রক্ষার উপায় বিধান করিয়া অযথারূপে বংশবৃদ্ধির নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বস্থলেই আর্য্যশাস্ত্রের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্মগত, তদনুষ্ঠিত প্রণালীও তেমনি অতীব পরিশুদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

প্রকরণের উপসংহার।

শাস্ত্রবিহিত নিত্যাচারের যে কথাগুলি পূর্ব্বগত কয়েকটী অধ্যায়ে (১) প্রাতঃকৃত্য (২) পূর্ব্বাহ্নকৃত্য (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য এবং (৪) অপরাহ্লাদি কৃত্য শীর্ষকের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শরীর এবং মনের শুচিতা এবং স্বাস্থ্য সম্পাদনপূর্ব্বক (১) ইন্দ্রিয়-তর্পণের একান্ত পরিহার (২) সম্যক্ অবধানতা এবং আত্মসংযমের দৃঢ় অভ্যাস (৩) পরার্থৈকজীবিতা (৪) পাপক্ষালন-শীলতা (৫) বিশ্বজনীন-প্রীতি প্রভৃতি অত্যুন্নত গুণ সকলের স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করাই নিত্যাচার পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি শান্তশীল এবং পবিত্রতা ও মুক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উদ্ভূত, তাঁহার তাঁহাদিগের দ্বারা পূর্ণ বা অপূর্ণ মাত্রায় অনুসৃত, এবং তাঁহাদিগের চরিত্রে সম্যক্ বা অসম্যক্ পরিমাণে ফলিত হইয়া আছে।

ভারতবাসী অপরাপর বর্ণের লোকেরাও, যাঁহারা যতদূর পারিয়াছেন, এই আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া এবং তাহার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া কষ্টসহ, ধৈর্য্যশীল এবং ধর্ম্মভীরু হইয়াছেন। কারণ ব্রাহ্মণাচারই সকল ভারতবাসীর পক্ষে সদাচারের আদর্শ স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট।

আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মশাসন বা ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে এই "আদর্শ নির্দ্দেশ" ব্যাপারটী একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। সকল ধর্ম্মেই (১) পাপের ভীতিজনক তিরস্কার এবং (২) পুণ্যের

আলোচনাত্মক পুরস্কার সম্বন্ধে অনেকানেক কথাই থাকে। তদ্ভিন্ন, (৩) লোকের অনুকরণোপযোগী আদর্শ চরিত্রেরও পূর্ণ বা অপূর্ণ, অল্প বা অধিক সংখ্যক চিত্র থাকে, আর (৪) তাদৃশ চরিত্র সংঘটনের উপায়-গুলিও বিধি নিষেধাদি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অভিব্যক্ত করা থাকে। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয় পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান। কিন্তু ইহাতে "আদর্শ নির্দ্দেশ" অঙ্গটী বিশিষ্টরূপেই সবল এবং সুপরিস্ফুট।

ভারতবর্ষ মূলতঃ এক-ধর্ম্মাত্মক লোকের নিবাসভূমি নহে। এই জন্য এখানে "অধিকারী-ভেদ"রূপ সরল ভাবের স্বীকার সহজেই হইয়াছে এবং তৎসহই "আদর্শ নির্দ্দেশের" পরিস্ফুটতা জন্মিয়াছে। এখানকার বিভিন্ন বর্ণের সকল লোকের পক্ষে একেবারে একই উচ্চতম ধর্ম্ম্য আদর্শের সম্যক্ গ্রহণ সম্ভাবিত হইতে পারে না। সকল দেশের পক্ষেই এই কথা কিয়ৎ-পরিমাণে খাটে। কারণ, সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবুদ্ধির সহজাতভেদ থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের মধ্যে আকারগত যত পার্থক্য আর কোথাও তেমন নয়, আর ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর সকল লোকেরই প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তেমন আর কোথাও কখন হয় নাই। এ বিষয়ে বেদবাক্যই (অথর্ব্ব-সংহিতায়) স্পষ্টতঃ এইরূপ—

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসুমাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উত আর্য্যে॥"

শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অথবা ক্ষত্রিয়ের প্রিয় [সাধন] করিও না শূদ্র, এবং বৈশ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রিয় [সাধন] করিও।

অপরাপর ধর্ম্মপ্রণালী একই প্রকার শিক্ষার ভার এক দেশের সকল লোকের স্কন্ধে আরোপণ করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই—পৃথিবীর সকল লোকের স্কন্ধে একই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ এবং কঠিন ভাবই সহানুভূতির চিহ্ন বলিয়াই উদ্ঘোষিত হইতেছে!

পূর্ণ সহানুভূতি প্রণোদিত আর্য্যশাস্ত্রকে সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত সম্যক্ পবিত্রতার সাধক একটী উৎকৃষ্ট আচার পদ্ধতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এবং তদনন্তর নিকৃষ্টাধিকারী অপরাপর লোকদিগকেও স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণদিগেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে হইয়াছে।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এতদ্দেশজাত [ব্রহ্মাবর্ত্ত জাত] ব্রাহ্মণদিগের স্থান হইতে পৃথিবীর (ভারত-বর্ষের) সকল লোকে আপনাপন চরিত্র শিক্ষা করিবেন।

এরূপ করাতে ফল যে অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছে তাহা যিনি আধুনিক দুষ্ট সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া স্বচিন্তার অবলম্বনপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের অপেক্ষা স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রসাদে বাঙ্গালাতে স্মার্ত্তাচার অধিকতর প্রবল হইয়া আছে। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণেতর জাতীয়েরা বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের তুলনায় সমধিক পরিমাণেই ব্রাহ্মণা-চারের অনুকরণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সমধিক পরিমাণে শুচি, পবিত্র এবং শ্রী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যেমন আশ্রম চতুষ্টয়ের এবং পৌরাণিক মন্ত্রাদির তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কারেরও অধিকারী হইয়াছেন।

বস্তুতঃ এইরূপ হইবারই কথা। সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে বিভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিবর্জ্জিত কোন কল্পিত বা পূর্ব্বযুগজাত পুরুষ বিশেষের প্রকৃতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিলে যদিও লোকের সমক্ষে একটী আদর্শ চিত্র প্রদান করা হয়, কিন্তু তাহা করিলেই তদনুকরণে লোকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। আদর্শ পুরুষ প্রকৃত জনগণের সমক্ষে তাহাদের অনুকরণ-শক্তির একান্ত অতীতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই জন্য কতক-গুলি জীবন্ত মনুষ্যের প্রকৃতিতে তাদৃশ আদর্শ পুরুষের ছায়া প্রতিফলিত করা আবশ্যক। তাহা করিতে না পারিলে অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্রেক

দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্যে সম্যক্ ফল লাভ হয় না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই সেই জীবন্ত আদর্শ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জীবিতঃ যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো রত্যর্থমেবচ।

অহোরাত্রশ্চ পুণ্যার্থং তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যিনি ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ করেন, একমাত্র ধর্ম্মেই যাঁহার আনন্দানুভব হয়, এবং ধর্ম্ম সাধনেই যাঁহার দিন রাত্রি অতিবাহিত হয়, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

ক্ষমা দয়াচ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃসমঃ।

অধ্যাত্মং নিত্যতা জ্ঞানং এতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণং॥

ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, সম, অধ্যাত্ম, এবং নিত্যজ্ঞান, এই সকল ব্রাহ্মণলক্ষণ।

ব্রাহ্মণের আচার সম্বন্ধে (শিবপুরাণে) বিধিও আছে যে, ব্রাহ্মণ সুখাদি প্রার্থী হইবেন না।

ব্রাহ্মণোমুক্তি কামীস্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং সদাভ্যসেৎ॥

ব্রাহ্মণ মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানের চিন্তন করিবেন।

এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট অনেকানেক ব্রাহ্মণকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের সন্দেহ আছে, তাঁহারা যদি কিছুকালের জন্য সঙ্কীর্ণচিত্ততা পরিত্যাগ করিয়া এবং ধনের প্রার্থী হইলেই কেহ এদেশে নীচ হয় না, এই তথ্য স্মরণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের সহিত সভক্তিক আলাপ করেন, তাহা সকলেই সন্দেহমুক্ত হইয়া সুখী হইতে পারিবেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় এবং মুসলমান রাজাদিগের সময়ে, ভাল ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল, এখন অল্প হইয়াছে; সেই পূর্ব্বকালে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প ছিল, এখন অধিক হইয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রের এই অনন্য সাধারণ ভাব অর্থাৎ অতি প্রবলরূপ আদর্শ-নির্দ্দেশ-প্রবণতা সুপরিষ্কৃতরূপে না বুঝায়, যেমন ইহাকে পক্ষপাত দোষে

দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, তেমনি ইহার বিধি নিষেধগুলির যথাযথ তাৎপর্য্য বোধেও অনেকটা প্রমাদ জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা শেষোক্ত কথাটী বিশদ করিব। (১) শাস্ত্রে উক্ত হইল যে, শূদ্র আপনার নিমিত্ত ধন সঞ্চয় না করিয়া দ্বিজাতির সেবায় রত হইবে। এই বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত শূদ্রজাতীয় পুরুষ দ্বিজাতির সেবায় নিরত হইবে; তাহা না হইলে তাঁহার ত্রুটি হইবে, কিন্তু দণ্ডার্হতা জন্মিবে না। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তির সময়েও দেশমধ্যে যে, শূদ্রজাতীয় রাজা, জমীদার প্রভৃতি আঢ্য লোক সকল ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) শাস্ত্রোক্তি হইল, ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত ব্রাহ্মণ (যথা বশিষ্ঠাদি) ক্রোধপরবশ হইবেন না, হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের ত্রুটি হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইবে না। পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিদিগের মধ্যেও ক্রোধপরবশ ব্যক্তি (যথা দুর্ব্বাসা ভৃগুরামাদি) ছিলেন। (৩) শাস্ত্র বলিলেন ব্রাহ্মণ কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। কিন্তু পূর্ব্বকালে অনেকানেক ব্রাহ্মণ অপকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতেন।

মনুসংহিতার কয়েকটী শ্লোকের সংগ্রহ হইতে জানা যায়—

সমুদ্রযায়ী সোমস্য বিক্রেতা তৈলিকশ্চযঃ।
ধনুঃশরাণাং কর্ত্তাচ দ্যূতবৃত্তিশ্চ যোক্তবেৎ ॥
হস্ত্যশ্বোষ্ট্র দমকঃ পক্ষিণাং যশ্চপোষকঃ।
শক্রীড়ী শোনজীবীচ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ ॥
ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ শূদ্রবৃত্তিশ্চ যঃ পুনঃ।
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙক্তেয়ান্দ্বিজাধমান্ ॥

অতএব এখনকার কালেই যে ব্রাহ্মণেরা নীচ বৃত্তি হইয়াছেন তাহা নহে। তখনও তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ প্রবৃত্তি এবং উচ্চ নীচ বৃত্তি ছিল। আর্য্যশাস্ত্রের এই "আদর্শ নির্দ্দেশনায়" রীতি না বুঝিতে পারিয়া এবং এক্ষণে দেশের মধ্যে সেই আদর্শ হইতে অনেকানেক ত্রুটি

দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, লোকে আর শাস্ত্রের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলে না; অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্য শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা সকল বড়ই শিথিল ভাবে সম্বদ্ধ, ইহার কোথাও একটু দৃঢ়বন্ধন নাই।

যাঁহারা ঐ সকল কথা বলেন, আর্য্য শাস্ত্রের বিচারপ্রণালী তাঁহাদের চক্ষে পরিষ্ফুট হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্র মনুষ্যকে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়া এই কথা বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদর্শিত পথে যতদূর যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবে। ভারতবর্ষের লোকাচার শাস্ত্রাচার হইতে তেমন পৃথগ্‌ভূত নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রাচারই লোকাচারের নিয়ামক। কোন প্রদেশে বা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রাচারের যে অংশ বা যত দূর সেই প্রদেশের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহাই তাহাদের লোকাচার বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ লোকাচারের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদেশীয়ের অনুকরণ প্রসূত কোথাও বা প্রাদেশিক ব্যবহার-জাত কিছু কিছু বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু স্থূলতঃ এবং মূলতঃ সকলই শাস্ত্রাচার, সেই জন্য "দেশাচারোপি শাস্ত্রম্।" শাস্ত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

কেবলং বেদমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
বলবান লৌকিকো বেদাৎ লোকাচারঞ্চ ন ত্যজেৎ॥

আর্য্য শাস্ত্র আদর্শ নির্দ্দেশের দ্বারাই লোকের শিক্ষা সাধন করেন। কেহ আদর্শের অবিকল অনুরূপ না হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যা-খ্যান করেন না। এই তথ্যের অবগতি হইলে, অনেকটা ভ্রম প্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে আশ্বস্ত এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া গন্তব্য পথে স্থির লক্ষ্য হইয়া চলিতে পারে। যদিও অনেকানেক বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে, তথাপি একেবারে শাস্ত্রের ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি

নাই, হৃদয়ে এরূপ প্রতীতি জন্মিলে সাহসের স্ফূর্ত্তি হয় এবং শাস্ত্রকে সহস্র সহস্র অপরাধের ক্ষমাকারী কৃপালু পিতার অপেক্ষাও অধিকতর করুণাময় রূপে প্রাপ্ত হইয়া সংসারার্ণবে অনেকটা ভীতিশূন্য হওয়া যায়। যিনি আর্য্য শাস্ত্রকে এইরূপ দয়াময় ভাবে প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি স্থাপন করিবেন, তিনি দিন দিন ইহাঁর প্রতিপাদিত বিধিগুলির প্রতিপালনে যত্নবান হইবেন। তিনি দিব্য চক্ষেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল বিধি পালনের ফলে তিনি অশেষ মঙ্গলের আস্পদ হইতেছেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ লঘু এবং পটু হইবে, এবং মনোমধ্যে অশান্তিময় তীক্ষ্ণ ভাবের পরিবর্ত্তে শান্তিময় মধুর ভাব উপস্থিত হইবে। তাঁহার ধীরতা, সহিষ্ণুতা, এবং বিমৃষ্যকারিতা বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারিবেন যে, তিনি স্বয়ং কোন না কোন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন, এবং তাহা জানিয়া প্রত্যেকে সাবধান, সতর্ক এবং কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইবেন। প্রতিবেশীদিগের প্রতি তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য বাড়িবে, স্বজাতীয় লোকের মুখাপেক্ষতা সতেজ হইবে, এবং সমুদায় সমাজের প্রতি সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে।

শাস্ত্রাচার পালনে যে, এই সকল শুভময় ফল ফলে, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু ফল প্রাপ্তির জন্য অধীর হইয়া অধিক তাড়াতাড়ি করিলে ফল লাভের সম্বন্ধেই ব্যাঘাৎ হইবার সম্ভাবনা। কারণ তাদৃশ অধীরতায় রজোগুণের এতাদৃশ উৎকট প্রাদুর্ভাব হয় যে তজ্জন্য সাত্ত্বিক ফলের বিকৃতি জন্মিয়া যায়। বিশেষতঃ আচার সম্বন্ধে অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজনীয়তা; সুতরাং ব্যস্ততাবে ফলাম্বেষী হইলে প্রকৃত অভ্যাসের অবসর হয় না।

কিন্তু শাস্ত্রাচারের গুণ নিজ শরীরাদিতে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার জন্য যদিও কাহার কাহার অভিলাষ হইতে পারে, তথাপি উহা

বিচার করিয়া বুঝিতেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের এক প্রকার সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্য শাস্ত্রাচারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং একান্ত সেই আচার বর্জ্জিত ইউরোপীয় জাতীয়েরাই এখন আর্য্যাচার সম্পন্ন লোক-দিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আর তাঁহারা নিজেরা অনেকটা শাস্ত্রাচার বিহীন হইয়া মনে করেন যে তাঁহাদের তেমন কোন অপকর্ষ প্রাপ্তি হয় নাই অতএব তাঁহাদের মতে শাস্ত্রাচার তেমন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু নয়।

এই দুইটি কথার উত্তর দান আবশ্যক। প্রথম কথা, আর্য্যাচার বিহীন কোন কোন জাতি আর্য্যাচার সম্পন্ন লোকের অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট—আমি আদৌ এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করি না। আমার বিবেচনায় সকল দিক দেখিয়া বুঝিলে পৃথিবীর কোন জাতিকেই ভারতবাসী আর্য্যদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলা যায় না। আমার বোধে, ধর্ম্ম একটি কাল্পনিক কৃত্রিম বস্তু নয়। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, দুষ্টবুদ্ধি কৌরবেরা সাধুশীল পাণ্ডবদিগের অনেক পীড়ন করিয়া পরিশেষে আপনারাই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমি ভাবি, যদি তাহা না হইয়া মহাভারতে ইহাই লিখিত হইত যে পাণ্ডবেরা যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিয়া পরি-শেষে অজ্ঞাতবাস করিতে করিতেই মরিয়া গিয়াছিলেন; তাহা হই-লেও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের সাধুতার কিছু ত্রুটি হইত না এবং দুর্য্যো-ধনাদির দুষ্টতার কিছু ন্যূনতা হইত না। সকল দিক দেখিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইবে যে ভারতবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে পাণ্ডব স্থানীয় হইয়া আছেন। ইঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, হয়ত মরিয়া যাইবেন, তথাপি সাধু। অতএব ইহলৌকিক ফলাফল দেখিয়াই কে উচ্চ, কে নীচ, কে সাধু, কে অসাধু, কে ভাল, কে মন্দ, তাহার বিচার করা ঠিক নহে। ভারতবাসী আর্য্যের মধ্যে দয়া, সহিষ্ণুতা, সচ্চরিত্রতা,

পরার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পৃথিবীর অন্য সকল জাতীয় লোকের অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক, এবং ঐ সকল সদ্‌গুণের আধিক্য আর্য্য শাস্ত্রাচারেরই ফল। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রাচার অতি উৎকৃষ্ট বস্তু এবং ইহার পরিত্যাগে আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এখন যে পরিমাণে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রাচারের পরিত্যাগ হইতেছে সেই পরিমাণেই উৎকর্ষের লাঘব এবং অপকর্ষের বৃদ্ধি হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে শাস্ত্রাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেহ কেহ ততটা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মনে করেন না। যেমন উৎকর্ষও একোদামে হইতে পারে না। তেমনি অপকর্ষও একোদামে হইতে পারে না। আর্য্যাচারপূত পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণে, আর্য্য সমাজের মধ্যে অবস্থিতি নিবন্ধন, আর্য্য গ্রন্থাদি প্রদত্ত উচ্চতম আদর্শের প্রভাবে, আর্য্যাচার ত্যাগের অনেক দোষই তিরোহিত হইয়া থাকে। অপকর্ষের পূর্ণ পরিমাণ প্রথম পুরুষেই দেখা দেয় না।

এই সকল কথা নব্যদলেরও কাহার কাহার মনে লাগিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই সম্যক্‌ মনঃপূত হইবে না। তাঁহারা বলিবেন ভারতবাসীর কি কোন ত্রুটিই নাই এবং যে ত্রুটি আছে তাহা কি শাস্ত্রাচারের অনুশীলনেই মার্জ্জিত হইতে পারে?

এই কথার উত্তরে আমি বলি যে ভারতবাসীর ত্রুটি আছে, কিন্তু তাহা আচার সম্ভূত নহে। একণে বক্তব্য এই মাত্র যে, ভারতবাসী শাস্ত্রাচার না মানিয়া চলিলে তাঁহার নিজ সমাজের প্রতি সহানুভূতি আরও ন্যূন হইবে, এবং তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইলে আর কখন কোন ত্রুটির মার্জ্জন হইবে না—ক্রমে ক্রমে পূর্ণপ্রাণ হইয়া যাইবে, মুক্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতএব আর্য্যশাস্ত্র আদর্শ নির্দ্দেশের দ্বারা সদাচার শিক্ষার সরল উপায় উদ্ভাবন করিয়া, এবং পৃথিবীর অপর সকল জাতির অপেক্ষা

উৎকৃষ্টতর আদর্শ প্রদান করিয়া, এবং ভারতবর্ষীয় পক্ষে একান্ত উপযোগী হইয়া, এবং নিজ সামাজিক সহানুভূতি রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া, আমাদিগের সকলের প্রেম এবং ভক্তিসহকারে গ্রহণীয়, পালনীয় এবং পূজনীয়।
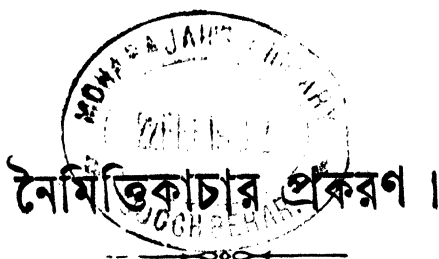
নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রকরণের বিষয় নিরূপণ।

নিমিত্ত শব্দের অর্থ হেতু। কোন হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা নৈমিত্তিকাচারের অন্তর্গত; অর্থাৎ দৈনন্দিন ভিন্ন যে সকল শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম, সময়বিশেষে অনুষ্ঠেয়, সে গুলিকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা যায়।

নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলির নাম সংস্কার, কতকগুলির নাম পূজা, কতকগুলির নাম ব্রত, কতকগুলির নাম শ্রাদ্ধ এবং কতকগুলির নাম সাধন। সংস্কার কার্য্যগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট এবং ঐ গুলিতে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রয়োগ থাকে। পূজা গুলিও অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রের আদিষ্ট এবং পৌরাণিক মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পাদিত। প্রচলিত ব্রতগুলিও স্মৃতি এবং পুরাণ-মূলক। সাধন কার্য্যগুলি প্রায় সকলই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত। তন্ত্র-শাস্ত্রের উপদিষ্ট কয়েকটী পূজাও এতদ্দেশে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বকালে বেদ মন্ত্রাদির দ্বারা যে বিবিধ যাগ যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইত তাহাদের অনেকগুলিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন বিলুপ্ত হইয়াছে যে, বিশিষ্ট যত্ন করিয়াও তাহাদিগের পূর্ব্বরূপে পুনঃ প্রচালনের কোন সম্ভাবনা হয় না। বস্তুতঃ সেগুলি এত অসাময়িক বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে, তাহাদের পুনরুদ্ধার চেষ্টা অবৈধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহাভারতোক্ত রাজা জন্মেজয়ের অনুষ্ঠিত অশ্ব-

মেধ যজ্ঞ সেই রাজার পক্ষে দোষাবহ হইয়াছিল, সেইরূপ নদীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুষ্ঠিত বাজপেয় যজ্ঞ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিত গদাধরের অনুষ্ঠিত আধর্ব্বণিক অভিচারও অনুষ্ঠাতৃদিগের পক্ষেই অনিষ্টকর হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পুনা প্রদেশে হগ্ সাহেব যে বৈদিক সোম যাগের বিধান করিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ যোগ্যই নহে।

যাহা হউক, প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। বেদবিদ্যাই ভূরি পরিমাণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে বেদের পঠন পাঠনাদি হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়, সে সকল স্থানেও সাধারণতঃ বৈদিক মন্ত্রাদির অর্থবোধ এবং অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন যত্ন হয় না—স্বর সংযোগাদি সহকারে বৈদিক সংহিতাদির কোন কোন অংশ গীত বা পঠিত হয় মাত্র। সম্প্রতি এতদ্দেশ মধ্যে বেদের প্রচার কিছু বাড়িয়াছে বটে। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের যত্নে বাঙ্গালা ভাষাতেও বেদের ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল চেষ্টার ফলে বেদবিদ্যার বিস্তৃতি হইলেও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের যে পুনরুদ্ধার হইবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে সুমহৎ পরিমাণেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে সাগ্নিক ভাবের একান্ত বিরলতা হওয়াতেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আহিতাগ্নিকদিগের ক্রিয়াকলাপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখ ছিল। অগ্নির রক্ষাই ত একটা অতি প্রধান অনুষ্ঠান। সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই অগ্নি পূজার প্রয়োজন। অগ্নিই দেবতাদিগের অগ্রণী। অগ্নিই দেবতাদিগের মুখ। সাগ্নিকতার লোপ হওয়াতে অনেকটা অনুকল্পের প্রবেশ হইয়াছে। কিন্তু অনুকল্পের সমধিক প্রবেশে যে, মুখ্য ব্যাপারের অনেক ত্রুটি এবং অঙ্গহানি হয়, তাহা স্বীকার করিয়াই মহাকবি ভবভূতির উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়—

কিন্ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
শঙ্কটাহ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা॥

আহিতাগ্নিকদিগের পক্ষে গৃহস্থধর্ম্ম বড়ই শঙ্কটাবহ, কারণ অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব হেতু কিছু মাত্র স্বাতন্ত্র্যের অবলম্বনেই প্রত্যবায় জন্মিয়া অপকর্ষতা সাধন করে।

অতএব সাগ্নিকদিগের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিশেষ আধিক্যই ছিল। তদ্ভিন্ন, যে সকল বৈদিক ক্রিয়া এখনও প্রচলৎ আছে, তাহার মধ্যেও অনেকানেক স্থলে সাগ্নিকদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রোচ্চারণের অতিরিক্ত অপর কতকগুলি কার্য্য অনুষ্ঠেয় এবং অপর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, দেখা যায়। সুতরাং সাগ্নিকতার ক্রিয়ার আধিক্য এবং অনগ্নিকতার ক্রিয়ার ন্যূনতা সহজেই উপলব্ধ হয়।

সাগ্নিকতার ন্যূনতায় যেমন বৈদিক কর্ম্মের খর্ব্বতা প্রতীত হয়, বেদের শাখা লোপে সে প্রতীতি আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। চারিটী বেদের শাখা সমষ্টি ১১৩০ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সামবেদের শাখা এক হাজার, কিন্তু সেই হাজারের মধ্যে তিনটী শাখা * বই বর্ত্তমান নাই। যজুর্বেদের শাখা এক শত, তাহার পাঁচটি মাত্র বিদ্যমান আছে শুনা যায়। ঋকবেদের শাখা একবিংশতি, তাহার আটটী মাত্র আছে। এবং অথর্ব্ববেদের শাখা নয়টী, তাহার একটিও বিদ্যমান নাই। অতএব বেদশাখা ১১৩০এর মধ্যে বর্ত্তমান ২৬টী মাত্র! বিভিন্ন বৈদিক শাখায় অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন ছিল। সুতরাং এত গুলি শাখার লোপে অর্থাৎ পরস্পর অন্তর্নিবেশে অনেক ক্রিয়ারই লোপ

* (১) কৌথুমী—গুর্জ্জর এবং বঙ্গে।
(২) জৈমিনী—কর্ণাটে।
(৩) নারায়ণী—মহারাষ্ট্রে।

হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।* কিন্তু বেদবিদ্যার ন্যূনতা এবং সাগ্নিকতার খর্ব্বতা এবং বেদ শাখার বিলোপ হইলেও আর্য্যকুলের সাংস্কৃত সংস্কার যে কার্য্যগুলি সেই প্রাচীন কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহারা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে; এবং সেগুলির অনুষ্ঠান সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপক হইয়াই আছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, এ প্রবন্ধে সে সকলের কথা কিছুই বলা যাইতে পারিবে না। কিন্তু বৈদিক-কার্য্যের মধ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার কার্য্যগুলি এই প্রকরণের বর্ণনীয় হইবে।

বেদবিদ্যার এবং বৈদিক ক্রিয়ার যে পরিমাণে লোপ হইয়া গিয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রের লোপ সে পরিমাণে হয় নাই। বিংশতি মূল স্মৃতি-গ্রন্থ সকলই পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন শ্রুতির সহিত স্মৃতির সম্মিলন-কারী কয়েকটী 'সূত্রগ্রন্থ'ও বর্ত্তমান আছে। আর আর্য্য ক্রিয়া সকলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে উপদেশ দিবার উপযোগী বিভিন্নবেদী ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার্য্য বিভিন্ন 'পদ্ধতি' গ্রন্থও আছে।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্র-সমূহের বিলোপ হইয়া গেলে কোন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করা একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদ্গম। শ্রুতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং স্মৃত্যুক্তক্রিয়াগুলিও বেদোক্ত ক্রিয়া হইতে উদ্গত। কখন কোন দেশে কোন কালে এক প্রকার ধর্ম্ম-ক্রিয়ার সম্যক্ বিলোপ হইয়া কোন নূতন প্রণালীর ক্রিয়াকাণ্ডের আবির্ভাব হয় নাই। এমন কি, যেখানে একেবারে লোকের পূর্ব্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সে সকল দেশেও তদ্রূপ হয় নাই। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃক পরিগৃহীত অনেকানেক পর্ব্ব প্রাচীন

* কৌশিক চরণব্যূহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রোমীয়দিগের পর্ব্বাদির অনুসরণ সঞ্জাত। আরবে মুসলমানেরা শুদ্ধ কাবা মসজিদটীর গৌরব রক্ষা করিয়াই যে আরবের প্রাচীন তীর্থাদির মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন এমত নহে, এক্ষণকার রমজানাদি ব্রতোপবাস মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মে এবং চীনে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা দেশ ছাড়া হইয়াও এ দেশের পর্ব্বগুলি সমুদায় ছাড়িতে পারে নাই। যখন ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকাণ্ডের আয়ুষ্মত্তা সর্ব্বত্রেই এত দৃঢ় তখন কি কেবল ভারতবর্ষেই উহাদিগের এত ক্ষীণ জীবন হইয়াছিল যে, এখানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে উঠিয়া গিয়া নূতনবিধ স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান হইয়াছে? তাহা নয়। নব্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভাক্ত বৈদিকবর্গের হঠবাদ শ্রদ্ধার বস্তু নহে। স্মার্ত্তক্রিয়াগুলি বৈদিক ক্রিয়া হইতেই উঠিয়াছে—উহারা মূল বেদ বৃক্ষেরই তেউঁড়ের স্বরূপ। স্মৃতির প্রামাণ্য ভট্টকারিকায় উক্ত হইয়াছে—

> বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদার্ঢ্যতঃ।
> সংভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা॥

বেদজ্ঞদিগের দ্বারা স্মর্য্যমাণতা এবং বেদোক্ত কার্য্যের দৃঢ়তার সাধকতা এবং বেদমূলতার সম্ভাবনা বোধ হেতু স্মৃতি শাস্ত্রের বেদমূলতা প্রমাণ হয়।

পুরাণশাস্ত্রও অধিকাংশ জীবিত আছে, বলা যায়। অষ্টাদশ খানি পুরাণের শ্লোকসমষ্টি চারি লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যদিও তৎসমুদায় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তথাপি অধিকাংশই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুরাণোক্ত ক্রিয়াকলাপও যে বেদমূলের বহির্ভূত নয়, স্মার্ত্তক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অনুভূত হইবে, আর পুরাণের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও জানা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাসদেবের আটাইশটি নাম অর্থাৎ আটাইশ জন ঋষি ব্যাসোপাধিধারী প্রসিদ্ধ। ইঁহারা

সকলেই বেদার্থ প্রকাশের জন্য পুরাণের সৃষ্টি করেন। অতএব পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপকেও বেদমূলক বলিতে হয়। পুরাণের প্রমাণস্বরূপ মৎস্য পুরাণের এই বচনটী গ্রহণ করা যাইতে পারে—

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরং॥

সকল শাস্ত্রের আদিতে ব্রহ্মা পুরাণশাস্ত্রের স্মরণ করেন। ইহা বেদময়, পবিত্র এবং শত কোটি বিস্তর।

বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের পরস্পর বিভেদ এবং অভেদ কিরূপ তাহা একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তনীয়। বেদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বিরাট শরীরের নিশ্বাস * স্বরূপ যে মৌলিক সত্যসমূহ তাহা বিভিন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নিতে, জলেতে, আকাশে, বায়ুতে, প্রাণীতে এবং ঐতিহাসিক ব্যাপারসমূহে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং লোকব্যবহারে, মন্ত্ররূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ মন্ত্র সমষ্টি বেদের মূলাত্মক ভাগ। কোন্ সময়ে বা কাহার কর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রসমূহের সংগ্রহ বা সমষ্টি প্রস্তুত হয়, তাহার কোন বিবরণ নাই। এই মাত্র কথিত আছে যে, সমুদায় মন্ত্রের এবং তাহাদিগের প্রয়োগের সম্যক্ অভ্যাস এক একটী ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে দেখিয়া ভগবান ব্যাসদেব বেদমন্ত্র সংহিতা চারি ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। ব্যাস শিষ্যেরা আবার নিজ শিষ্যদিগের মধ্যে ঐ চারি ভাগের শাখা ভেদ করিয়া শিক্ষা করাইয়াছিলেন। অতএব বেদগুলি যদিও বিভিন্ন শাখায় বিভাজিত হইয়া পরস্পর অবান্তর-ভেদ-বিশিষ্ট হইয়াছে, তথাপি মূলতঃ এক এবং অভিন্ন।

---

* অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ।

বেদের এই স্বতঃ প্রমাণাত্মক ভাবটি বুঝিতে পারিলে বাহ্যবিজ্ঞানাদির সহিত যে বেদের বিরোধ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ হয়। এই জন্যই দার্শনিকেরা কেহ কেহ ঈশ্বর-পুরুষ স্বীকার না করিয়াও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারিয়াছেন।

স্মৃতির একতা সম্বন্ধেও অবিকল ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত হয়। স্মৃতি-সংহিতাগুলি যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সকলেই শ্রুতিমূলক বলিয়া একই প্রণালীতে নিবদ্ধ এবং একই লক্ষ্যের উদ্দেশে পরিচালিত। তদ্ভিন্ন, তাহারা সকলেই একমাত্র মনুসংহিতার সর্ব্বতম প্রাধান্য স্বীকার করায় কখনই কার্য্যতঃ বিভিন্ন মত হইতে পারে না।

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

মনুসংহিতার বিপরীতার্থ বোধক স্মৃতি প্রশস্ত নহে। পুরাণদিগের মধ্যে যে আখ্যায়িকার ভেদ, নামাদির ভেদ, অথবা স্থূল দৃষ্টিতে মতেরও ভেদ দেখা যায়, বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিলে ঐগুলি তেমন মারাত্মকভেদ বলিয়া বোধ হইবে না। আখ্যান, উপাখ্যান এবং কল্পশুদ্ধি নামক পুরাণের ত্রিবিধ উপাদান। তাহার মধ্যে উপাখ্যান ভাগ লোকপরম্পরা বিশ্রুত বিবরণ মাত্র, সুতরাং তাহা প্রদেশভেদে, কালভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে অবশ্যই ভিন্ন হইবে—উহারা ভিন্ন না হইলেই কথঞ্চিৎ সন্দেহের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত। অতএব পুরাণ অনেক হইয়াও এক।

এইরূপে অনেকত্বের মধ্যে একত্বদর্শনই আর্য্যজাতির শাস্ত্রসিদ্ধ এবং স্বভাবসিদ্ধ এবং তাহাই অতি বিশদ করিয়া প্রদর্শনের জন্যই যেন উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা মূলতঃ তাঁহারাই স্মৃতিসংহিতাকার এবং প্রায়শঃ তাঁহারাই ব্যাসরূপে পুরাণরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক এবং স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বিধি ব্যবস্থাকে পরস্পর অনুস্যূত এবং মূলতঃ অভিন্ন বলিয়াই ভাবিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের এবং ধর্ম্মসাধনের সকল উপদেশই এই অভেদ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার-বিহিতং কর্ম্ম কেবলং।
সেবিতব্য চতুর্বর্গৈর্বিবুদ্ধিঃ কেশবং সদা॥

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে সদাচার ঈশ্বরসেবাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার বিহিত সকল আচারই পালন করিবেন।

ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ এই আদেশের অনুগামী হইয়া চলিলে কোন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ বিদ্যমান আছে মনে করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হয়েন, সেই হঠকারীদিগের আশু প্রতিবোধের নিমিত্তও উপায় উদ্ভাবিত আছে। মনু বলিয়া দিয়াছেন যে, বিদ্বান্ এবং সদাচার এবং রাগ দ্বেষ বিরহিত মহাত্মাদিগের স্থানে শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের আচার দেখিয়া আচরণ করিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সমীপবর্ত্তী সদ্ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবে *। মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাসও শাস্ত্রাদির মধ্যে মতভেদ আছে যুধিষ্ঠিরের মুখদ্বারা ইহা যেন স্বীকার করিয়াই সাধারণ জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম মীমাংসার চরম উপায় যে, মহাত্মাদিগের পদানুসরণ তাহা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যদ্বারা সুব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। অতএব নিষ্কৃষ্ট সিদ্ধান্ত বার্ত্তা এই যে, যদিও শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও মতভেদ এবং বিষয়ভেদ স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তথাপি বিদ্যা এবং সাধুতা সম্পন্ন মহাজনেরা মীমাংসা পূর্ব্বক শাস্ত্রের যথার্থ সূক্ষ্মতাৎপর্য্য বুঝিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত করিয়া চলিতে পারেন।

কিন্তু বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণ সকলে এক বাক্য হইয়া এই ভাবের অভিব্যক্তি করিলেও নব্যসম্প্রদায়ের বুদ্ধি এমনই বিপথগামী হইয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিবেন না—ধর্ম্মবিচারে

---

* অথ যদি তে ধর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ।

আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া চলিবেন, কাহার পরামর্শ লইবেন না এবং কোন শাসন মানিবেন না। সামান্য বিষয় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং শরীর রক্ষার্থ ডাক্তার ডাকিয়া ডাক্তারি ঔষধ সেবনরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি হইতে সহস্রগুণে মহামূল্য এবং নশ্বর পুরুষশরীর হইতেও সহস্র-গুণে প্রিয়তর যে ধর্ম্ম পদার্থ তাহাতে যথেচ্ছাচার করিবেন। আইন এবং চিকিৎসার অপেক্ষা ধর্ম্ম বস্তুটী যে কত উচ্চতম এবং কঠিনতম তাহার ইয়ত্তা হয় না। ধর্ম্মের কঠিনতা সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের মতে ধর্ম্মতত্ত্বের আবিষ্কার অতি অনায়াসসাধ্য সহজ ব্যাপার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে!

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ধর্ম্মপথ স্থির করা এতই কঠিন, তবে ধর্ম্মবিষয়েই ইংরাজী শিক্ষিত লোকে এত স্বেচ্ছাচারী হইতে চায় কেন এবং হয়ই বা কেন? এ কথার সম্পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতে হইলে যে নানা বিষয় লইয়া বিচার করিতে হয় তাহা এস্থলের অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে; এই জন্য শুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় যে ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাহারই আংশিক উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইব। ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মের প্রকৃত সুপরিস্ফুট হয় না। ইউরোপীয় সাহিত্যের মূলে যে কিছু ধর্ম্মভাব আছে তাহা প্রায় সমস্তই খৃষ্টীয় উক্তি কতিপয় হইতে উদ্ভূত। ঐ উক্তির একটী এই যে, ঈশ্বর অনন্ত-কালের জন্য পাপীদিগকে নরকে প্রেরণ করেন এবং পুণ্যবানদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া দেন। এই উক্তির যৌক্তিকতার বিচার হইবার অবসর হয় না। উহা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ইংরাজী পুস্তক পাঠের সহিত ক্রমে ক্রমে মনোমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া গিয়া তদন-

স্বর অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর ন্যায় একটী বিচার প্রণালীর উদ্ভাবন করে। সে বিচারটী এই রূপ—ঈশ্বর স্বেচ্ছাতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সৃষ্ট হইতে চাহি নাই; অথচ আমাদিগের এক প্রকার কার্য্যের জন্য অনন্ত কালের নিমিত্ত নিরয়গামী করিবেন, আর অন্য প্রকার কার্য্যের জন্য অনন্তকালের নিমিত্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন। এমন স্থলে, কেমন কার্য্যের জন্য নরকের এবং কেমন কার্য্যের জন্য স্বর্গের বিধান হইবে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করা উচিত। ঈশ্বর অবশ্যই সেই উচিত কার্য্যটী করিয়াছেন। অতএব আমরা অবশ্যই অতি অক্লেশে এবং বিনা উপদেশে পাপপুণ্যের ভেদ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া আছি। কি পাপ এবং কি পুণ্য ইহা জানিবার জন্য কাহারও উপাসনা বা কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল বিচার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিচারে একান্ত নিরুদ্যম করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন, ধর্ম্মের বিচার দুরূহ হইলে চলিবে কেন?—এই মহান অপবোধটী তাঁহাদের হৃদয়ে ভবারূপে বিরাজিত হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কাঠিন্য অনুভব করিতে চাহেন না এবং শিক্ষাদাতৃত্ব স্বরূপ ধর্ম্মের যে সুমহান্ ভার তাহাও বুঝিতে পারেন না।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি শিষ্ট যুবাদিগেরও অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত বিবরণটী হইতে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। একটী কৃতবিদ্য সাধুশীল যুবা পুরুষ কখন কখন অবিমৃষ্যকারিতা এবং পরুষ ব্যবহার দোষে দূষিত হইতেন। ওরূপ করায় যে দোষ হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইলে তিনি অতি সরল ভাবেই বলিলেন—"আমি সদ্বংশজাত, সৎশিক্ষা প্রাপ্ত এবং সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াই আপনাকে জানি, সুতরাং আমার কৃত কার্য্য যে সৎ বই অসৎ হইতে পারে তাহা কখন মনেও করিতাম না—যাহা মনে আসিত অমনি

তাচ্ছাই করিতাম। এখন বুঝিলাম। এখন বুঝিলাম যে, শুষ্ক সংস্কার অথবা ভাব মাত্রের বেগে চালিত হইলে পদে পদে পদস্খলন হয়—প্রকৃত ধর্ম্ম পথে যাইতে হইলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিতে হয় এবং গুরুর ও গুরুকল্প শাস্ত্রের হাত ধরিয়াই যাইতে হয়।" যদি কখন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোমধ্যে সাধারণতঃ এই ভাব জন্মে তাহা হইলেই তাঁহারা প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিবেন এবং শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়াকলাপের সমাদর এবং গৌরব করিতেও শিখিবেন।

কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে কেবল নব্য সম্প্রদায়ের মনেই গোলযোগ উপস্থিত হইয়া আছে, এমত নহে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে, শাস্ত্রে অভেদবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না। সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান এবং স্বার্থানুসরণ প্রবণতা এক্ষণে বড়ই প্রবল হইয়াছে। অমুক স্মৃতি কিছু নয়, অমুক পুরাণ কিছু নয়, অমুক দেবতার উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় না, অমুক ব্রতের ফল ইহলোকেই পর্য্যবসিত হয়—এইরূপ কথা সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের পরস্পর মনান্তরতা, বিদ্বেষ এবং অনিষ্টচেষ্টাও উপস্থিত হইয়া এই হীনাবস্থ সমাজকে অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন করিয়া হীনতর করিতেছে, দেখা যায়। কিন্তু এখন আর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিবার সময় নাই—এখন আমাদের সাধারণ বিদ্বেষ্টা অনেক উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের প্রবোধ দিবার জন্য আপনাদিগের সকলকে এক হইয়া চলিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদিগের পরস্পর ভেদ অতি অল্প। প্রকৃত বোদ্ধার চক্ষে কিছু মাত্র নাই বলিলেই হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবশতঃ যে কেহ কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন না, ইহা উচিত নহে। শাস্ত্রীয় সকল কার্য্যই তদধিকারী মাত্রেরই করণীয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আর এক প্রকার মতভেদের উল্লেখ হইয়া থাকে। যুগভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়।

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলং।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

উক্তর শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে ধ্যানের প্রাধান্য, ত্রেতায় জ্ঞান এবং যজ্ঞের প্রাধান্য, দ্বাপরে সেবার এবং যজ্ঞের প্রাধান্য, এবং কলিযুগে দান ধর্ম্মের এবং হরি সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য। এইরূপে বিভিন্ন যুগে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ইহাই উক্ত হইয়াছে। এই কলি যুগে দান এবং কীর্ত্তন ভিন্ন অপর কোন ক্রিয়া করণীয় নহে, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ যাঁহারা সংসারবিরাগী, ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের আর একটী ভ্রম হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্রে কর্ম্মের হেয়তা দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন, যে কর্ম্মকাণ্ডটা সমস্তই অপকর্ষ সাধক। শুদ্ধ ভক্তি অথবা জ্ঞানের সাধনই মুক্তির উপায়। কিন্তু গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এই ভ্রমের নিরসন করা হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগ অর্থে কর্ম্মের স্বরূপ ত্যাগ নহে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ মাত্র।

যজ্ঞোদানং তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞ দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম কদাপি, ত্যাজ্য নহে। সেগুলি অবশ্য করণীয়।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যতগুলি প্রভেদের উল্লেখ করা হইল তাহা কি নব্যসম্প্রদায়ের হঠকারিতামূলক, কি প্রাচীন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভেদবুদ্ধিমূলক, কি শাস্ত্রার্থ বোধে অসামর্থ্যমূলক, সকল গুলিই অকিঞ্চিৎকর এবং অনিষ্টকর। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রভেদ সম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। এ ভেদটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণাত্মকতা হইতেই জন্মে, সুতরাং এক প্রকার অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য। কি

বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কেহই সাত্ত্বিক রাজস এবং তামস ভেদশূন্য নহে। বেদের মধ্যে কোন বেদ সাত্ত্বিক, স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতি সাত্ত্বিক এবং পুরাণের মধ্যে কোন পুরাণ সাত্ত্বিক এইরূপ উহাদিগেরও রাজস এবং তামস ভেদ আছে।

যখন শাস্ত্রেই এইরূপ ভেদ আছে, তখন শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়াদিগের মধ্যেও যে ঐ প্রকার ভেদ আছে তাহা বলা বাহুল্য। কোন ক্রিয়া সাত্ত্বিক, কোন ক্রিয়া রাজস এবং কোন ক্রিয়া তামস; আর মনুষ্যের স্বভাবেও সাত্ত্বিক, রাজস, তামসভেদ আছে। অতএব কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতি অধিক অনুরক্ত এবং অপর ক্রিয়ার প্রতি অল্প অনুরক্ত হইবেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। যিনি যে স্বভাবের লোক তিনি আপন স্বভাবানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী হইবেন। সাত্ত্বিক পুরুষ সাত্ত্বিক ক্রিয়া ভাল বাসিবেন, রাজস পুরুষ রাজস কার্য্য ভাল বাসিবেন এবং তামস পুরুষের তামস ক্রিয়াতেই প্রীতি জন্মিবে।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ভেদ সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রাজস এবং তামস ক্রিয়াগুলিতে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির উপায় থাকে। এই জন্য রাজস এবং তামস ক্রিয়া মাত্রেই কাম্যক্রিয়া হয়। সুতরাং যদি কাম্যক্রিয়ার পরিহার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ রাজস এবং তামস ক্রিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে।

বস্তুতঃ নৈমিত্তিক কর্ম্ম দুই প্রকার। এক, নিত্য-নৈমিত্তিক; অপর, কাম্য-নৈমিত্তিক। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অকরণে দোষ হয়, কাম্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অকরণে প্রত্যবায় হয় না। এই প্রকরণে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ারই সংক্ষেপ বিবৃতি হইবে। কাম্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি নর নারীগণের বাসনার ন্যায় অতি বিচিত্র এবং বহু পল্লবিত। উহারা নিকৃষ্ট অধিকারীদিগকে সংযমাদি শিখাইয়া এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। কিন্তু উহারা

উচ্চাধিকারীদিগের বিষয় হয় না এবং শাস্ত্রেও উঁহাদিগের তাদৃশ গৌরব প্রখ্যাপিত নাই। সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল কাম্যকর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি জানিতাম তাদৃশ কোন মহাপুরুষের একমাত্র পুত্রের অতি কঠিন পীড়ায় তাহার আরোগ্য বিধানার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তদনুষ্ঠানে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"দেবতাকে ডাক্তার বৈদ্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত আবাহন করিতে পারি না।" এরূপ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে দেবতার নিকট আহার্য্য পাইবার প্রার্থনা, অথবা দেশের জলকষ্ট বা অন্নকষ্ট নিবারণের প্রার্থনা অথবা মারীভয় নিবারণের প্রার্থনা, প্রত্যুত কোন প্রকার কামনা পূরণের প্রার্থনাই উচিত বা প্রশংসনীয় নহে। উঁহারা কোন বাসনা প্রণোদিত হইয়া দেবার্চ্চনা অথবা ব্রত সাধনের অনুকূল নহেন। আর্য্যশাস্ত্রেরও অভিমতি ঐরূপ। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল প্রতাপান্বিত দৈত্য, দানব, অসুর রাক্ষসাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই কেহ বা রজোগুণের কেহ বা তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার স্থানে বরপ্রাপ্ত কাম্যসাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, একটীও সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতার নিষ্কাম উপাসক বলিয়া বর্ণিত নহে। কিন্তু তাদৃশ উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। ফলশ্রুতি বা অর্থবাদ প্রাকৃত জনগণকে ক্রিয়া কাণ্ডে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, নিতান্ত অল্পবুদ্ধি এবং পরোক্ষদৃষ্টিবিহীন জনগণের পক্ষে নিশ্চই অসদাচরণ দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা দেবোদ্দেশে কার্য্য সাধন করা বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট। লুট-পাট এবং চুরি ডাকাইতি করিয়া ধন লাভের চেষ্টা অপেক্ষা যোগিনী সাধনদ্বারা ধনী হইবার চেষ্টা অনেকাংশে ভাল। সাধারণতঃ গৃহস্থের পক্ষে পরোপকারাদিরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনমূলক কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কিন্তু উচ্চাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রাদিষ্ট পথে শাস্ত্রাদিষ্টকালে শাস্ত্রাদিষ্ট কার্য্যানুষ্ঠান করা অর্থাৎ বিধি

প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম্য কার্য্য। কামনাসিদ্ধির জন্ম মংসুষিক যত্ন করিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত। তজ্জন্ম দৈবীশক্তির চালন চেষ্টা অবৈধ এবং অপকর্ষ সাধক।

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি সকলের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভাক্ত বৈদিকতার এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অনুবর্ত্তন পরিহারপূর্ব্বক কামনাশূন্য হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক যে সকল স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়া দেশে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠান যথাশক্তি করা আবশ্যক।

ফলকথা, উহারা মূল বৈদিক ক্রিয়াগুলিরই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঐগুলি কোন না কোনরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক লক্ষণে লক্ষিত এবং আর্য্য মতবাদের ভিত্তি কল্প যে সর্ব্বেশ্বর প্রতীতি তাহাতেই ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট। অতএব প্রচলিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিকে এই প্রকরণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইবে।

সাধন—মুখ্যতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের বিষয়। মূলতন্ত্র সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃষষ্টি এবং সেই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন তন্ত্রেরই সম্যক্ লোপ হয় নাই তবে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত প্রচলিত তন্ত্রের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতির অধিক হইবে, বোধ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রটী বঙ্গদেশেরই বিশেষ আদরের বস্তু। ইহাতে বর্ণাক্ষরের রূপ নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহার পবিত্রতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ইহাতে অথর্ব্ববেদভাগের অভিচার ষট্‌কর্ম্মরূপে পরিণত, যোগশাস্ত্রের হঠ এবং রাজ উভয়বিধ যোগ সম্যক্ প্রকারে বিবৃত এবং সাঙ্খ্য ও বেদান্ত উভয় দর্শন মীমাংসিত এবং পবিত্রভাবে মিলিত হওয়াতে তন্ত্রশাস্ত্র যে অতি কঠিন হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এই শাস্ত্র প্রকৃতরূপে শিক্ষিত এবং যথাযথ সমাচরিত হইলে শরীরের পটুতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং ইচ্ছা শক্তির তেজস্বিতা এরূপে সম্বর্দ্ধিত হয় যে, মনুষ্য হৃদয়ে পশুভাব সর্ব্বতোভাবে বিগত এবং বীর ও দিব্যভাবের অধিষ্ঠান হইয়া উঠে। এই জন্ম তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতি স্মৃতিবিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥

উল্লিখিত শ্লোকটী হইতে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী পূজার প্রাধান্য বুঝিতে হয় মাত্র। ইহার দ্বারা স্মৃত্যুক্ত প বিধানের নিষেধ বুঝায় না। তবে পারিভাষিক শব্দের একান্ত বাহুল্য নিবন্ধন ইহা অত্যন্ত দুরূহ, দুর্জ্ঞেয়, এবং গুরূপদেশসাপেক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং প্রয়োগাদি প্রতি ব্যক্তিকে নিজ নিজ গুরুর স্থানে শিক্ষা করিতে হয়। ইহার সাধন প্রণালীও অতি গুহ্য—সাধারণতঃ প্রকাশ্য নয়। এজন্য এই প্রকরণে তান্ত্রিক সাধন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা যাইতে পারিবে না।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংস্কার—গর্ভসংস্কার।

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

একখানি ছবি যেমন চিত্রকরের তুলিকার পৌনঃপুনিকস্পর্শে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমন্বিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি বিধিপূর্ব্বক সংস্কারকর্ম্মের ভূয়ঃ প্রয়োগে ব্রাহ্মণ্য গুণের পূর্ণ উন্মেষ হয়।

দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর! চিত্রকর তাহার মনোগত আদর্শটি প্রথমে স্থূলভাবে অঙ্কন করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই চিত্রের উপর যেমন আপনার তুলিকার চালনা করিতে থাকে, অমনি তাহার হৃদয়গত আদর্শটি অঙ্গে অঙ্গে সুব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ।
সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে॥"

জন্মদ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারাই [আর্য্যশাস্ত্রের আদর্শীভূত] দ্বিজ হয়।

সংস্কার কার্য্য সামান্যতঃ দশবিধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—যথা (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন, (১০) বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী শৈশবাবস্থার সংস্কার; তৃতীয় দুইটী কিশোরাবস্থার সংস্কার এবং চতুর্থ দুইটী যৌবনাবস্থার সংস্কার। অতএব প্রসিদ্ধ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রৌঢ়াবস্থার

এবং বৃদ্ধাবস্থায় সংস্কারের কোন উল্লেখই নাই। বস্তুতঃ গৌতমাদিস্মৃতির আচরণীয় অপর আটত্রিশটী অনুষ্ঠান আছে।* সেগুলি যদিও কখন কখন সংস্কার নামে উক্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা যাগ কিম্বা পূজা অথবা ব্রত নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। অতএব সেগুলির কোন কথা এস্থলে উত্থাপন করা যাইবে না। এখানে সংস্কার বলিতে পূর্ব্বোল্লিখিত দশবিধ অনুষ্ঠানই বুঝা যাইবে।

ঐ দশবিধ অনুষ্ঠান এখনও এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু রাজধানী অঞ্চলে বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সংস্রবদোষে এবং রজোগুণের আধিক্যে এবং ঐহিকতার আতিশয্যে ক্রমশঃ প্রথম চারিটীর প্রচলন অনেক ন্যূন হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম এবং ষষ্ঠটী সম্মিলিত হইয়া দুইটীতে একটীর ন্যায় হইয়াছে; এবং সপ্তম, অষ্টম ও নবম মিশ্রিতপ্রায় হইয়া একোদামে সাধিত হইতেছে। দশমটী অক্ষুণ্ণ প্রায় রহিয়াছে। সংস্কার কার্য্যগুলি স্থলবিশেষে এইরূপে বিকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও লুপ্ত হয় নাই। আমার বিবেচনায় সংস্কার কার্য্যগুলির লোপ হওয়া ভাল নয়। আর্য্যশাস্ত্রকে আর্য্যশরীরে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া আর্য্যের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত দশবিধ সংস্কারে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নয়, কেবল দ্বিজাতীয়েরও নয়, শূদ্রদিগেরও, উপনয়ন ভিন্ন অপর নয়টীতে,

---

* বেদব্রত	৪টী
পঞ্চ যজ্ঞ	৫টী
পাক যজ্ঞ	৭টী
হবির্যজ্ঞ	৭টী
সোম যজ্ঞ	৭টী
	৩০

গুণ ৮টী যথা—(১) দয়া, (২) ক্ষান্তি, (৩) অনসূয়া, (৪) শৌচ, (৫) অনায়াস, (৬) মঙ্গল, (৭) অকার্পণ্য, (৮) অস্পৃহা।

সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শূদ্রকৃত্যে বৈদিক মন্ত্রগুলি পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণের দ্বারা পঠিত হইবে মাত্র। সংস্কারকার্য্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই কয়েকটী পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইল। এক্ষণে তাহার এক একটী বিশেষ অনুষ্ঠানের সংক্ষেপে বিবৃতি করা যাইবে।

(১) গর্ভাধান—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সংস্কারকার্য্যের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্য গুণের আধান। সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে আর্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে, অর্থাৎ গভীরতম বিজ্ঞানমূল হইতে, অবধারণ করিলেন যে, পিতৃ মাতৃ শরীরে দোষ থাকিলে তাহা সন্তানে সংক্রামিত হয়। এই প্রকৃত তথ্যের অবধারণ করিয়া গর্ভাধান এবং গর্ভগ্রহণযোগ্যতা এবং তদুপযোগী কাল নির্ণয় পূর্ব্বক সন্তান জনন সময়েও পিতামাতার মন যাহাতে একান্ত পশুভাবে ইন্দ্রিয় পরবশ না হইয়া পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে প্রমোদিত হয়, আর্য্যশাস্ত্র তজ্জন্য গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে কয়েকটী মন্ত্র বিজ্ঞাপন করিবেন, যথা—

[পরম ব্যাপক] বিষ্ণু গর্ভগ্রহণের স্থান দান করুন, [দেব শিল্পী] ত্বষ্টা রূপের সম্মিশ্রণ করুন, [অব্যর্থ সেক] প্রজাপতি সিঞ্চন করুন এবং [সৃষ্টিকর্ত্তা] বিধাতা তোমার গর্ভের সংগঠন করুন। [চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার চন্দ্রকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী] সিনীবালী তোমার গর্ভাধান করুন, [প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী] সরস্বতী দেবী তোমার গর্ভাধান করুন, প্রস্ফুটিত পদ্ম মালাধারী অশ্বিনীকুমার [যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সঞ্জাত সন্তান সর্ব্বদা দেবতাদিগের দ্বারা অভ্যুদিত, স্বভাবতঃ বিনীত, সত্ত্বগুণযুত, সম্পদান্বিত, স্ত্রীদিগের বিভূষণ স্বরূপ এবং আত্মানন্দ বিশিষ্ট হয়] সেই দেবতাদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন।" *

এইরূপ উন্নত, পবিত্র, আনন্দপূর্ণ, সর্ব্বশুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সমুৎপাদিত সন্তান যে, দিব্যভাবাপন্ন এবং সর্ব্ব প্রকারে সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মিবে, তাহা বেদ এবং বিজ্ঞান উভয়মতে অতি সম্ভবপর।

* ঐ সময়ে ভাবিবার বাক্য বৃহদারণ্যকে আছে।

যাঁহারা মন্ত্র দুইটীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উচ্চতম কবিত্বের এবং শাস্ত্রের পরম তথ্য, সর্ব্বের সর্ব্বাত্মকতা প্রতীতি, এই সমস্তের একত্র সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত না হইবেন তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিবার নাই। যাঁহারা মন্ত্রের ভাবগ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে নির্বন্ধ সহকারে বলি, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগের বংশে গর্ভাধান সংস্কারটির লোপ হইতে না দেন। তাঁহাদিগের জন্য একটী কথাও বলিয়া দেওয়া যায় যে, বর্ত্তমান রাজব্যবস্থায় দ্বারা সম্প্রতি দারাপগমের বয়োনির্দ্ধারণ হইলেও গর্ভাধান সংস্কার নির্ব্বিঘ্নে পালনীয় হইতে পারে। কারণ রাজব্যবস্থা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া স্থলবিশেষে গর্ভাধান সংস্কারের বিলম্ব করিয়া দিয়াছে মাত্র, সংস্কারের নিষেধ বা নিবারণ করে নাই। এমন স্থলে বিলম্ব নিবন্ধন অধিকারীর কোন প্রত্যবায় হইতে পারে না। প্রত্যুত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিরাগমনের অপভ্রষ্ট "গোয়না" নামক যে প্রথা প্রচলিত আছে এবং দুই পুরুষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেও যাহা প্রচলিত ছিল তদনুসারে চলিলে গর্ভাধান সংস্কারের কালটী সহজেই বিলম্বিত হয়। অতএব অধুনা যে "ধুলাপায়ে দিন" করিবার অনিষ্টকরী প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে সেই আধুনিক রীতির নিবর্ত্তন করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। আমাদের অতি প্রাচীন এবং প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহার অন্যথা হইতে পারে না। সুশ্রুত বলেন—

ঊন ষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃপঞ্চবিংশতিং
যদ্যাধত্তেপুমান্‌গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ॥

পঁচিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতৃ-উদরেই বিপন্ন হয়; অথবা যদি

ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, তবে দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এই জন্য অত্যন্ত বালা-স্ত্রীতে গর্ভাধান করিবে না।

গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্যে নিজ কুলের বৃদ্ধি হয়; সেই জন্য ওরূপ কার্য্যমাত্রেই পূর্ব্ব-পুরুষের, অর্থাৎ যাঁহাদিগের কুলবর্দ্ধন হইবে তাঁহাদের সভক্তিক স্মরণ করা পুণ্যময় আর্য্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-পুরুষের সভক্তিক স্মরণ শ্রাদ্ধকৃত্য দ্বারা সম্যক্ সাধিত হয়। এই জন্য সংস্কার কার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ শ্রাদ্ধ। এবং ঐ সকল শ্রাদ্ধে বৃদ্ধি সূচিত হয় বলিয়া উহাদিগকে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বলে। এবং মঙ্গলের প্রবর্ত্তক বা প্রধান পূর্ব্বপুরুষদিগকে নান্দীমুখ বলা যায় বলিয়া সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধগুলিকেও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ বলে।

গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারের নাম পুংসবন এবং তৃতীয় সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন। এই দুইটী সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে উপযোগী করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবীয় গর্ভ বিনষ্ট হইবার দুইটী সময় অতি প্রবল। একটী গর্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারি মাসের মধ্যে, অপর ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে। অতএব ঐ দুইটী সময়ে বিশেষ সাবধান হইয়াই গর্ভিণীর পালন করা আবশ্যক। শাস্ত্রে ঐ দুইটী সময়ে দুইটী সংস্কারের ব্যবস্থা আছে।

(২) পুংসবন।—তন্মধ্যে প্রথম সংস্কার পুংসবনটী গর্ভ গ্রহণের তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যে নির্ব্বাহ করিতে হয়। পুংসবন শব্দের অর্থ পুত্র সন্তানের জনন। গর্ভাশয়স্থিত ভ্রূণ পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত নিশ্চয় হয় না; কারণ সামান্যতঃ চতুর্থ মাসের পূর্ব্বে স্ত্রী পুং চিহ্ন জন্মে না। অতএব স্ত্রী পুং চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই পুংসবন সংস্কার করিবার বিধি। সাধারণতঃ সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কন্যার অপেক্ষা পুত্রের গৌরব অধিক করেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীগণ সমধিক পরিমাণে পুত্রাভিলাষিণী হইয়া থাকেন; সুতরাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং মাঙ্গলিক হোমাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক যখন পতি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গর্ভিণীকে বলেন—

"মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় পুরুষ, অগ্নি এবং বায়ু ইঁহারাও পুরুষ, তোমার উদরে পুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছে"—সেই সময়ে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে। সেই আনন্দে ঐ সময়ের আত্যন্তিক বমনাদি জনিত অবসাদ এবং ভীতি ও আলস্যাদি জনিত বিষন্ন ভাব অপগত হয়, এবং গর্ভপোষণের বল যেন পুনঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে। পুংসবনে দুইটী বটের ফল মাসকলায় এবং যবের সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুঁকাইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ দ্রব্য-গুলিতে গর্ভ রক্ষার শক্তি আছে কি না, বলিতে পারি না; তবে সুশ্রুত গ্রন্থে ন্যগ্রোধের বা বটের যোনি-দোষনাশকতার উল্লেখ আছে।

(৩) সীমন্তোন্নয়ন।—গর্ভ রক্ষার উপযোগী দ্বিতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। ইহা গর্ভগ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সম্পাদ্য। ইহার মূল ক্রিয়াটী গর্ভিণীর সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর শৃঙ্গারবেশে ভূষিতা, কিম্বা সুগন্ধাদি বাসিতা, অথবা পুষ্পমালাদিধারিণী এবং স্বামী সহবাসিনী হয়েন না।

সীমন্তোন্নয়ন কার্য্যটি পুংসবনের পর সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট শুভক্ষণে করণীয় এবং পুংসবনের পর যত সত্বরে সম্পাদিত হয় ততই ভাল।* কিন্তু গর্ভের ছয় মাস হইতে আট মাসের মধ্যে ইহা সচরাচর নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং চরুপাকাদি নির্ব্বাহিত করিয়া পতি এক বৃন্তস্থিত পক্ব যজ্ঞডুম্বর দুইটী এবং অপরাপর কয়েকটী মাঙ্গলিক দ্রব্য গর্ভিণীর গলদেশে পট্টসূত্র দ্বারা লম্বিত করত প্রথমে যে মন্ত্রটী শুনাইয়া থাকেন তাহার অর্থ এই—

---

* কদাচিৎ প্রসবের পরেও যে সীমন্তোন্নয়নের আদেশ আছে তাহা মুখ্যতঃ সংস্কারটীর দৃঢ়তা জ্ঞাপক। কারণ তখন তদ্দ্বারা উহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি নাই। তবে সন্তানোৎপত্তির পরেও যে দারোপগম বিলম্বিত হওয়া উচিত, সেই তথ্যটী সূচিত হয় বলিয়া শাস্ত্রাদেশের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়।

"তুমি এই উর্জ্জস্বল [উড়ুম্বর] বৃক্ষ হইতেও উর্জ্জস্বলফলযুক্তা হও। হে বনস্পতে! যেমন পর্ব্বের পর পর্ব্বের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি জন্মে তেমনি ইহাতে পুত্ররূপ পরম ধন উৎপন্ন হউক।"

তাহার পর কুশ-গুচ্ছ (পিঞ্জলী) দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করা হয়।

অনন্তর পতি শরকাষ্ঠিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত বলেন—"যে শর দ্বারা প্রজাপতি [কশ্যপ (মদ্য বা জলপানকারী)—নভোমণ্ডল]। দেবমাতা অদিতির [অখণ্ড পৃথিবীর] সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ [চক্রবাড় রেখাস্বরূপ] সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শরের দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীমন্তোন্নয়ন করিয়া ইহাঁর পুত্র পৌত্রাদিকে আপনাপন জরাবস্থা পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী করিতেছি।"

অনন্তর নলিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত পতি বলেন—"শোভনস্তুতি দ্বারা আমি সুন্দরী পৌর্ণমাসীকে [গর্ভাধানে সিনীবালী অর্থাৎ অমাবস্যার অন্তর্নিবিষ্ট চন্দ্রকলার আবাহন হইয়াছিল, এখন গর্ভ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব রাকা পৌর্ণমাসীর আহ্বান হইতেছে] আহ্বান করি—তিনি আমাদিগের শোভনবাক্য শুনিয়া অবধারণ করুন এবং অচ্ছিদ্যমান সূচীকর্ম্ম দ্বারা পুত্র পৌত্রাদি জনন ব্যাপার অনুষ্ঠিত করুন এবং প্রভূত দাতৃশ্রেষ্ঠ এক পুত্র প্রদান করুন।"

"হে পৌর্ণমাসি! তোমার যে শোভন বুদ্ধি যদ্দারা যজমানকে ঐশ্বর্য্য যুক্ত কর, সেই বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে অদ্য আমাদের সমীপাগত হও; হে সুভগে! আমাদিগকে সহস্রপোষী সুত প্রদান কর।"

পরিশেষে পতি সঘৃত চরু প্রদর্শন করিয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"তুমি কি দেখিতেছ?" এবং তাহাকে বলাইবেন—আমি প্রজা দেখিতেছি, গো মহিষাদি ধন দেখিতেছি এবং পতির দীর্ঘায়ুঃ দেখিতেছি"

কি কৌতুকের বিষয় যে, এমন প্রীতি এবং আনন্দবর্দ্ধক এবং

সুদূরদৃষ্টি প্রদায়ক পবিত্র কার্য্যগুলি আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ হীনাবস্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় কার্য্যকলাপের বিলোপে ইহা যেমন হীনাবস্থ হইতেছে, তেমন আর কিছুতেই নহে।

গর্ভাবস্থায় এই যে তিনটী সংস্কার উল্লিখিত হইল কাহার কাহার মতে সেই গুলি একবার মাত্র করিলেই হয়। কিন্তু কাহার কাহার মতে ঐ সংস্কারগুলি প্রতি গর্ভেই করণীয়। সংস্কারগুলি দ্বারা যে অত্যুদার ভাবপরম্পরা পতি-পত্নীর হৃদগত হইয়া যায় তাহা আর কখনই বিস্মৃত অথবা তুচ্ছীকৃত হইতে পারে না; এই জন্য সংস্কারগুলি একবার নির্ব্বাহিত হইলেই যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাহিত হইল মনে করাও যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের অনেক ঘরে তিনটী গার্ভসংস্কারকেই একবার মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হওয়া হয়। কিন্তু বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রচলিত, সেগুলিতে যেন প্রতিবারেই সংস্কারগুলি নির্ব্বাহিত করিবার ব্যবস্থা প্রবলতর বলিয়া বোধ হয়।

"কেচিদ্গার্ভস্য সংস্কারান্ প্রতিগর্ভং প্রযুঞ্জতে।"

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংস্কার—শৈশবসংস্কার।

মিতাক্ষ শৈশবাবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া কোন শক্তিরই উন্মেষ হয় না। সদ্যোজাত সন্তান কিছু জানে না, কিছু চাহে না, কিছু করে না। এই জন্য শিশুর সংস্কার পুরুষসংস্কারের ন্যায় না হইয়া কিয়ৎপরিমাণে দ্রব্যসংস্কারের সদৃশ হইয়া থাকে—অর্থাৎ কতকটা তাহার শরীর শোধনে নিবদ্ধ এবং কতকটা তাহার প্রতি পিতা মাতা প্রভৃতির বাৎসল্য উদ্ভাবনে এবং পরিচালনে পর্য্যবসিত। শৈশব-সংস্কার তিনটীর উল্লিখিত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

১। জাতকর্ম্ম—শৈশবের প্রথম সংস্কারের নাম জাতকর্ম্ম। ইহা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নির্ব্বাহ করিতে হয়। কার্য্যটী এই—পিতা প্রথমে যব এবং ব্রীহি চূর্ণ দ্বারা, অনন্তর স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এবং ঘৃত লইয়া সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বাস্পর্শ করিবেন। ঐ সময়ের উচ্চার্য্য মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

"এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত—তোমার ঐ সকল লাভ হউক। মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন। সদসম্পতি [বৃহস্পতি] ইন্দ্রের আশ্চর্য্যরূপ প্রিয়পাত্র এবং ইন্দ্রের অভীষ্টার্থ সাধক এবং মেধার প্রদাতা; তাঁহাকেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে মেধা দান করুন।"

মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটী বৈদিক বা গভীরতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকাশ। পরবর্ত্তিভাগ হইতে পিতা মাতা এবং গোষ্ঠীবর্গ সকলেই বুঝিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে ধনাদির নিমিত্ত প্রার্থনা নাই আর আয়ুর প্রার্থনা একবার মাত্র—কিন্তু মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা বারম্বার। অতএব ব্রাহ্মণ সন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া আবশ্যক তাহা এই প্রথম সংস্কার হইতেই সূচিত হইল।

এই সংস্কারে সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু প্রদত্ত হইল এবং যব ও ব্রীহি চূর্ণ স্পৃষ্ট হইল। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধুর অনেক গুণ—(১) স্বর্ণ বায়ু দোষের দমন করে, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, এবং রক্তের উর্দ্ধগতি হইয়া থাকিলে সেই দোষের উপশম করে (২) ঘৃত শরীরে তাপের বৃদ্ধি করে, বল রক্ষা করে এবং শৌচ পরিষ্কার করে (৩) মধু মুখে লালার সঞ্চার করে, পিত্তকোষের ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে, এবং কফ দোষের দমন করে—অর্থাৎ সংস্কারটির দ্বারা বায়ু দোষের উপ-শান্তি, গলনালী ও উদর এবং অন্ত্রের সরসতা সম্পাদন মলমূত্রের নিঃসারণ এবং কফের ন্যূনতা সাধিত করিবার উপায় হয়। সদ্যো-জাত শিশুর সম্বন্ধে এরূপ ঔষধ-কল্প দ্রব্যের প্রয়োগ কি অজ্ঞ হয় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। প্রসবের যন্ত্রণা নিবন্ধন সদ্যোজাত শিশুর রক্তের উর্দ্ধগতি হইয়াছে; তাহার শরীরে কফের দোষ অধিক এবং তাহার অন্ত্রমধ্যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মল সঞ্চিত থাকে; সেই মল নিঃসৃত না হইলে অনেক প্রকার পীড়া জন্মে। এইজন্ত ডাক্তার সাহেবেরাও সদ্যোজাত শিশুদিগের সম্বন্ধে মধুমিশ্রিত এরণ্ড তৈলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্বর্ণঘৃষ্ট-মধু ঘৃতমিশ্রিত, মধুমিশ্রিত এরণ্ড তৈলের অপেক্ষা যে সমধিক বিজ্ঞদর্শী এবং সমধিক উপকারী তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। দেশীয় ব্যবস্থায় বায়ু দমনের এবং উর্দ্ধগভাব নিবারণের যে উপায়টী আছে, সাহেবী ব্যবস্থায় সেটী নাই।

ফলতঃ স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত মধু শিশুদিগের জিহ্বাতে প্রদান করিবার অতি বিশদ লৌকিক যুক্তিই দেখা যায়। কিন্তু যব ব্রীহিদ্বারা জিহ্বাস্পৃষ্ট করিবার তেমন কোন যুক্তি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু না পারিলেও এমন স্থলে শাস্ত্রের চরণে সভক্তিক প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করাই বিধেয় বলিয়া মনে করি। এই সংস্কারের দ্বারা উপপাতকের অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ-শরীরজ কতক দোষের নাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশ বুঝিবার একটু বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়া আছে। শাস্ত্র বলিলেন, যে জাতমাত্র সন্তানের জাতকর্ম্ম করিবে— অর্থাৎ তাহার জিহ্বাতে উল্লিখিত দ্রব্য সকল দিবে; তাহার নাড়ী-চ্ছেদের পূর্ব্বেই ঐ কার্য্য করিবে। কিন্তু জাত-কর্ম্মটী একটী সংস্কার সুতরাং নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ উহার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যদি পিতাকে ঐ সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হয়, তবে নাড়ীচ্ছেদের অনেক বিলম্ব হইয়া যায় এবং ছেলেটী সেই বিলম্বহেতু মারা পড়িতেও পারে। পরন্তু সুশ্রুতের ব্যবস্থা নাড়ী-চ্ছেদের পরেই জাতকর্ম্ম করা, কিন্তু সে ব্যবস্থাও সমীচীন বোধ হয় না; কারণ নাড়ীচ্ছেদ হইলেই জতাশৌচ হয় এবং সেই অশৌচা-বস্থায় কোন সংস্কারকার্য্যই চলিতে পারে না। এই সকল কচকচির জন্য কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অশৌচান্তে জাতকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যথা, দায়ভাগ টীকায়—

জাতঃ প্রাণবিয়োগাপত্ত্যা জাতেষ্ট্যা অশৌচান্তেকর্ত্তব্যতা

জাত-সন্তানের প্রাণবিয়োগরূপ আপত্তি নিবন্ধন অশৌচান্তে জাতেষ্টি কার্য্যের কর্ত্তব্যতা।

কিন্তু সংস্কারটীকে ওরূপ অসময়ে অর্থাৎ দশ দিনের পর টানিয়া আনিলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে একেবারেই অসিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। এই জন্য এক্ষণে কোন কোন

বহুদর্শী বিবেচক পণ্ডিত যে কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাই সমীচীন বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণীয় হওয়া উচিত। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

"অপত্বেপি চ কালস্য ন ত্যাগো হ্যঙ্গবৎকৃতঃ
অনুপাদেয়রূপত্বাৎকালে কর্ম্মবিধীয়তে।"

যেস্থলে কাল শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অঙ্গ, তথায় উহার অনুপাদেয়তা নিবন্ধন অপর সকল অঙ্গের ন্যায় উহার ত্যাগ হইতে পারে না, যথাকালেই ক্রিয়ার নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্যক।

অতএব পূর্ব্ব হইতেই স্বর্ণ, ঘৃত, মধু, এবং কণ্টিপাথর ঠিক করিয়া রাখিয়া প্রসবের পরক্ষণেই কিছু মাত্র কালাত্যয় না করিয়া নাড়ী-চ্ছেদের পূর্ব্বেই জাত সন্তানের জিহ্বায় স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত-মধু প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। অঙ্গ হানির ভয়ে মুখ্য কর্ম্মের অপলাপ করিতে নাই।

(২) নামকরণ—শৈশবের দ্বিতীয় সংস্কারের নাম, নামকরণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি গত হইলে তাহার নাম রাখিতে হয়। দশ রাত্রি বাদ দিবার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আঁতুড়ে যত ছেলে মরে তাহার প্রায় বার আনা ভাগ প্রথম দশ রাত্রির মধ্যেই মারা যায়। এই জন্যই, বোধ হয়, প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে নামকরণ ত্যাগ করা হইয়াছে। কোন বস্তুর নামকরণ হইলেই তৎসম্বন্ধে মনের এক প্রকার দৃঢ়তা জন্মিয়া যায়। যদি সদ্যোজাত শিশু অকালে চলিয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিবার এবং শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটীই একটী অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে শিশুর নাম রাখিবার ব্যবস্থা নাই। প্রত্যুত দশ রাত্রি অথবা শত রাত্রি কিম্বা বৎসর পূর্ণ হইলে পর, নাম রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এখন অন্নপ্রাশন সংস্কারের সহিত যে, নাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয় নয়। প্রত্যুত দেশে শৈশব মৃত্যুর

সংখ্যা যে প্রকার অতি ভীষণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে ঐ গৌণ-কল্পের অবলম্বনই এই দুঃসময়ের উপযোগী হইয়াছে বলিতে হয়। অতএব দশরাত্রির পর নামকরণ না হইয়া অন্নপ্রাশনের সময়ে হইলেও কোন বিশেষ দোষ নাই।

নামকরণ সংস্কারে শিশুর জন্মগ্রহের এবং নক্ষত্র প্রভৃতির এবং অন্যান্য দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়া এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া পিতা যেরূপে উহার নাম বলিয়া দিবেন তাহা নিম্নবর্ত্তী মন্ত্রার্থ দৃষ্টে বোধ হইবে। মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া পিতার বামভাগে আসীনা হইবেন এবং পিতা সন্তানকে বলিবেন—

"কে তুমি?—কোন্ জাতীয় তুমি?—এই যে তুমি, তুমি অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী। হে অমুক! তুমি সূর্য্য সম্বন্ধীয় মাসে প্রবেশ কর। হে অমুক! সূর্য্য তোমাকে দিন হইতে দিনে সমর্পণ করান, দিন রাত্রিতে সমর্পণ করান্। অহোরাত্র অর্দ্ধ মাসে সমর্পণ করান! এবং অর্দ্ধমাস পূর্ণমাসে প্রবেশ করান! এবং মাস ঋতুতে প্রবেশ করান! আর ঋতু সম্বৎসরে, আর সম্বৎসর জরাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ণ আয়ুতে [অর্থাৎ শতবর্ষে:]] প্রবেশ করান!"

এই মন্ত্রে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া, সন্তানের পালনে যে কেমন সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া চলিতে হয় তাহা কেমন সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল! ইহাতে পিতা মাতার মনে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবশ্যই শুভফল ফলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর নিজের পক্ষে কি হইল? একথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন যে, তাহার জাতি ভ্রংশকর দোষের অর্থাৎ যে দোষের জন্য জাতি বুঝিতে না পারা যায় সেই দোষের, অপনোদন হইল। কারণ, বিভিন্ন জাতীয় সন্তানের বিভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা আছে—যথা (১) ব্রাহ্মণের পক্ষে 'দেবশর্ম্মা' (২) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'ভ্রাতৃবর্ম্মা' বৈশ্যের পক্ষে "ভূতি-গুপ্ত দত্ত" এবং শূদ্রের পক্ষে "দাস"।

(৩) অন্নপ্রাশন—শৈশবাবস্থার তৃতীয় সংস্কারের নাম অন্নপ্রাশন। পুত্র সন্তানের পক্ষে এই সংস্কার ছয় বা আট মাসে করণীয়। কন্যা-সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কর্ত্তব্য। অন্নপ্রাশনের জন্য বিশেষ লক্ষণে লক্ষিত শুভ দিন নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অনন্তর বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতা সন্তানকে ক্রোড়ে ধরিয়া বসিবেন, মাতা তাঁহার বামভাগে উপবিষ্টা হইবেন এবং পিতা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিয়া সন্তানের মুখে অন্নদান করিবেন। মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই সকল জীবকে রক্ষা করে। অন্নবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্যক্তিরাই শ্রী, তন্মধ্যে প্রধান বিরোচন (সূর্য্য) অন্নদ্বারা আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্ব অন্নরসের প্রধান ঘৃত এবং তিনিই তেজঃ এবং সম্পৎ, তৎকামনায় হোম করিতেছি। অন্নপতি (সূর্য্য) আরোগ্যকর এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর অন্নবল প্রদান করুন এবং অন্নপ্রদাতার তারণ করুন। আমাদের চতুষ্পদা-বস্থায় (যুগ্মকভাবে) এবং দ্বিপদাবস্থায় (অযুগ্মকভাবে) মঙ্গল প্রদান করুন।* তাহার পরে পিতা স্বর্ণস্পৃষ্ট ঘৃত মধু লইয়া সন্তানের জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে মাতৃ ক্রোড়ে অর্পণ করিবেন।

শাস্ত্র বলেন যে, অন্নপ্রাশন সংস্কারের দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ দোষের খণ্ডন হয়। সঙ্করীকরণ দোষের লক্ষণ খাদ্যাখাদ্য বিচার রাহিত্য। অন্নপ্রাশন সংস্কারে মনুষ্য শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

এখনও অন্নপ্রাশন সংস্কারটী লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত উহাতে অনেকানেক নূতন নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, সন্তানের অন্ন ভোজন পিতা মাতাকে চক্ষে দেখিতে নাই। মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তদভাবে অপর লোককে। এরূপ হওয়ায় বিশেষ কোন দোষ হয় না। কারণ অন্নপ্রাশন কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারাও চলিতে পারে। সুতরাং মাতুলই যেন পিতার প্রতি-নিধি হইয়াই কার্য্য করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এমন কি, বিহার

প্রদেশেও মাতুলের দ্বারা অন্নপ্রাশনের রীতি নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভূমিতে গোষ্ঠীপতি ব্রাহ্মণেরা দৌহিত্র সন্তানদিগের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করত ক্রমশঃ এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

নিষ্ক্রমণ—যে তিনটী শৈশব সংস্কারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল, তদ্ভিন্ন আর একটী সংস্কার আছে। তাহাকে নিষ্ক্রমণ বলে। উহা জন্ম দিন হইতে তৃতীয় শুক্ল পক্ষের তৃতীয়াতে করণীয়। প্রথম বারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সহকারে এই সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার পর সন্তানের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি শুক্ল-তৃতীয়াতেই করিতে হয়। সংস্কারের মন্ত্রার্থ এই—

"হে চন্দ্র! তোমার শোভনালোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দজনক অন্তর্ম্মধ্যে আত্মার স্থান নিহিত আছে। সেই ব্রহ্মকে আমি জানি এবং মানি। আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোন অঘ প্রাপ্ত না হই। যাহা পৃথিবীর অমৃত এবং দ্যুলোকে চন্দ্রের মধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা জানি। আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় কোন ব্যসন প্রাপ্ত না হই।

'চন্দ্রের মধ্যে যে, কৃষ্ণবর্ণ লাঞ্ছন (শোককালিমা) তাহা পৃথিবী হৃদয়েও আছে; তাহা আমি জানি এবং দেখিতেছি। পুত্র সম্বন্ধীয় শোক জন্য যেন আমাকে রোদন করিতে না হয়।"

মন্ত্রগুলিতে আত্মার বিভুত্ব, পুত্রের নিমিত্ত পিতার আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং শোকের মলিনতা যে ভূলোক এবং দ্যুলোক—সর্ব্বলোক ব্যাপক এই বিশ্বাস, অতি সুন্দররূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা আপনার জন্যই প্রার্থনা জানাইতেছেন। এইজন্য এই কার্য্যটী অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় গৌরবান্বিত নহে। নিষ্ক্রমণ ব্যাপারটীকে পৌষ্টিক বা পুষ্টিসাধক সংস্কার বলে এবং এইটী মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য হয় না।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংস্কার কর্ম্ম—কৈশোর সংস্কার।

যে দুইটি সংস্কারকে কৈশোর বলা হইয়াছে তাহার একটী বাল্যে এবং অপরটী কিশোরাবস্থায় নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই-টিকেই একোদামে কৈশোর কালে নির্ব্বাহিত করা হইয়া থাকে।

১। চূড়াকরণ—উল্লিখিত দুইটী সংস্কারের মধ্যে প্রথমটীর নাম চূড়াকরণ।* এই সংস্কারের মুখ্যকাল শিশুর তৃতীয় বৎসর। কিন্তু এক বৎসর, কি পাঁচ বৎসর প্রভৃতি অপরাপর অযুগ্ম বৎসরেও চূড়াকরণ করা যাইতে পারে। চূড়াকরণের প্রধান কার্য্য কেশ মুণ্ডন। গর্ভাবস্থায় যে কেশ জন্মে তাহা নিঃশেষে ফেলিয়া দিয়া চূড়াকরণের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্রীভূত করা হয়। এই জন্য বলা যায় যে, চূড়াকরণের দ্বারা অপাত্রী-করণ দোষের অপনয়ন হয়।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং হোমাদি নির্ব্বাহ করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করত পুরোহিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং যে মন্ত্রের উচ্চারণ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

"যে সুধিতি বা ক্ষুরের দ্বারা পূষা (সূর্য্য) বৃহস্পতির কেশ মুণ্ডন [রশ্মিজাল সংযত] করিয়াছিলেন, যে সুধিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের [মেঘ বাহনের] কেশমুণ্ডন [মেঘের দূরীকরণ] করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই সুধিতি দ্বারা তোমার কেশ মুণ্ডন করিতেছি—তোমার আয়ুঃ, বল এবং তেজঃ বর্দ্ধিত হউক। যমদগ্নির [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা অথবা

মধ্য খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তুমি প্রাপ্ত হও। কশ্যপের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা, অথবা উত্তর খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্ত হউক। অগস্ত্যের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা অথবা দক্ষিণ খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক। দেবতাদিগের [দ্যুতিমান নক্ষত্র সাধারণের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক।"

স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, সংস্কারটী শৈশব কালের বলিয়া ইহাতে ভ্রূণ-সংস্কারের লক্ষণ যেমন সুস্পষ্ট, পুরুষ-সংস্কারের লক্ষণ তেমন পরিষ্ফুট নয়। কিন্তু তাহা হইলেও শিশুরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটী যে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ তাহার স্পষ্ট সূচনাই এই মন্ত্র মধ্যে নিহিত হইয়াছে।

২। উপনয়ন—এইটীই প্রকৃত প্রস্তাবে কৈশোর-সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারা দ্বিজাতীয় বালক জ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাচার্য্যের সমীপে নীত হয়েন। শাস্ত্রের বিধি এই যে, ব্রাহ্মণকুমার পঞ্চমবর্ষ বয়স হইতে ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই সংস্কারের অধিকারী থাকেন। ক্ষত্রিয় ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টমবর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত। শূদ্রের এই সংস্কারটীতে অধিকার নাই।

উপনয়ন সংস্কারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ এবং হোমকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া অনেকানেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত এবং অনেকানেক মন্ত্রের উচ্চারণ হয়। একে একে স্থূলতঃ সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য এবং অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

একটী মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়—"আমি [দ্বিজাতীয় বালক] উপনয়নরূপ ব্রতের আচরণ করিব তাহা তোমাকে [অগ্নিকে] নিবেদন করিতেছি, • • ঐ ব্রতের দ্বারা অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব। আমি অনৃত বচন হইতে পৃথক হইব এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব আমার যথেষ্টাচারিতা অপগত হইবে এবং নিয়তাচারিতা জন্মুক।"

বায়ু দেবতাকে, সূর্য দেবতাকে, চন্দ্র দেবতাকে, এবং ইন্দ্র দেবতাকেও অবিকল ঐ কথাগুলি বলা হওয়াতে কথাগুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া ওগুলির তাৎপর্য্য হৃদগত হইয়া যায়। উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্য জ্ঞান এবং সদাচার লাভ, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের সারাৎসার বস্তুর প্রাপ্তি। আর্য্যশাস্ত্র তাহার যেরূপ পথ দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত শিক্ষাকার্য্যের প্রণালী অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে আচার্য্য শিষ্যের প্রতি (সূর্য্য জ্ঞানে) দৃষ্টি করতঃ বলেন, "হে পক্ষদেব! তোমরা এই সুন্দর মানবককে (ক্ষুদ্র মনুষ্যটীকে) আমার সহিত মিলাইয়া দাও। আমরা যেন উভয়ে উভয়ের সহিত বিনা বিঘ্নে সম্মিলিত হইতে পারি।" গুরু শিষ্যের পরস্পর সম্যক্ সম্মিলনই যে শিক্ষাকার্য্যের প্রথম এবং প্রধান অনুষ্ঠান তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহার পর মানবক আচার্য্যকে বলেন—"আমি ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ মৈথুননিবৃত্তিশীল) হইয়া আছি, অতএব আমাকে উপনীত করুন, আপনার সমীপে লউন।" মৈথুন নিবৃত্তি যে শিক্ষা গ্রহণ সময়ের অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তখন আচার্য্য মানবকের নামাদি (এবং জন্ম গোত্রাদি) জিজ্ঞাসা করেন।

পরে মানবক আপনার নামাদি (অর্থাৎ নিজ নাম পিতৃ নাম, পিতামহের নাম, এবং গোত্রাদি) বলিলে আচার্য্য মানবককে সমীপস্থ করিয়া (আহৃত অগ্নি এবং আপনার মধ্যভাগে অবস্থিত করিয়া) উভয়েই স্ব স্ব হস্তে [তৃপ্তিসূচক] উদকাঞ্জলি গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য তাঁহার শিষ্যটীকে আপনার সহিত মিলাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া উভয়ে উদকাঞ্জলি [একই স্থানে] ত্যাগ করেন। তাহাতে জলের সহিত যেমন জল মিশে শিষ্যও যেন সেইরূপে গুরুর সহিত মিশেন এই অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হয়। পরে আচার্য্য নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেন। শিষ্য মনে করেন [অর্থাৎ মনে করিতে শিক্ষিত হয়েন] যে, তিনি [জগৎ প্রসবিতা] সূর্য্য, [আত্মা

সাধনকারী] অশ্বিনীকুমার এবং [পোষণকারী] পুষণ দেবতা, ইহাদিগের হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়াছেন। আচার্য্যই তাহা হইলে যে, তাঁহার পক্ষে জনয়িতা, স্বাস্থ্যবিধায়ক এবং পোষণকারী স্বরূপ হইয়াছেন, এই বোধটী জন্মিবে। অনন্তর আচার্য্য বলেন—"অগ্নি, সবিতা এবং অর্য্যমা [পিতৃদেব], ইঁহারা পূর্ব্বেই তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নি দেবই তোমার আচার্য্য; আমার তুমি অতি প্রিয়কারী মিত্র। এক্ষণে তুমি সূর্য্যের আবর্ত্তনের অনুরূপ করিয়া আমাকে পরিবর্ত্তন করত অবস্থিতি কর"। শিষ্য আচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে আচার্য্য তাহার নাভি (জীবমর্ম্ম স্থান) স্পর্শ করিয়া বলিবেন—"হে নাভে! তুমি বিভ্রষ্ট হইও না, স্থির থাক। হে অন্তক! এই ব্রহ্মচারীটীকে তোমাকে অর্পণ করিলাম। (নাভির ঊর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে অভূরি! (বায়ু), (বাম ভাগ স্পর্শ করিয়া) হে সূর্য্য! (বক্ষস্থলস্পর্শ করিয়া) হে অগ্নে! (দক্ষিণ অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে প্রজাপতে!—এই রূপে প্রত্যেককে বলেন, এইটী আমার, তোমাকে দিলাম; এটী যেন জরা মরণাদি কোন দোষ প্রাপ্ত না হয়!" তাহার পরে আচার্য্য বলেন—"তুমি ব্রহ্মচারী হইয়াছ, সমিধ আহরণ করিবে, মন্ত্র সহকারে জলপান করিবে, [ঋকবেদীয়দিগের সম্বন্ধে আরও কতক-গুলি আচারঘটিত কথা আছে, যথা মৃত্তিকা শৌচ করিবে ইত্যাদি; ক একটী নিত্যকর্ম্মের আদেশ, যথা গুরু শুশ্রূষা করিবে, দিবাতে নিদ্রা যাইবে না ইত্যাদি] ব্রহ্মচারী ঐ সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিবেন।

অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রকৃত ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিবে। অঙ্গের বলয়াদি অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমন্ত্রক মেখলাধারণ, যজ্ঞোপবীত ধারণ, অজিন ধারণ এবং গায়ত্রী পাঠ গ্রহণ করিবে। গায়ত্রীপাঠ-গ্রহণের রীতি এই—প্রথমে ব্যাহৃতিত্রয় ছাড়িয়া ত্রিপাদ গায়ত্রীর এক পাদ পড়িবে, তাহার পর দ্বিতীয় পাদের সহিত প্রথম পাদ, অনন্তর প্রথম দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় পাদ পড়িয়া শেষে ব্যাহৃতি তিনটী সংযুক্ত

করিয়া পাঠ করিবে। বালকদিগকে শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করাইবার এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। গায়ত্রী পাঠের পর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিবেন, ভিক্ষোপার্জ্জিত দ্রব্য সমুদায় গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং তদনন্তর গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। পূর্ব্বকালে এই প্রণালীক্রমে বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন হইত। এখন নগরাদিতে ইংরাজী শিক্ষার বাহুল্য হইয়া ছাত্রবর্গের পক্ষে গুরুগৃহে বাস উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু যে যে পল্লীগ্রামে টোলের অধ্যাপনা প্রচলৎ আছে, সেই সেই স্থানে গুরু শিষ্যের পরস্পর সম্মিলন নষ্ট হয় নাই। তথায় যথেষ্ট গুরুভক্তি এবং শিষ্যানুরাগ বিদ্যমান আছে। ইংরাজী স্কুল কলেজেই ঐ সকল গুণ একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

উল্লিখিত সংস্কার কার্য্যগুলির অভ্যন্তরে কত অশেষ তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। (১) গুরু এবং শিষ্য উভয়েই উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা সহকারে উদকাঞ্জলি দ্বয় নিক্ষেপ করিলেন। জলে জল যেমন মিশে গুরুশিষ্যের সম্মিলন তেমনি ঘনিষ্ঠ করিবার উপদেশ সূচিত হইল। (২) গুরু শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া যে ভাবটী শিষ্যের মনে প্রকটিত করিলেন, তাহাতে তিনিই যেন শিষ্যের পিতৃত্ব, স্বাস্থ্যবিধায়কত্ব এবং পোষ্টৃত্ব আপনাতে গ্রহণ করিলেন। (৩) কিন্তু গুরু আপনাতে ঐ সকল অধিকার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অভিমানী হইলেন না; শিষ্যের প্রকৃত গুরু যে অগ্নিদেব তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিলেন এবং শিষ্যকে আপনার প্রিয়কারী মিত্র বলিয়াই জানিলেন। গুরুর হৃদয় শিষ্যের প্রতি যেরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ (ক) সম্মিলন প্রবণ (খ) পিতৃস্বরূপ এবং (গ) নিরভিমান মিত্রভাবাপন্ন তাহা সংস্কারের প্রথম ভাগে প্রকটিত হইল। তাহার পর শিষ্যের কর্ত্তব্য যে গুরুকে আবর্জ্জন করিয়াই অবস্থিতি করা তাহা তৎকর্ত্তৃক সূর্য্যের

আবর্ত্তনানুকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইল। আরও প্রকাশিত হইল যে, শিষ্যটী যেমন সূর্য্য স্থানীয় [সূর্য্যের একটী নামই 'বেদোদয়'] তেমনি গুরুও সূর্য্যের আবর্ত্তনীয় বিশ্বমূর্ত্তি স্বয়ং। সেই বিশ্বরূপ গুরু শিষ্যশরীরে বিশ্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া (ক) নাভিদেশে যমকে (খ) নাভির ঊর্দ্ধ্ব ভাগে বায়ুকে (গ) বামভাগে হৃৎপিণ্ডস্থানে সূর্য্যকে (ঘ) মধ্যভাগে ফুসফুস প্রদেশে অগ্নিকে এবং (ঙ) দক্ষিণভাগে প্রজাপতিকে স্থাপন করিলেন—অর্থাৎ শিষ্যের দেহই সমস্ত ব্রহ্মদেহ হইল; তাহা হইলেই সংস্কার পূর্ণ হইয়া গেল। এখন মানবক ব্রহ্মচারী হইলেন এবং শাস্ত্র-দিষ্ট ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ এবং ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদের মধ্যে কতকগুলি ঔপনিষদ বাক্যকে মহাবাক্য বলে যথা, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি; কিন্তু ঐ গুলির অপেক্ষাও মহত্তর এবং সূক্ষ্মতর তথ্য ব্যঞ্জক একটী বাক্য আছে—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং"। সেই মহাবাক্যই সর্ব্বোচ্চ উপনয়ন সংস্কারের ভিত্তি। ইহা দ্বিজাতীয় ক্ষুদ্র শিশুটীকে বিশ্বরূপত্বপ্রাপ্ত করে, তাহাকে আপনাতে সেই বিশ্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা শিখাইয়া তাহা হইতেই সমস্ত তপস্যা প্রণালীর আবিষ্কার করে এবং সোঽহং জ্ঞানের সম্যক্ অনুভূতি দ্বারা অভিমানের লোপ এবং জীবের মুক্তি সাধনের পথ দেখাইয়া দেয়।

৩। সমাবর্ত্তন। এখন গুরুকুলে বাস নাই। গুরুর নিকট শাস্ত্র-শিক্ষার পূর্ব্বরীতি নাই। সেই রীতিক্রমে কয়েক বৎসর শাস্ত্র শিক্ষা হইলে গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে আসিবার পূর্ব্বে গৃহস্থধর্ম্মের পালনোপযোগী গুণাবলীর স্মরণরূপ যে সমাবর্ত্তন নামক সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইত তাহা এখন ঐ উপনয়নের দিনেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উহার প্রণালী এই—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অগ্নিস্থাপন ও হোম করিয়া (১) অগ্নিকে বলা হয়—হে অগ্নে! উপনয়নের সময় আমি তোমার আনুকূল্যে যে ব্রতাচরণ করিব বলিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়া আমি

অধ্যয়ন লক্ষণরূপ সমৃদ্ধি এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি। বায়ু-দেবতা প্রজাপতি দেবতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ বলা হয়। (২) আচার্য্য সমীপে সুগন্ধি জলের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলা হয়—জলে অনুপ্রবিষ্ট গোহ্য উপগোহ্য, মরুক, মনোহা, খল, বিরুজ, তনুদূষি [এই কুলদূষণ বা শরীরদূষণ *] দোষ সকল আমি ত্যাগ করিলাম, জল আমার স্নান যোগ্য হইল। (৩) জলের যে ঘোর ক্রূর অশান্ত দোষ †—তাহাও ত্যাগ করিলাম। (৪) উহাতে যে রুচিকর এবং দীপ্তিকর অগ্নি ‡ তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং তদ্দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিলাম। তাহাতে যশঃ, তেজঃ, ব্রহ্মবর্চ্চস্, বল, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, দার্ঢ্য, অন্নাদি, ধন-সমৃদ্ধি, কান্তি এবং সম্মান লাভ হইবে। (৫) হে অশ্বিনীকুমার

---

* গোহ্য উপগোহ্যাদি আট প্রকার অগ্নিপদবাচ্য জলের দোষ আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিম্নোদ্ধৃত আটটী দোষের আধ্যাত্মিক রূপ হইলেও হইতে পারে—

কীটমূত্রপুরীষাণ্ড শবকোথ প্রদূষিতং।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতং॥

† ঘোর, ক্রূর এবং অশান্তদোষের তাৎপর্য্য গুরুত্ব, কর্কশতা, এবং ব্যাপারতা নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত দোষের অধ্যাত্মরূপ হইলেও হইতে পারে।

‡ আয়ুর্ব্বেদ মতে উৎকৃষ্ট জলের লক্ষণ এই—

নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচি শীতলং।
স্বচ্ছং লঘুচ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

বেদবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট গোহ্যাদি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সামশ্রমী মহাশয় বেদভেদে পাঠভেদাদির উদ্ধরণ পূর্ব্বক ভাবপ্রকাশ ও চরকোক্ত নিম্নলিখিত জলের দোষকে গোহ্যাদি পদবাচ্য করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মহাদোষকরানষ্টাবিমানিত্তু বিশেষতঃ।
উচ্চৈর্ভাষং রথক্ষোভমতিচঙ্ক্রমণাশনে।
অজীর্ণাহিতভোজেচ দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনং॥"
"হীনাতিমিথ্যাযোগেন বিদ্যাত্তু ৎপুনস্ত্রিধা"

তোমরা যে কর্ম্মের দ্বারা অপুণ্যানাম্মা স্ত্রীর হিংসা করিয়াছ, এবং যাহার দ্বারা সুরাকে খণ্ডিত করিয়াছ, আর যাহার দ্বারা অক্ষক্রীড়াকে পরিত্যক্ত করিয়াছ, এবং যে শোভন কর্ম্মের দ্বারা এই মহতী পৃথিবীকে অভিষিঞ্চিত করিয়াছ, সেই পবিত্র যশের ভাগী করিয়া আমাকে অভিষিক্ত কর"।

তাহার পর ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিয়া সূর্য্যের প্রতি বলেন— "উদীয়মান আদিত্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত [এবং প্রাতঃরাগত, মধ্যাহ্নাগত এবং সায়ংকালাগত হোমীয় দেবতাদিগের সহিত অবস্থিতি করুন। তাঁহারা যেমন [দশ জনের, শত জনের ও সহস্র জনের] ভরণকর্ত্তা আমাকেও তেমনি [দশ জনের, শত জনের, সহস্র জনের] ভরণকর্ত্তা করুন। আমি আদিত্যের সকাশে অর্থিরূপে উপগত হইতেছি; তিনি অভিমত ফলদান দ্বারা আমার অনুকূল হউন। হে সূর্য্য! আমার পাপরূপ অনিষ্টকে ত্যাগ করাও। তুমি ত্রৈলোক্যের চক্ষুঃ এবং প্রতিব্যক্তির দর্শন-শক্তিও তুমি। চন্দ্র, ওষধি এবং ব্রাহ্মণের রাজা; তাঁহাকে তুমি বর্দ্ধিতকর। আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমার প্রতি-প্রতিকূল হইও না।"

ইহার পর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মেখলা মোচন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সুন্দর যজ্ঞোপবীত, মাল্য, উপানহ্ এবং বাঁশের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

অনন্তর সপরিষদ আচার্য্যকে দর্শনপূর্ব্বক যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

"সর্ব্বলোকবল্লভ যক্ষের (পূজ্যের) ন্যায় আমি যেন তোমাদের চক্ষুর প্রিয় হই— * * হে জিহ্বে। কখন কিছু ভুলিও না; আমাকে সর্ব্বদা শোভন বাক্য বলাইও। তুমি ওষ্ঠদ্বারা আবৃত এবং তুমি নকুলী [চঞ্চলস্বভাবা]; তুমি দন্তদ্বারা পরিমিত না থাকিলে কখন কখন বজ্রবৎ হইয়া থাক।"

ব্রহ্মচারী আচার্য্য কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

গৃহস্থকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক জলের শোধন করিতে হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই আছে। দূষিত জলের ব্যবহার একান্ত পরিত্যাজ্য। পবিত্র জলের ব্যবহার গৃহস্থের একটা প্রধান পুণ্যলক্ষণ। দুষ্টা স্ত্রী এবং সুরা এবং অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন ও গৃহস্থধর্ম্মের অত্যন্ত ব্যাঘাতক, আর অনেকের পোষণ এবং জগতের সুখ শান্তির সম্বর্দ্ধন চেষ্টাই গৃহস্থের উচ্চ ধর্ম্ম। এই সকল তত্ত্বের উপলব্ধি পূর্ব্বক গৃহস্থ স্বয়ং লোকরঞ্জক এবং সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী এবং মিতভাষী হইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। কেমন সংক্ষেপে গৃহস্থ ধর্ম্মের সমস্ত সার কথাগুলি সমাবর্ত্তন সংস্কারের মধ্যে সুন্দররূপে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে!

কর্ণবেধ—। উপনয়ন সংস্কারের সহিত যে চূড়াকরণের এবং সমাবর্ত্তনের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন, ইহাদের সহিত আরও একটা ব্যাপারের বিসদৃশ সংযোগ সাধন হইয়াছে। ঐ ব্যাপারের নাম কর্ণবেধ। এখন দেশে উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া প্রথমে চূড়াকরণ নির্ব্বাহিত হয়, পরে নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া তাহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। কর্ণবেধ করায় যে ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন উপনয়ন সংস্কারের বিঘ্ন হয় তাহা মন্তব্যের মধ্যেই হয় না। বলা হয় যে, সঙ্কল্প করিয়া একবার কার্য্যারম্ভ করিলে কোন অশৌচ নিবন্ধন আরব্ধ কার্য্যের ক্ষতি হয় না। কারণ একটী বচন আছে—

ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥

কিন্তু উল্লিখিত বচনের এমন উদ্দেশ্য নয় যে, জানিয়া শুনিয়া আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ উৎপাদন করিলে সে অশৌচ শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইবে না।

বস্তুতঃ, কি দক্ষিণাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল কোথাও এই কর্ণবেধ ব্যাপারটা

উপনয়নের অঙ্গীভূত নহে। বঙ্গদেশেরও মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে উপনয়নের সময়ে কর্ণবেধ করা হয় না। কেবল বঙ্গের মধ্যভাগেরই কয়েকটী জেলায় এই দুষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কর্ণবেধটা কোন সংস্কারই নহে। কর্ণবেধে কোন মন্ত্রপাঠ নাই। কর্ণবেধ কার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টী বচন পাওয়া যায়, যথা।—

কর্ণরন্ধ্রে রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিলয়ংযান্তি পুণ্যৌঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্রে সূর্য্যের বিম্ব প্রবেশ না করে তাহাকে দর্শন করিলে পূর্ব্বপুণ্যসমূহ নষ্ট হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র শুষিরৌ কর্ণৌ ন ভবতো যদি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দত্তঞ্চেদাসুরং ভবেৎ।

যদি কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হইলে সেই শ্রাদ্ধ আসুর শ্রাদ্ধ হয়।

কোন কোন অনার্য্যরীতিও যে আর্য্যাচারে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কর্ণবেধ ব্যাপারটা তাহার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাণে গহনা পরিবার উদ্দেশ্যেই কর্ণবেধের সৃষ্টি এবং পাহাড়িয়া অনার্য্যদিগের অনুকরণেই কর্ণের ছিদ্র বৃহৎ করিবার বিধান।

যাহাই হউক, কর্ণবেধ কার্য্যটী উচিতরূপে নির্ব্বাহিত হইলে উহা কোনরূপ পৌষ্টিক কর্ম্মের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইতে পারে। অতএব কর্ণবেধ শিশুর বর্ষপরিমিত বয়সের মধ্যে নির্ব্বাহিত করিয়া এবং চূড়াকরণ ব্যাপারটিও তাহার তৃতীয়বর্ষে সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বোচ্চসংস্কার উপনয়নকে সাবসর এবং নির্ব্বিঘ্ন করা উচিত। সমাবর্ত্তন সংস্কারের সময় বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ভাল হয়।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংস্কার কর্ম্ম—যৌবন সংস্কার।

বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটী নিয়ম এই যে, আকর্ষণ প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎবস্তুর সমীপস্থ হয়। স্থূল জড় পদার্থ সম্বন্ধীয় এই নিয়মটী যেন মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়েও খাটে। এই যে সংস্কার কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, মুখ্য সংস্কার উপনয়নটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গৌণসংস্কার চূড়াকরণকে এবং পরবর্ত্তিকালের গৌণ সংস্কার সমাবর্ত্তনকে আপনার নিকটে টানিয়া লইয়াছে। এইরূপ হওয়াতে বিবাহই যৌবনাবস্থার একমাত্র সংস্কার হইয়া রহিয়াছে। এই সংস্কারে চতুর্ব্বর্ণের এবং সঙ্কর-জাতীয় লোকদিগেরও অধিকার আছে।

কিন্তু সকল প্রকার বিবাহই যে, শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে তাহা নহে। মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের কথা শুনা যায়, যথা—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অষ্টমটী অতি অধম।

উল্লিখিত আট প্রকারের মধ্যে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় সংস্কারের লক্ষণ নাই। সংস্কার লক্ষণ আর্ষ,

প্রাজাপত্য দৈব এবং ব্রাহ্ম বিবাহেই বিদ্যমান এবং তাহার মধ্যে পূর্ণ-সংস্কার লক্ষণে লক্ষিত একমাত্র ব্রাহ্মবিবাহই এখন সমস্ত ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বিবাহের আদর্শরূপ বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া আছে।

ব্রাহ্মাদি চারিটী সংস্কার-সাধক বিবাহের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।

আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কন্যাকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত করিয়া জ্ঞানবান এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে স্বয়ং আবাহনপূর্ব্বক দান করাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।

অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবংধর্ম্মং প্রচক্ষতে।

যজ্ঞকারী ঋত্বিক্‌কে সালঙ্কৃতা কন্যার দান দৈব বিবাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায়ধর্ম্মতঃ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষোধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

বর-পাত্রের স্থানে একটী বা দুইটী গোমিথুন গ্রহণ করিয়া [তৎসহ] কন্যার দানকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌ চরতাংধর্ম্মমিতিবাচানুভাষ্যচ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যোবিধিঃস্মৃতঃ॥

উভয়ে একযোগে ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া অর্চ্চিতকন্যার দানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

উল্লখিত চারি প্রকার অবিশুদ্ধ বিবাহ রীতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে সেই সকল বিবাহ-রীতির লোপ হইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-রীতিই প্রচলিত হইয়াছে। এই রীতি ব্রাহ্মণের রীতি বলিয়া আদর্শরূপে সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতনিবাসী আদিম লোকদিগের মধ্যে, এবং মুসলমান প্রভৃতি আর্য্যেতর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের

মধ্যে, এবং অনেকানেক অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে, আর কোন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে, যদিও ব্রাহ্মবিবাহের রীতি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকল লোকের মধ্যেই এই রীতি পূর্ণ-মাত্রায় প্রচলিত হইয়া আছে এবং অপর সকলের মধ্যেও (ভূকের) এবং আচারের আকারে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মবিবাহরীতি প্রচলিত। যথায় ব্রাহ্মণেরা বৈশ্য শূদ্রাদির পরিগৃহীত আসুর বিবাহরীতি (অর্থাৎ কন্যা বিক্রয়ের রীতি) কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেও বাহিরে ব্রাহ্মরীতির অনু-সারেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সংস্কার মাত্রের সাধারণ অঙ্গ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অধিবাস ভিন্ন, ব্রাহ্ম-বিবাহের প্রধান অঙ্গ তিনটী, অর্হণা বা অর্চ্চনা, কন্যাদান, এবং পাণিগ্রহণ।

অর্হণা——। ব্রাহ্মবিবাহে পাত্রের প্রতি যেরূপ ভক্তি এবং আড়ম্বর সহকারে পূজা করিবার বিধি আছে, যজ্ঞকারী প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌দিগেরও অর্চ্চনা করিবার সেই রীতি। শাস্ত্রীয় বচনও আছে "আচার্য্য ঋত্বিক্ স্নাতকো রাজা বিবাহ্যঃ প্রিয়োতিথিশ্চ অর্হনীয়াঃ"। বোধ হয় 'দৈব' নামক বিবাহ প্রণালীতে ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান করিবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই যেন ব্রাহ্মবিবাহের এই ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ইহার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ দৈব রীতিই যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এমত নহে; যেন আর্ষবিবাহ রীতিও কতকটা ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আর্ষরীতি এই যে, কন্যার পিতা বরপাত্রের স্থানে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া তৎসহ কন্যাকে বরপাত্রে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্ম-বিবাহের এই অর্হণা ভাগে শাস্ত্রে আছে যে, একটী গোরু বিবাহ স্থলে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। বরপাত্র পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহে ব্রতী হইয়া সেই গোরুটীকে পাশমুক্ত করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্ষ-বিবাহের গোমিথুনটী কন্যার সম্পত্তি হইত এবং জামাতাকে সেই গোরু লইয়া যাইতে হইত। ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্নিবিষ্ট এই গোমোচন ব্যাপার

সেই পূর্ব্বকৃত্যেরই স্মারক হইয়া আছে এবং সেই জন্যই বিবাহের 'মধুপর্ক' দানে পশুর বধ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে এই গোমোচন ব্যবহারটী একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন বিবাহস্থলে উপস্থিত নাপিত 'গো' শব্দের উচ্চারণ করিতেও যথাযথরূপে শিক্ষিত হয় না—সে "গৌর" "গৌর" বলিয়া চীৎকার করে এবং অপণ্ডিত শ্রোতৃবর্গ উহা নবদ্বীপাবির্ভূত মহাপ্রভুর নামোচ্চারণরূপ মঙ্গলধ্বনি বলিয়াই বুঝিয়া থাকে! ফলতঃ ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের লক্ষণ—ঢেলা মারা, গ্রামভেটী; গান্ধর্ব্ব বিবাহের লক্ষণ—শুভদৃষ্টি এবং স্ত্রী আচার এবং বাসর জাগরণ; আসুর বিবাহের লক্ষণ—পিতৃপক্ষ হইতে কন্যার জন্য গহনাদি গ্রহণের চেষ্টা—(যদি হয়); আর্ষবিবাহের লক্ষণ—নাপিত কর্ত্তৃক গৌর নামের উচ্চারণ; এবং দৈবের লক্ষণ—বরপাত্রের ঋত্বিক্ সদৃশ পূজা। এই সকল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতে হয়। জগতে কি দ্রব্য-পদার্থ, কি ভাব-পদার্থ, কাহারই বিনাশ নাই এবং ভাব-সমুদ্ভূত আচার ব্যবহারাদিরও বিনাশ হয় না, পরিবর্ত্তমাত্র হয়।

কন্যাদান——। ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ মনে করেন যে, মনুষ্যসমাজের আদিম বর্ব্বর দশায় স্ত্রীলোকেরা কুলপতির দাসীরূপে গণ্য হইত অর্থাৎ কন্যারা পিতার দাসী বা সম্পত্তি ছিল। এই জন্য বিবাহকালে পিতৃকর্ত্তৃক কন্যার দান হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল এবং সেই জন্য সকল দেশেই কন্যাদান বিবাহের একটী অঙ্গ হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে, এ বিচারটী ঠিক নয়, তাহা একটী কথাতেই প্রমাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সংহিতায় একটী বচনার্থ এই যে, যদি পিতা অথবা অপর কোন অভিভাবক যথা কন্যার দান বিষয়ে অবহেলা করেন, তবে কন্যা স্বেচ্ছাতঃ আপনাকে দান করিতে পারে। কন্যা যদি কাহারও দাসীরূপ সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাহার প্রতি ওরূপ স্বেচ্ছাচারের আদেশ থাকিতে পারিত না। প্রাচীন রোমীয়দিগের মতে কন্যাসন্তানের প্রকৃত দাসীভাবই ছিল; এই জন্য তাহারা কোনক্রমেই স্বয়ম্বরা হইতে

পারিত না। নব্য ইউরোপীয় গ্রন্থাদিতে ঐ রোমীয় প্রণালীকেই জাগতিক সাধারণ প্রণালী অনুমান করা হইয়াছে। আমাদের নব্যেরাও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে দাস দাসী রাখিবার রীতি খুবই প্রবল। কিন্তু উঁহাদের মধ্যে কন্যাদানের প্রথা প্রচলিত নহে। অতএব ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের বিচার প্রণালীতে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি এবং উভয় দোষই আছে। বস্তুতঃ যখন পিতা, পুত্র কন্যাদির প্রতি অন্যাচরণ করিলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষে কন্যাদির প্রতি দাসীভাবের আরোপ নিতান্ত ভ্রম প্রসূত।

কন্যাদান প্রথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বকালের দাসীভাবের স্মারক নয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার এবং তজ্জন্য অস্বতন্ত্রতার অভিব্যঞ্জক এবং সেই জন্যই উহা প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি, স্বৈরাচারের মূর্ত্তিমান অবতার স্বরূপ প্রাচীন জর্ম্মণদিগের মধ্যেও বিবাহ ব্যাপারের একটী অঙ্গ হইয়া আছে। মানুষ কোন অবস্থাতেই ঠিক পশুবৎ হয় না। এই জন্য মানবসমাজ মাত্রেই স্ত্রীলোক আপনি আপনাকে পুরুষ সংসৃষ্ট করিতে লজ্জাবোধ করে। তাই অন্যে তাহার হইয়া তাহাকে পুরুষে সম্প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সবর্ণাস্ত্রীতে কখনই দাসীভাবের আরোপ হয় নাই, তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বাধ্যায়ে দ্রৌপদীর দ্যূতপণ-ব্যাপারে বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়া আছে। মনুসংহিতাতেও সবর্ণাস্ত্রী বিবাহেই "সংস্কারের" উল্লেখ দেখা যায় এবং কন্যাদান ব্যাপারটী সংস্কার কার্য্যেরই অঙ্গীভূত। অতএব কন্যাদানের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া কন্যার দাসীভাব বুঝিতে হয় না। নব্যদিগের প্রবোধের নিমিত্ত ইহাও বক্তব্য যে, ইউরোপীয় বিবাহেও কন্যাদানের একটী অভিনয় হইয়া থাকে।

কিন্তু ইউরোপীয় কন্যাদান যেরূপ দানের অভিনয় মাত্র ব্রাহ্মবিবাহের দান সেরূপ অভিনয়মাত্র নহে। এ দানে সামান্য দ্রব্যদানের যে

যে লক্ষণ সে সমুদায় লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় আছে। সামান্য দানকার্য্যের লক্ষণ—(১) দাতার শুচিত্ব (২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ (৩) তাহার নামোল্লেখ (৪) দেয় দ্রব্যের প্রতি উৎসর্গবোধক জলত্যাগ বা প্রোক্ষণ (৫) গ্রহীতার উল্লেখ (৬) গ্রহীতার স্বীকার। এই সকল দানাঙ্গ-গুলিই কন্যাদানে বিদ্যমান থাকে, এবং সর্ব্বশেষে গ্রহীতা কামস্তুতি পাঠপূর্ব্বক যেমন অন্যান্য দান গ্রহণও স্বীকার করেন, তেমনি কন্যাদানের গ্রহণও স্বীকার করিয়া থাকেন। বিবাহকার্য্যে কামস্তুতি শব্দটী শুনিলে উহা যেন কন্যার পত্নীত্ব রূপে গ্রহণ বুঝায় বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। কামস্তুতিরূপ মন্ত্রটির তাৎপর্য্য এই—

"এইটী [প্রাপ্ত দ্রব্যটী] কাহার? কে কাহাকে দিল? কামই কামকে দিয়াছে। কামই দাতা। কামই প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে [সৃষ্টির আদিম সৃষ্ট পদার্থে] প্রবিষ্ট হইয়াছে। কামের সহায়েই আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম! এইটী [প্রাপ্তবস্তুটী] তোমারই।" •

স্পষ্টতঃ অনুভূত হইতেছে যে, উল্লিখিত স্তুতি স্ত্রীঘটিত সামান্য ভৌতিক কামের স্তুতি নহে। ব্রহ্মজ্ঞানযোগ সিসৃক্ষারূপ যে কাম আদিমসৃষ্ট বস্তু জল হইতে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূলস্বরূপে একক অনেক করিয়াছে সেই কামই স্বয়ং দাতা এবং স্বয়ং গ্রহীতা হইয়াছে—এ স্তুতিটী সেই "অনাদি বাসনার" বা আধ্যাত্মিক কামের।

বরপাত্র কামস্তুতি পাঠ করিলে কন্যার দান এবং গ্রহণ শেষ হইল। দানের লক্ষণ দাতার স্বত্বের ধ্বংশ এবং গ্রহীতার স্বত্বের উৎপত্তি। কন্যাতে পিতার যেরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইল। পিতার অধিকার কন্যার পালনে; তাহার শিক্ষাসম্পাদনে এবং তাহার শ্রমের যথেচ্ছ বিনিয়োগে। কন্যার গ্রহীতারও ঐ সকল স্বত্ব জন্মিল। তিনি উহার পালন করিবেন, উহাকে শিখাইবেন এবং উহাকে নিজ গৃহকর্ম্মে খাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ঐ কন্যার সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করায় ঐ দান কোন

অধিকার প্রদান করিতে পারে না। তাহার জন্ত অপর একটী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং সেই অনুষ্ঠানটীর নাম পাণিগ্রহণ।

পাণিগ্রহণ—এই অনুষ্ঠানের অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। সেই গুলির উল্লেখ করিলে আর্য্যদিগের প্রাচীন রীতি নীতি অনেকটা বুঝা যায়, এবং বিবাহ সংস্কারেরও সারভূত কথা সকল প্রকটিত হয়, এই জন্ত সংক্ষেপতঃ সেগুলির বর্ণনা করিব।

প্রথমে যথাযোগ্য স্থানে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপন করিয়া এক জন এক কলস জল লইয়া এবং অপর এক জন একটী প্রতোদ লইয়া থাকিবে। এক খানি সূর্পেতে চারি অঞ্জলি খই এবং শমীপত্র মিশ্রিত থাকিবে এবং এক খানি সেনার পাতের চেটাই প্রস্তুত থাকিবে, এবং একটী শিলা এবং শিলাপুত্র (নোড়া) রক্ষিত হইবে। অনন্তর কন্তাকে কোন সধবা ভাগ্যবতী স্ত্রীর দ্বারা উত্তম রূপে সম্মার্জ্জিতা এবং স্নাতা করিয়া বর তাহাকে আহত অর্থাৎ নূতন ধৌত শুভ্র সদশ সূক্ষ্ম বস্ত্র দুই খানি, সাটি এবং উত্তরীয়, পরিধান করাইবেন। বস্ত্র পরিধাপনের সময়ে বরপাত্র স্নেহ এবং সমাদর সহকারে যে মন্ত্রটী পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

(১) এই বসন প্রস্তুতকারিণী দেবীরা * জরাবস্থা পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন করেন। হে আয়ুষ্মতি! তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

(২) হে বস্ত্র পরিধাপয়িত্রী দেবীগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদদ্বারা এই কন্যার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্য্যে! তুমি তেজস্বিনী হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর।

এই রূপে কন্তার প্রতি স্নেহ, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বর পাত্র মনে মনে যে মন্ত্র পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

---

* অধিষ্ঠাতার কল্পনা করা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি এবং শাস্ত্রের সুস্পষ্ট রীতি।

(৩) চন্দ্র, এই কন্যাটীকে গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি আমাকে দিলেন, ধন এবং পুত্রও [ইহাঁ হইতে] পাইব। *

এস্থলে স্নেহবান বরপাত্রের হৃদয়ে যেন কন্যাটীর রূপের উদয় হইয়া উঠিতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম্ম পালনের অবশম্ভাবী শুভফল সমূহের অনুভূতি জন্মিতেছে। ঐ সময়ে কন্যা বেনার পাতে প্রস্তুত কট (চেটাই) খানিকে পদদ্বারা ঘর্ষণ করত টানিয়া আনিবে। তাহার পঠিত অথবা তাহার হইয়া বরপাত্রের পঠিত মন্ত্রার্থ এই—

(৪) আমার পতি আমার জন্য সেই পথ প্রস্তুত করুন, যে কল্যাণময় বিঘ্নশূন্য পথদ্বারা আমি পতিলোক [অর্থাৎ ইহ পরলোকে পতির স্থান] প্রাপ্ত হই।

তাহার পর কন্যা বর উভয়ে একই কটে উপবিষ্ট হইবেন এবং বর কন্যা দক্ষিণ স্কন্ধে হাত দিয়া থাকিবেন এবং বর অগ্নিতে ছয়টি আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ উভয়েই যেন আহুতি প্রদানরূপ একই ধর্ম্ম্য কার্য্য

---

* ইদানীং এই গৃহ্যসূত্রোক্ত মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যগ্রহ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে একটী পৌরাণিক শ্লোকে ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কাশীখণ্ড হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কন্যাংভুংক্তে রজঃকালে হগ্নিঃ শশীচ লোমদর্শনে
স্তনোদ্ভেদেতু গন্ধর্ব্ব স্তৎপ্রাগেব প্রদীয়তে।

রজঃকালে অগ্নি [অভিলাষরূপে], লোমদর্শন কালে চন্দ্র [সৌন্দর্য্যরূপে] স্তনোদ্ভেদ কালে গন্ধর্ব্ব [সুস্বর এবং গতি-বৈচিত্র্যরূপে]—কন্যাকে ভোগ করেন। এই জন্য এই সকল ঘটনার পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে।

বৈবাহিক বিধিটি কেমন পরিষ্কার কবিত্বের উপরেই সংস্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম আর্য্য শাস্ত্রই যেমন এক পক্ষে দার্শনিক মতবাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত ধ্যান, পূজা, নীতি এবং অনুষ্ঠান প্রণালীর স্থাপনা করেন, তেমনি পক্ষান্তরে কবিহৃদয়বোধ সুকুমার ভাবুকতাকেও সাংসারিক কার্য্যকলাপের ভিত্তি করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কবিত্বের মূলে "অনৃত" এই ভাব আর্য্য সম্মানিত নহে।

করিবেন। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষকে যে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তাহা প্রাজাপত্য বিবাহে উপদেশ মাত্রে ছিল ব্রাহ্ম বিবাহে তাহা কার্য্যেও নির্ব্বাহিত হইল। অতএব অন্যান্যরূপ বিবাহের ন্যায় প্রাজাপত্য প্রণালীও ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

আজ্যাহুতির মন্ত্রগুলি এই—

(১) দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি আগমন করুন। তিনি এই কন্যার ভবিষ্যত সন্ততিদিগকে মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত রাখুন এবং রাজা বরুন (আবরণ দেবতা) এমত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় ব্যসনাক্রুষ্ট না হয়।

(২) ইহাকে গার্হপত্যাগ্নি রক্ষা করিতে থাকুন, ইহাঁর পুত্রেরা যেন জরাকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; ইনি যেন জীবৎপুত্র থাকিয়া পতির সহিত বাস করেন, এবং যেন সৎপুত্রজনিত আনন্দ উপভোগ করেন।

(৩) হে কন্যে! দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, বায়ু এবং অশ্বিনীকুমার তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, তোমার স্তন্যপায়ী পুত্র দিগকে সবিতা রক্ষা করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর-ভাগ বৃহস্পতি রক্ষা করুন এবং তোমার পাদাগ্র প্রভৃতি শরীর ভাগ বিশ্বদেবা দেবগণেরা রক্ষা করুন।

(৪) হে কন্যে! রাত্রিকালে তোমার গৃহে যেন ক্রন্দনের শব্দ না উঠে। তোমার শত্রুগৃহেই তাহাদের স্ত্রীগণেরা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে। রোদনদ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুরবাসীদিগকে পীড়িত করিতে না হয়। তুমি সধবা থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রাদি লইয়া পতিগৃহে সুখে বাস কর।

(৫) বন্ধ্যাত্ব এবং মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি মৃত্যুপাশরূপ দোষ সকল তোমার মস্তক হইতে মালা উন্মোচনের ন্যায় উন্মুক্ত করিয়া শত্রুবর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

(৬) মৃত্যু পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করুন। অমরভাব নিকটগামী হউন। হে মৃত্যো! প্রেত লোকের পথ লক্ষ্য করিয়া পরাঙ্মুখ হও! উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তি বিশিষ্ট [সন্তান] তোমার নিকট প্রার্থনা করি। (যে সদ্যোজাত শিশুর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি সবল তাহার মস্তিষ্ক ও যে সতেজ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।) আমার পুত্রদিগকে হিংসা করিও না।

উল্লিখিত ছয়টি আহুতি প্রদান শেষ হইলে কন্যা শিলাখণ্ডের উপর একটি পদার্পণ করিয়া লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বরপাত্র তাঁহাকে বলিবেন—

(১) এই শিলাখণ্ডে আরোহণ কর। তুমি এই শিলার ন্যায় দৃঢ় এবং অবিচলভাবে অবস্থিতি কর। শত্রুর পীড়ন কর এবং কখন শত্রুকর্তৃক পর্য্যুদস্ত হইও না।

(২) এই নারী অগ্নিতে খই দিয়া বলিতেছেন, আমার পতি দীর্ঘ জীবী হউন, শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকুন এবং আমার জ্ঞাতিগণ বর্দ্ধিত হউন।

(৩) এই কন্যা অর্য্যমা এবং পুষা নামক অগ্নি দেবতাকে নিশ্চয় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অগ্নি দেবতারা ইহাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করিয়াছেন।

(৪) এই কন্যা পিতামাতাদিগকে ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমন পূর্ব্বক পতির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। হে কন্যে! আমরা সকলে একত্র হইয়া জলধারা সমূহের ন্যায় বলবান, বেগবান এবং পরস্পর অভিন্ন ভাবে থাকিয়া শত্রুদিগকে উদ্বিগ্ন করিব।

লাজাহুতি শেষ হইলে সপ্তপদী গমন হয়। পতি এক একটী বাক্য বলিবেন এবং কন্যা এক এক বার পদ নিক্ষেপ করিবে। বাক্যগুলি এই—

(১) হে কন্যে! বিষ্ণু অন্নলাভের জন্য এক পদ অতিক্রম করাইলেন (২) বললাভের জন্য দ্বিতীয়; (৩) পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্য কার্য্যের জন্য তৃতীয়; (৪) সৌখ্যের জন্য চতুর্থ; (৫) পশুলাভের জন্য পঞ্চম। (৬) ধন রক্ষার জন্য ষষ্ঠ; (৭) ঋত্বিক লাভের জন্য সপ্তম।

স্বামীসহ সপ্তপদ গমনকারিণী স্ত্রী বিষ্ণুদেব কর্তৃক যাবজ্জীবন স্বামীর সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায় হইলেন। তাঁহা হইতে পুত্র জন্মিবে এই প্রার্থনাও হইয়া গিয়াছে। অতএব উভয়ের পতি-পত্নীভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল। *

---

* (১) একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ভোজন করিলেই ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধেরা তাহাদের পতি পত্নীভাব স্বীকার করে। একটী লেবু কিম্বা অন্য কোন ফল কাটিয়া তাহার অর্দ্ধ পতি পত্নীর মুখে এবং অপরার্দ্ধ পত্নী পতির মুখে ধরিয়া খাওয়াইলেই চীনীয় এবং জাপানীয় বৌদ্ধেরা উহাদিগের বিবাহ হইয়াছে স্বীকার করে।

(২) মুসলমানদিগের মধ্যেও একাসনস্থ হইয়া এক পাত্র হইতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মুখে খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া দিলে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু কন্যার স্বীকৃতিই মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের মূলমন্ত্র।

(৩) খৃষ্টানদিগের মধ্যেও স্বীকৃতি এবং পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ এবং পরস্পর মুখচুম্বন দ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রকাশ হয়।

অতএব স্ত্রী পুরুষের পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ একটী অতি তরল ব্যাপার বৌদ্ধ মুসলমান এবং খৃষ্টানবিবাহের অঙ্গীকৃত।

(৪) ব্রাহ্ম বিবাহে মন্ত্রাদি পাঠ এবং কন্যাদান ব্যতিরিক্ত একাসনে বসিয়া উভয়ে এক ধর্ম্ম্য কার্য্যের সাধন, এবং একযোগে সন্তান কামনা এবং যাবজ্জীবন সহায়তা করিবার অনুরূপ ক্রিয়াভিনয়—এই সকলগুলির দ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধের অবধারণ হয়। সুতরাং ব্রাহ্মবিবাহে স্ত্রীপুরুষের যে একীকরণ তাহা এক ধর্ম্মতাসাধন, এক লক্ষ্যতা স্থাপন, এবং এক প্রকার প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কিন্তু পতিপত্নীভাব সম্বন্ধ করিয়া দিয়াই আর্য্যশাস্ত্র নিশ্চিন্ত হইলেন না। ঐ ভাব হইতে পরস্পরের প্রতি যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় উপস্থিত হয় স্থূলতঃ তাহার নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১) হে সপ্তপদ গমনা কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমাদিগের সুদৃঢ় সংস্থাপিত এই সখ্য যেন বিচ্ছেদকারিণীদিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়, প্রত্যুত হিতৈষিণী-দিগের সদুপদেশ দ্বারা যেন ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

(২) হে দ্রষ্টৃবর্গ! তোমরা সকলে এই অগ্নি সমীপে আইস এবং এই বধূকে কল্যাণকারিণীরূপে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া গমন কর।

এক্ষণে বিবাহের সামাজিক কার্য্যটী সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাহিত হইয়া গেল; কিন্তু পতির কর্ত্তব্য স্ত্রীর সহিত একীভূত হইয়া তাহার সুশিক্ষা সাধন এবং সমস্ত দোষের অপনয়ন করেন। সেই কার্য্যের সূচনায় পতি বলিতেছেন—

(১) বিশ্বেদেবা নামক দেবগণ এবং জলদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বায়ুদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বিধাতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন—সদুপদেশদানশীলা ভদ্র-মহিলাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন।

(২) হে কন্যে! অর্য্যমা, ভগ, সবিতা প্রভৃতি পুররক্ষক এই সূর্য্য-দেবতা সাক্ষীরূপে থাকিয়া তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবে। আমি যাবৎ জীবিতকাল তোমার পালন এবং সুখার্থী থাকিয়া তোমার হস্ত গ্রহণ করিব।

(৩) হে কন্যে! তুমি অশুভদৃষ্টি এবং পতিঘাতিনী না হইয়া পশ্বাদির পালন করিবে। তুমি সহৃদয়া, তেজস্বিনী, জীবৎপুত্রপ্রসূতি এবং পঞ্চযজ্ঞানুকূলা এবং সুখকরী হইবে। আমাদিগের সম্যক্ কল্যাণ-করী এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকলের শুভকরী হইবে। • • •

(৬) হে কন্যে! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রূতে, ননান্দাতে ও দেবরে সম্রাজ্ঞী [অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে রঞ্জনকারিণী] হও।

(৭) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। তুমি একমনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর। বৃহস্পতি (বৃহস্মনোদেব) তোমাকে আমার প্রসন্নতা সাধনার্থ নিযুক্ত করুন।

(৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩) হে কন্যে! তোমার শরীরস্থ রোমপঙ্‌ক্তির মূর্দ্ধপ্রদেশে, এবং পক্ষ্মে এবং নাভিরন্ধ্রে, কেশে, দর্শনে, রোদনে, স্বভাবে ভাষণে, হসনে, দন্তমধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে, পদদ্বয়ে, ঊরুদ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, অন্যান্য প্রদেশে, এবং সমস্ত শরীরে যে কোন দোষ থাকে তাহা আমি পূর্ণাহুতি এবং আজ্যাহুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম। [অর্থাৎ স্ত্রীর সকল দোষ সংশোধন করায় স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যে কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকবে তাহা স্বামীর ক্রিয়ার দোষেই থাকিয়া যায়। এই তাৎপর্য্য ভাব স্থাপিত হইল।]

(১৪) যে প্রকারে দ্যুলোক, ভূলোক এবং দৃশ্যমান চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ এবং পর্ব্বত, ইহারা ধ্রুব (স্থির), সেইরূপ এই স্ত্রীও পতিকুলে স্থিরা হইবেন—

(১৫) অন্নরূপ পাশ ও মণিতুল্য প্রাণ সূত্রের দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা হে বধূ! তোমার মন এবং হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(১৬) হে বধূ! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক!

তাহার পর রথারোহণ পূর্ব্বক দম্পতী স্বগৃহে গমন করিবেন এবং যাইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটী প্রার্থনা করিবেন।

(১) পথিমধ্যে দস্যুগণ যেন তাঁহাদের গমন জানিতে না পারে। (২) নববধূযুক্ত গৃহে গো, অশ্ব, এবং পুত্র প্রসূত হউক এবং সহস্র দক্ষিণক যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে সম্পাদন হয়, সেই আদিত্যদেব

প্রসন্ন হউন। (৩) হে বধু! এই গৃহে তোমার ধৈর্য্য হউক, আত্মীয়-দিগের সহিত মিলন হউক, এই গৃহে রতি হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে ধৃতি, মিলন, এবং রতি হউক।

পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতীর সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলাইবার, দুইটীকে একটী করিয়া তুলিবার জন্য, আর্য্যশাস্ত্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন এমন আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রই করিতে পারেন নাই। "ততোবিরাড় জায়ত" এই বেদোক্তির ব্যাখ্যা পূর্ব্বক মনু বলিয়া-ছেন,—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ।
অর্দ্ধেন নারীতস্যাং স বিরাড়মসৃজৎপ্রভুঃ।

প্রভু [ব্রহ্মা] আপন'র শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্দ্ধে পুরুষ এবং অর্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি দ্বারা বিরাটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অতএব বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বে বিভাজিত দুইটীর পুনর্ব্বার একীকরণ হয়। যজুর্ব্বেদীয় পাণিগ্রহণের একটী মন্ত্র এই—

আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী, তোমা বিনা আমি শূন্য। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋকবেদ, আমি আকাশ তুমি পৃথিবী। আমরা দুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণ।

এই গভীরতম ভাবের ছায়া য়িহুদীদিগের শাস্ত্রেও পড়িয়াছে এবং সেই শাস্ত্র হইতে মুসলমান এবং খৃষ্টানও কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হই-য়াছে। উহারা সকলেই বলে যে, আদিম পুরুষের শরীর হইতে স্ত্রী শরীরের উৎপত্তি। অতএব বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে যে স্ত্রী পুরুষের পুনরেকীকরণ হয়, এই ভাবের আভাস উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহাদের একীকরণ ব্যাপার পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তিমূলক স্বীকার বাক্যে, সুতরাং সংস্কার-মূলক নয় বলিলেই হয়। এই জন্য উহা তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ীও হয় না। আর্য্যদিগের বৈবাহিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার

দ্বারা যে সংযোগ হয় তাহা আর কখনই ছাড়িবার নয়, ইহ জন্মেও নয়, পর জন্মেও নয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে বৈবাহিক বন্ধন এমন দৃঢ়, দূরগত এবং পবিত্রও হয় না। এই জন্যই এদেশে শাস্ত্র, পণ্ডিত, এবং কবিগণ একবাক্যে বলেন—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ (মনু)।
দক্ষা প্রজাবতী সাধ্বী প্রিয়বাক্ চ বশম্বদা।
গুণৈরমীভিঃসংযুক্তা সা শ্রী স্ত্রীরূপধারিণী॥ (কাশীখণ্ড)।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের কবিশ্রেষ্ঠের আদর্শনারী সীতার সম্বন্ধে আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি এই—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ! সা প্রিয়া মে॥

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধকৃত্য।

সংস্কার কর্ম্মের বিবরণ কালে দৃষ্ট হইয়াছে যে, এক প্রকার শ্রাদ্ধ কৃত্য (নান্দীমুখ) সংস্কার কার্য্যের অঙ্গীভূত। কিন্তু সুবহু স্থলে শ্রাদ্ধ স্বয়ংই মুখ্যকর্ম্ম, উহা অন্য কোন অনুষ্ঠানের অঙ্গ মাত্র নয়। পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, ইষ্টি শ্রাদ্ধ, অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি শ্রাদ্ধকৃত্য সকল এইরূপ। এই সকল শ্রাদ্ধেও বৈদিক মন্ত্রাদির ভূয়ঃপ্রয়োগ থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজাময় সমস্ত শ্রাদ্ধকৃত্যগুলিই অতি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান বলিয়া অবধারিত।

কিন্তু শ্রাদ্ধগুলি সংস্কার কার্য্যের অঙ্গীভূত হউক বা স্বতন্ত্র মুখ্য কৃত্য হউক এবং বৈদিক মন্ত্রাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হউক, উহাদিগের আপাতদৃষ্ট সাধারণ ভাব এবং সংস্কার কর্ম্মের সাধারণ ভাব পরস্পর অতি পৃথক ভূত বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কা কার্য্যে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি সমষ্টিভাবে দৃষ্টি হইয়া মুখ্যতঃ উহার একত্ব প্রতীতি অভ্যস্ত হয়। শ্রাদ্ধকৃত্যে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্যষ্টিভাবে দর্শন হইয়া মুখ্যতঃ উহাতে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ প্রতীত হয়। সংস্কার প্রবর্ত্তিত উপাসনায় শুদ্ধাদ্বৈত-বোধের প্রতীতি জন্মে। শ্রাদ্ধকৃত্যে জগন্নিহিত শক্তি সমস্ত বিভিন্ন দেবতার আকারে প্রতীয়মান হইয়া অদ্বৈতের উপাদানভূত পৃথকত্বের সন্ধান করিয়া দেয়।

ফলতঃ শ্রাদ্ধ কার্য্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা-রূপ অনুষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে ভেদ-বুদ্ধির স্থল অতীব প্রশস্ত। এই জন্য শ্রাদ্ধকৃত্যে সমষ্টীভূত বিশ্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতি সাক্ষাৎ লক্ষ্য গুণীভূত, এবং ব্যষ্টিভূত বিশ্বের অর্থাৎ বিশ্বেদেবা নামক গণের প্রতি লক্ষ্য অধিক পরিস্ফুট। বিশ্বেদেবাদিগের নামগুলি শুনিলেই বুঝা যায় যে, উহারা জগতে নিহিত বাহ্যাভ্যন্তরিক দ্রব্য-শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতিরই অধিষ্ঠাতৃরূপে পরিকল্পিত। শ্রাদ্ধসম্বন্ধে ইহাঁদের সামান্য অধিকার থাকিলেও ইহাঁরা দশভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চযুগ্মকরূপে অবস্থিত, যথা—

বসুসত্যৌ, ক্রতুদক্ষৌ, কালকামৌ, ধুরিলোচনৌ,

পুরুরবামাদ্রবাশ্চ, বিশ্বেদেবা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ধন এবং সত্য, যজ্ঞ এবং দক্ষতা, সময় এবং ইচ্ছা, ভারগ্রাহিতা এবং পরিণামদৃষ্টি, এবং স্থলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়, ইহারাই বিশ্বেদেবা নামে পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

এই পঞ্চযুগ্মকের অধিষ্ঠানভূত পঞ্চ প্রকার বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধকৃত্যও নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষঃ, সত্যোনান্দীমুখে বসুঃ,

নৈমিত্তিকে কামকালৌ, কাম্যেচ ধুরি লোচনৌ,

পুরুরবামাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণে সমুদাহৃতৌ।

ইষ্টি শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষের, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসু এবং সত্যের, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে কাম এবং কালের, কাম্যশ্রাদ্ধে ধুরি এবং লোচনের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পুরুরবা এবং মাদ্রবসের বিশেষ অধিকার উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বেদেবাগণের আবাহন মন্ত্রেও উহাঁদিগের শক্তিস্বরূপতা স্পষ্টাভি-ধানে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ।

যে যত্রবিহিতা শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥

হে মহাভাগ! হে মহাবল! বিশ্বেদেবাগণ আপনারা আগমন করুন

এবং শ্রাদ্ধের যে স্থলে যিনি বিহিত হইয়াছেন তিনি তথায় অবহিত হইয়া অবস্থিত হউন।

বিশ্বেদেবাগণ শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃ শক্তি সমূহ। ইহাঁরা শ্রাদ্ধ কৃত্যে মূলতঃ করণরূপেই আহূত এবং পূজিত হয়েন। কিন্তু ইহাঁরা শ্রাদ্ধ কৃত্যে সর্ব্ব প্রধানরূপে পূজার্হ নহেন। শ্রাদ্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য পিতৃগণ। ইহাঁরা বসু, রুদ্র এবং আদিত্যরূপে পূজনীয়। ইহাঁদিগের ধ্যান যথা—

প্রসন্নবদনা সৌম্যা বরদং শক্তি পাণয়ঃ।
পদ্মাসনস্থা দ্বিভুজা বসবোষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥

প্রসন্ন বদন, সৌম্যমূর্ত্তি, বরদাতৃভাব, শক্তিহস্ত, পদ্মাসনাসীন, দ্বিভুজ—অষ্টবসু।

করেত্রিশূলিনোবাম দক্ষিণে চাক্ষমালিনঃ।
একাদশ প্রকর্ত্তব্যা রুদ্রাস্ত্র্যক্ষেন্দু মৌলয়ঃ॥

বামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণকরে অক্ষমালা, ত্রিনয়ন, চন্দ্রচূড়—একাদশ রুদ্র।

পদ্মাসনস্থাদ্বিভুজা পদ্ম গর্ভাঙ্গকান্তয়ঃ।
করাদি স্কন্ধ পর্য্যন্তং নালপঙ্কজধারিণঃ।
ইন্দ্রাদ্যা দ্বাদশাদিত্যা স্তেজোমণ্ডলমধ্যগাঃ॥

পদ্মাসনস্থ, দ্বিভুজ, পদ্মগর্ভকান্তি, স্কন্ধ পর্য্যন্ত উন্নত পদ্মনালধারী, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, ইন্দ্র প্রভৃতি—দ্বাদশ আদিত্য।

এই একত্রিংশৎ শ্রাদ্ধদেবতারা সপত্নীক। পত্নীগণ ইহাঁদের অন্তর্নিবিষ্টরূপেই ধ্যেয়। আর মানব দেহধারী পূর্ব্বপুরুষেরাও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া ইহাদিগেরই অন্যতমরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। পিতা বসুরূপে পিতামহ রুদ্ররূপে, এবং প্রপিতামহাদি আদিত্যরূপে চিন্তনীয়।

পিতৃগণের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে। এইজন্য আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন। আমাদের অমাবস্যা পিতৃ লোকের মধ্যাহ্ন এবং সেই জন্য অমাবস্যা তিথিই পিতৃগণকে ভোজন প্রদান করিবার অর্থাৎ শ্রাদ্ধের মুখ্যকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শ্রাদ্ধে করণাধিষ্ঠাতৃ বিশ্বেদেবাগণ এবং মুখ্য পূজ্য ত্রি পিতৃগণ ভিন্ন আরও কয়েকটী দেবতার পূজা আছে; যথা—(১) বাস্তুপুরুষ অর্থাৎ যে বাটীতে শ্রাদ্ধ হয় সেই বাটীর অধিষ্ঠাতৃদেব (২) যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ যজ্ঞযাজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ নারায়ণদেব (৩) ভূস্বামি পিতৃগণ অর্থাৎ যে ভূমিতে শ্রাদ্ধ হয় সেই ভূমির স্বামীর পিতৃপুরুষরূপ দেব (৪) সগঙ্গ দেশে (অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভজাত দেশে) গঙ্গাদেবীর—ইঁহাদিগের প্রত্যেকের পূজা করিয়া এক একটী ভোজ্য দান করিতে হয়।

এই অনুষ্ঠানগুলির পরে শ্রাদ্ধ করিবার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃত-শ্রাদ্ধ কার্য্যের আরম্ভ। ঐ কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভোজন দান। মৃত ব্যক্তিকে ভোজন দান প্রতিনিধি গ্রহণ দ্বারাই হইতে পারে। অতএব শ্রাদ্ধে পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিনিধি গ্রহণ করাই সর্ব্ব প্রধান অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বকালে বিদ্যা, চরিত্র এবং আচারপূত ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধিস্বরূপে নিমন্ত্রিত করা হইত। এখন তেমন ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে মনে করিয়া শ্রাদ্ধকৃত্যে আর সাক্ষাৎ প্রতিভূরূপে প্রায়ই ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হয় না। কুশের দ্বারা দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। সেই কুশময় বটুকেই আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং ভোজনাদি প্রদান করা হয় এবং তাহাকেই বাক্‌যত হইয়া থাইতে বলা হয়।

আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধে এবং সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবটুর নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ-গণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, একথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ইষ্ট-দৈবতের স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকানেক ব্রাহ্মণের স্থানে দীক্ষা

গ্রহণ করা যাইতেছে, মন্ত্রী এবং হিতৈষী এবং স্মার্ত্ত কার্য্যকলাপ সম্পা
দনে সক্ষম বিবেচনা করিয়া যখন সুবহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যে
নিযুক্ত করা চলিতেছে, যখন ধর্ম্মব্যবস্থা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের
মতানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ড নির্ব্বাহ করা যাইতেছে
তখন যে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের একান্ত
অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এমত মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ
শাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে প্রাশস্ত্য উল্লিখিত হইয়াছে সেই কথা
বিচার করিয়া দেখিলে কোন অদ্ভুত গুণসম্পন্ন না হইলে কেহ যে, শ্রাদ্ধের
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, এমত বুঝা যায় না। শাস্ত্র বলেন—

সম্বন্ধিনস্তথা সর্ব্বান্ দৌহিত্রং বিট্পতিং তথা।
ভাগিনেয়ং বিশেষেণ তথাবন্ধূন্ গৃহাধিপান্॥

সকল কুটুম্ব, বিশেষতঃ দৌহিত্র, ভগিনীপতি, ভাগিনেয় এবং গৃহকর্ত্তার
বন্ধুবর্গ—ইহারা শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণে প্রশস্ত।

শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচনে যে গুণবত্তার বিশেষ আতিশয্যের প্রতি দৃষ্টি
অনাবশ্যক, তাহা আরও পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—

যস্ত্বাসন্নমতিক্রম্য ব্রাহ্মণংপতিতাদৃতে।
দূরস্থং ভোজয়েন্মূঢ়ো গুণাঢ্যং নরকং ব্রজেৎ॥

পাতিত্যদোষশূন্য সন্নিধিনিবাসী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যে মূর্খ, দূরবর্ত্তী
গুণাঢ্য ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করে সে নিরয়গামী হয়।

উল্লিখিত দুইটী বচনের তাৎপর্য্য এই যে, নিজ কুটুম্ব এবং প্রতি
বেশী ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধকৃত্যে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই কার্য্যে অতিশয়
গুণাঢ্য ব্রাহ্মণের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কুটুম্ব এবং অপতিত প্রতি
বেশী ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলেই কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিবার
ব্যবস্থা—

ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলেই কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া পরে দ্রব্যাদি সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিবে।

আমার বিবেচনায় এইরূপ করাই ভাল। সর্ব্বস্থলে দর্ভবটুর ব্যবহার অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক। পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাবান্ এবং আচারবান্ ব্রাহ্মণ নাই এরূপ বোধটীও অপ্রকৃত এবং অনিষ্টকর।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাঁহারা তপোবলে অতি বলীয়ান্ ছিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন— এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা একান্ত মূঢ়ের ন্যায় এখনকার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা সমাজ-বন্ধনের সমূহ হানি করেন, সন্দেহ নাই। মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্টকর। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যে সকল অত্যুক্তি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, সেগুলির অক্ষরার্থে বিশ্বাসও মিথ্যা বিশ্বাস, অতএব হানি-জনক। তখন ভাল ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল এখন কম হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখিলেই ঠিক হয়, তদধিক কিছু করিতে গেলেই ভুল হয়। যে স্বজাতিবিদ্বেষ দোষে আর্য্য সমাজ জর্জ্জরিত, শ্রাদ্ধের পাত্রার্থ প্রদানে সজীব ব্রাহ্মণের একান্ত পরিহার তাহারই অন্যতম উদাহরণ মাত্র।

যদি স্বজাতি-বিদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুযায়ী হইয়া শ্রাদ্ধে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করা যায় এবং তাঁহাকে মন্ত্রাদি পাঠ সহকারে যথোচিতরূপে ভোজন করান যায়, তাহা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে কেমন ভক্তি এবং যত্ন সহকারে ভোজন করাইতে হয় এবং কেমন সতর্কতা সহকারে দ্রব্যাদির পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয়, তাহার একটী আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু তাহা হইলেও কোন এক ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়িয়া খাবার দিলে যে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষের খাওয়া হয় এ বিশ্বাসটি সহজে জন্মে না। কিন্তু যেখানে সেই বিশ্বাস থাকে, সেই স্থানেই শ্রাদ্ধকৃত্য হইতে পারে,

অন্যত্র হয় না। শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধাসহকৃত দান। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বাস। অতএব যদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস হয় যে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষদিগের তৃপ্তি হইবে, তাহা হইলেই শ্রাদ্ধ-কৃত্য সম্পন্ন হইতে পারে।

কিন্তু শাস্ত্রই বা ঐ কথা কিরূপে বলিবেন? অনুমান হয় যে শাস্ত্র-সম্মত কথাগুলি এইরূপ—আত্মার বিনাশ নাই; সুতরাং দেহটা ভস্মীভূত হয় বলিয়া আত্মাধিষ্ঠিত পিতৃদেবতার তৃপ্তিগ্রহণ সামর্থ্য নষ্ট হয় না, এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সর্ব্বের সর্ব্বাত্মকতা স্বীকার হইয়া আছে, তাহাতেই অভীষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজনে পূর্ব্ব পুরুষের তৃপ্তি সিদ্ধি হয়।

এই স্থলে একটী প্রকৃত কথা বলি। কোন ব্যক্তি একটী বালকের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিয়াছিলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক পুত্রনির্ব্বিশেষে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে বালকটী বেশ এক জন কৃতী পুরুষ হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন সময়ে একটী অন্যায়াচরণ করায় আপনার সেই পূর্ব্বোপকারীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িল। সেই বিরাগে লোকটী বড়ই ক্ষুণ্ণমনা হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া কৃতোপকারের ঋণ পরিশোধ করিবে, তজ্জন্য চিন্তাকুল হইয়াছিল। এমন সময় এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং কথায় কথায় তিনি আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানী পুরুষ বলিলেন—"যিনি তোমার উপকার করিয়াছেন, তিনিও খুব সৌভাগ্যশালী পুরুষ। তিনি দুরবস্থায় পতিত হইলে তুমি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পার, এবং তোমার ঋণ শোধ হয়, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা করাতেও পাপ আছে, অতএব তুমি প্রতিনিধি গ্রহণরূপ চরমোপায় অবলম্বন কর, অর্থাৎ তুমি বাল্যকালে যেমন দীন হীন ছিলে সেইরূপ দীন হীন কাহাকেও সন্ধান করিয়া বাহির কর এবং তোমার প্রতি যেরূপ যত্ন প্রদর্শন হইয়াছিল, তুমি তাহার প্রতি সেইরূপ যত্ন প্রদর্শন কর। তাহা হইলেই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন হইবে এবং

তোমার ঋণের পরিশোধ যত দূর হওয়া আবশ্যক তাহাও হইবে। সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বই ত নয়।"

"সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বইত নয়"—অর্থাৎ "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং"। সুতরাং দেখা গেল যে, যে সমষ্টিজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আর্য্যশাস্ত্রের অন্তীভূত, শ্রাদ্ধকৃত্যের বাহ্যভাগে তাহা পূর্ণাবয়বে প্রকটিত না হইলেও শ্রাদ্ধকৃত্যের অভ্যন্তরে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা সহকারে সেই একত্ব বোধটী পূর্ণমাত্রাতেই বিরাজিত রহিয়াছে।

অপর যে যে জাতির মধ্যে পিতৃ পুরুষের স্মরণসম্ভূত শ্রাদ্ধস্বরূপ কোন কৃত্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের কাহাতেও এই উচ্চতম ভাব দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ কাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পতি এবং পুত্র কন্যাদির সমাধিস্থানে গিয়া থাকেন এবং গোরের উপর পুষ্প বিক্ষেপ করেন এবং শোক করেন এবং ঈশ্বরের নিকটে অথবা সাধুদিগের নিকটে মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ কামনা করেন। কিন্তু এই কার্য্য পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট নয়—ইহা যাঁহারা করেন তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সমাধি সমীপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোরাণ পাঠ করা অতি সৎকার্য্য বলিয়াই প্রশংসিত এবং তাহা মৃত ব্যক্তিরও সদগতির পক্ষে সহায় স্বরূপে গণ্য হয়। ঐ ভাবের অবলম্বনেই মুসলমানদিগের জগদ্বিখ্যাত হর্ম্ম্যকীর্ত্তিসমূহ সংস্থাপিত হইয়া আছে।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে (চীন, জাপান এবং ব্রহ্মাদি দেশে) শ্রাদ্ধকৃত্য অতি বাহুল্যরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ, নবমাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে এবং সেগুলিতে ভূরি দান এবং বাদন, নর্ত্তন, ক্রন্দন, কীর্ত্তনাদি যথেষ্ট হয়। বৌদ্ধ দেশে পিতৃ পুরুষদিগের নামে সংস্থাপিত হর্ম্ম্যকীর্ত্তির

অভাব নাই। কিন্তু বৌদ্ধ জাতীয়েরা কেহই মৃত ব্যক্তির প্রতিভূস্বরূপ অপর কাহাকেও কল্পনা করিয়া লয় না। তাহারা যে বস্ত্র ভোজ্যাদি দান করে তাহা সাক্ষাৎ পিতৃ পুরুষের জীবাত্মাকেই দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে; যেন সেই মৃত ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন এবং যেন কোন অনুজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন, শ্রাদ্ধকর্তাকে নিজের মুখচক্ষের ভাব ভঙ্গী এইরূপ করিয়া অতি বিনম্র এবং প্রযত হইয়া থাকিতে হয়।

আর্য্যের শাস্ত্রই সকল দিকে ন্যায়-সঙ্গত হইয়া চলেন! ইহাতেই "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যটী আছে। সুতরাং ইহাতেই প্রতিভূ স্বীকারের পথ সুবিস্তৃত। ইহাই শ্রাদ্ধকৃত্যে পিতৃপুরুষগণের পরোক্ষ অধিষ্ঠান প্রদান করত সক্ষম; ইহাই পিতৃগণকে দেবতারূপী করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-শরীরে স্থাপনা করিতে পারে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মন্ত্রগুলিতেও বহুত্বের সহিত একত্বের মিশ্রণ দেখা যায় অথবা একত্বের উপরে বহুত্বের আবরণ মাত্র, অন্তর্ভাগে একত্বের বীজ বিস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মধ্যে প্রধানতম পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের কতকগুলি মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ লেখা যাইতেছে।

(১) গায়ত্রী। ইহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

(২) "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি—এই মন্ত্রটী অনেক বার পাঠ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—দেবতা, পিতৃগণ, মহাযোগী সকল, স্বধা [পিতৃপত্নী] এবং স্বাহা [অগ্নিপত্নী] ইহাঁদিগকে নমস্কার করি, যেন নিত্যই এইরূপ ক্রিয়ার [পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধন ক্রিয়ার] অনুষ্ঠান হয়।

(৩) "মধু বাতা" ইত্যাদি। এইটীও অনেক বার পড়িতে হয়— সমস্ত ঋতুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনী মধুরূপ হউক, প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর ধূলাও মধুময় হউক, আকাশ মধুময় হউক, পিতা মধুযুক্ত হউন,

সূর্য্য মধুময় হউন, এবং গো সকল মধুমতী হউক। [সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধক হইয়া থাকুক সুতরাং আমরাও সন্তুষ্টচেতা হইয়া থাকি।]

(৪) "অগ্নিদগ্ধা" ইত্যাদি—আমার বংশে যাঁহারা অগ্নিদানে মৃত হইয়াছেন অথবা যাঁহাদের দাহ সংকার হয় নাই, ভূমিতে দত্ত এই পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হউন।

(৫) "যেষাং ন মাতা" ইত্যাদি—যাঁহাদের পিতা মাতা এবং বন্ধুবর্গ অন্নদাতা কেহই বর্ত্তমান নাই এবং যাঁহাদের অন্নসিদ্ধি নাই, পৃথিবীতে প্রদত্ত এই পিণ্ড তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখময় লোকে লইয়া যাউক।

(৬) "বাজে বাজে" ইত্যাদি—বিগ্রহমূর্ত্তিধারী এবং অমৃত দেহ প্রাপ্ত [বিগ্রহ, এবং বিগ্রহসূচিত দেব শরীর বা জ্ঞানময় বস্তু, উভয়ের অনুরোধ ব্যতিরেকে পূজা হয় না] পিতৃগণ এই দত্ত অন্নের রক্ষা করুন এবং যে যে সময়ে অন্ন পরিকল্পিত হয় সেই সেই সময়ে অন্নের রক্ষা করুন, আর আমাদিগের ধনাদি দ্রব্যকেও রক্ষা করুন, এবং এই অন্ন সম্বন্ধীয় মধু গ্রহণপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করুন, এবং দেবগণ যে মার্গদ্বারা গমন করেন সেই প্রসিদ্ধ পথে গমন করুন।

(৭) "আমাবাজস্য" ইত্যাদি—শ্রাদ্ধ দত্ত অন্নের ফল আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এই দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপ আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এবং পিতা মাতা আমাকে প্রাপ্ত হউন, এবং পিতৃগণের রাজা সোমদেব আমাকে মুক্তি দানের নিমিত্ত প্রাপ্ত হউন।

(৮) "পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি—বিশ্বাধার পৃথিবী তোমার পাত্র এবং আকাশ তোমার আচ্ছাদন, তুমি অমৃত স্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ব্রাহ্মণের মুখে তোমাকে হোম করিতেছি। [ব্রাহ্মণে বিরাটরূপ দৃষ্ট করিবার বিধি সূচিত হইল।]

(৯) "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি—বিষ্ণু তিনবার পদক্ষেপ করিয়া-

ছিলেন। তাহাতে পৃথিবীর ধূলাও তাঁহার চরণস্পৃষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে [সুতরাং সেই পার্থিব রজঃসম্ভূত] এই ভক্ষ্য হবিও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

(১০) "যা দিব্যা আপঃ" ইত্যাদি—যে স্বর্গীয় অন্তরীক্ষ সম্ভূত সলিলসমূহ ক্ষীরের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন [শৈত্য মাধুর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াছেন] সেই পানীয় কল্যাণপ্রদ এবং আনন্দপ্রদ হইয়া ব্রাহ্মণগণের হস্তে সুখ হুত হউক।

(১১) "তিলোসি" ইত্যাদি—তুমি তিল বলিয়া বিখ্যাত। সোমদেব তোমার দেবতা। তুমি তোমার দাতার স্বর্গ প্রাপক। তুমি আমাদের পিতৃগণকে চিরকাল স্বধা [ব্রহ্মার মানসীকন্যা—পিতৃপত্নী] দ্বারা প্রীত কর।

(১২) "যবোসি" ইত্যাদি—তুমি যব বলিয়া খ্যাত, তুমি আমাদিগের কৃত্রিম শত্রুবর্গের ভেদ বিধান কর এবং সহজ শত্রুবর্গের সংহতি ন্যূন কর, আমরা তোমাকে স্বর্গগমনের নিমিত্ত, নভোগতির নিমিত্ত, পৃথিবী লাভের নিমিত্ত, উপাসনা করি। পিতৃ সদন প্রাপ্ত লোকেরা শুদ্ধিলাভ করুন। হে যব! তুমি পিতৃদিগের আশ্রয়।

(১৩) "শন্নোদেবী" ইত্যাদি—এই জল আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন, এবং অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, এবং কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সম্মুখবর্ত্তী হউন।

(১৪) "দাতারো" ইত্যাদি—আমাদিগের দাতৃগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, আমাদিগের জ্ঞান, স্তুতি, এবং শাস্ত্র বিশ্বাস অপগত না হউক; আমাদিগের দেয় বস্তু এবং অন্ন বহু হউক, আমরা অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকটে অনেকে যাচ্ঞা করুক, আমরা কাহারও স্থানে যাচ্ঞা না করি, অন্ন নিত্য বর্দ্ধিত হউক, দাতৃবর্গ শত বর্ষ আয়ু বিশিষ্ট হউন।

যাঁহাদিগের উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণগুলি [প্রতিভূরূপে] কল্পিত হইয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হউক, এই সকল আশীর্ব্বাদ সত্য হউক এবং পিতৃ শ্রেষ্ঠের প্রসন্নতা হউক।

(১৫) "মহাবাম দেবা" ইত্যাদি—মহা বামদেব ঋষি বক্তা, বিরাট গায়ত্রী ছন্দ, ইন্দ্র দেবতা শান্তিকর্ম্মের জপে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ। বিচিত্র ইন্দ্র দেব কোন্ তৃপ্তি সাধনের দ্বারা আমাদিগের সদাকাল বর্দ্ধয়িতা এবং সখা হইবেন, এবং কোন অতিশয়িত কর্ম্মের দ্বারা সদাকাল আমাদের পিতা এবং সহায় হইবেন। হে ইন্দ্র! সোমরূপ অন্নের মদজনক হবির মধ্যে অত্যন্ত মদজনক কোন্ অংশ তোমাকে মত্ত করে? যে অংশের দ্বারা মত্ত হইয়া দৃঢ় বস্তু অর্থাৎ কনকাদি ধন তুমি দান কর? হে ইন্দ্র! আমাদের মিত্র, স্তোতৃ, ও ঋত্বিকবর্গের পালনার্থ তুমি শতরূপ হইতেছ। বহুশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বৃদ্ধি করুন, অনুপহত গরুড় এবং বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল পোষণ করুন।

(১৬) "পিতাধর্ম্ম" ইত্যাদি—পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা। পিতার সন্তোষ হইলেই সকল দেবতার সন্তোষ হয়।

শ্রাদ্ধকৃত্য আর্য্যধর্ম্মের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়া থাকিলেও উহা আর্য্যধর্ম্মের একটী অংশ মাত্র। উহা পিতৃভক্তির অনুশীলন সংক্রান্ত। এই শ্রাদ্ধকৃত্যের সারভূত পিতৃভক্তি অন্যান্য ধর্ম্ম প্রণালীতে কি ভাবে অবস্থিত, তাহা একবার দেখিয়া লইলে মন্দ হয় না।

(১) পিতৃভক্তি সম্বন্ধে চিনীয়দিগের মত আর্য্যশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ-বিধানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে একীভূত বলিলেও হয়। শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে পিতৃপ্রণাম মন্ত্রে অল্প কথায় যাহা যাহা বলা গিয়াছে, চিনীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—"পিতৃভক্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলেই উহা পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়, উহাদ্বারা চতুঃসাগরান্ত-র্গত সমস্ত ভূতল আচ্ছাদিত হয়; উহা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইলে অনন্তকালের জন্য বশ্যভাবের সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মভাবের ভিত্তি হইয়া থাকে।"

(২) একমাত্র পিতৃভক্তি হইতেই সাংসারিক সমস্ত ধর্ম্মসূত্র গ্রহণ

করা যাইতে পারে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও যেন ইহা মানিতেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে তিনি পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ পিতৃ সম্বোধন করিতে শিক্ষা দিতেন না। অতএব খৃষ্টীয় মতেও পিতৃভক্তি ঈশ্বর ভক্তির প্রতিরূপ স্বরূপ অথবা তৎশিক্ষার সোপান স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

(৩) আজি কালি এক সম্প্রদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের চক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মটা যাহাই হউক, কিন্তু হিন্দুর ত্যজ্যপুত্র বুদ্ধধর্ম্মই নীতি বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত। সেই ধর্ম্মে পিতৃভক্তির স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। বুদ্ধদেব আপন পিতারও দীক্ষাগুরু হইয়া তাঁহার সাষ্টাঙ্গপ্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই আখ্যায়িকার দ্বারা তাঁহার জগৎগুরুত্ব প্রখ্যাপিত করিতে গিয়া বুদ্ধধর্ম্ম পিতৃভক্তিকে কতকটা খাট করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধেরা দয়াকেই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া লইয়া থাকেন।

(৪) মুসলমান ধর্ম্মেও পিতৃভক্তির স্থান উচ্চ নয়। সমুদায় কোরাণের মধ্যে কোন একটী স্থানেও ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ সম্বোধন অথবা পিতৃভাব ব্যক্ত হয় নাই। পেগম্বর সাহেবের স্ত্রীগণের প্রতি যদিও মাতৃভাব ব্যক্ত করা মুসলমান মাত্রের প্রতি বিধেয় বলা হইয়াছে, তথাপি পেগম্বর সাহেবকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতৃ সম্বোধন করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ আছে। মুসলমান তাঁহার শাস্ত্রোল্লিখিত ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান হইয়া থাকিতেই শিক্ষিত—তিনি ঈশ্বরের একান্ত প্রভুভাব এবং আপনার একান্ত বশ্য ভাবেই নিমগ্ন।

(৫) আর্য্যধর্ম্মের মধ্যেও যাঁহারা ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে যত্নশীল এবং শেষ বিকাশটীর আদর করিতেই উন্মুখ তাঁহারা শুনিতে পান যে সমস্ত পুরাণ, স্মৃতি এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ হইয়াও নবদ্বীপাবির্ভূত মহাপ্রভুও তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে পিতৃ-ভক্তির স্থান তেমন উচ্চে স্থাপন করেন নাই কারণ তাঁহার অনুগামীরা বলেন যে, তিনি আবেশ-কালে বৃদ্ধা মাতা শচীদেবীর মস্তকে পদার্পণ

করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবলক্ষণা ভক্তির অতীত একটী মধুর ভাবের আবিষ্কার করিয়া সাধিভাব অথবা পতি পত্নী প্রেমকেই ঈশ্বর প্রেমের আদর্শীভূত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই জগদীশ্বরকে প্রাণেশ্বর বলিয়া থাকেন।

আর্য্যধর্ম্মের একাঙ্গ মাত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্ম প্রণালীর সমস্ত লইয়া তুলনা করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর্য্য ধর্ম্মই পূর্ণ—অপর সকল আংশিক এবং কোন কোনটি অতিভাবুকতা দোষে ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রত, পূজা, পর্ব্বাদির বিষয়।

*এই অধ্যায়ে ব্রত, পূজাদি কৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় এই অধ্যায়েরও প্রধান অবলম্ব স্মার্ত্ত শিরোমণির অষ্টাবিংশ তত্ত্ব। কিন্তু স্মার্ত্ত শিরোমণির কৃত্য-তত্ত্বে যে সকল ব্রত পূজাদির উল্লেখ আছে সেগুলি কেবল আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত। এই অধ্যায়ে কিয়ং পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। কারণ কোন্ কোন্ ব্রত পূজাদি সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক, তাহা জানিবার জন্য সহজেই কৌতূহল হয়; এবং এখন রেলওয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পর সংযোজিত হওয়ায় ঐ কৌতূহলের পূরণ পূর্ব্বাপেক্ষায় স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়াছে। কৌতূহল পূরণের উপলক্ষে অনেকানেক প্রকৃত তথ্যেরও অবগতি এবং বিসম্বাদের মীমাংসা হইতে পারে।

দ্বাদশ মাসের যে পর্ব্বাহ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইলে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে (১) অনেকগুলি পর্ব্ব ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ সাধারণ; (২) অপর কতকগুলি একই সময়ে এবং একই অনুষ্ঠানে নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও এক বলিয়া বিবেচ্য; আর (৩) কয়েকটী কৃত্য, নামে এবং অনুষ্ঠানে একরূপ হইয়া কালে বিভিন্ন হইলেও এক বলিয়া ধর্ত্তব্য।

পর্ব্বাহ তালিকার পরীক্ষায় ইহাও প্রতীতি হইবে যে, এক প্রদেশে

যাহা সামান্য কৃত্য, প্রদেশান্তরে তাহাই ব্রত, এবং অন্য প্রদেশে তাহাই আবার অতি প্রসিদ্ধ পূজা। ইংরাজী শিক্ষিতেরা যে ক্রম-বিকাশ-বাদকে ইউরোপের অভিনব আবিষ্কার মনে করিয়া পরম সমাদর করেন, পর্ব্বাহ তালিকার মধ্যেও সেই সূত্রের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতেছে, কার্ত্তিক মাসের যে শুক্লা নবমীতে দাক্ষিণাত্যেরা স্নান দান মাত্র করেন, পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং গুজরাট প্রদেশে সেই শুক্লা নবমীর নাম দুর্গা নবমী এবং তাহাতে উপবাসাদি করিয়া ব্রত করিতে হয়। আবার আমাদের বঙ্গদেশে ঐ শুক্লা নবমীই জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। এরূপ হইবার কারণ, দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণু-তন্ত্রতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগের অপেক্ষাকৃত শক্তি-তন্ত্রতা এবং বঙ্গবাসীদিগের ততোধিক শক্তি-তন্ত্রতা। কিন্তু দুর্গানবমীর সম্বন্ধে যেমন দেশভেদে উহার বিভিন্ন পরিণামের হেতু পাওয়া গেল, অপরাপর সকল কৃত্যের স্থলে পরিণতির হেতু তেমন সহজে আবিষ্কৃত হয় না। সেই সকল স্থলে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশ কালাভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরও একটী বিষয়ে বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি-দিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হওয়া উচিত। স্থূলতঃ বলা যায় যে, ধর্ম্ম্য ব্যাপার মাত্রেরই তিন প্রকার তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। এক প্রকারকে আধ্যাত্মিক বলা যায়, অপর দুই প্রকারের নাম আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। অনেকানেক স্থলে ধর্ম্মকার্য্যগুলির এই তিন প্রকার অর্থই কার্য্যানুষ্ঠানের মন্ত্রাদিতে সুব্যক্ত থাকে। কিন্তু সর্ব্ব স্থলে সমান ভাবে থাকে না এবং শাস্ত্র শিক্ষার ন্যূনতা এবং গুরূপদেশের খর্ব্বতা নিবন্ধন, ধর্ম্মক্রিয়া সকলের যে তাৎপর্য্যগুলি অতি বিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া নাই, সেগুলি উন্মুক্ত করিবার জন্য তেমন চেষ্টাও হয় না; সুতরাং ঐ সকল তাৎপর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। সেগুলির যথাসাধ্য উন্মোচন চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি শুক্লাষ্টা

স্বরূপতঃ স্মৃতিপথারূঢ় থাকে এবং তাহা অবিকল অনুবাদ করিতে পারা যায়, তবে অবশ্যই কতক নূতনার্থ প্রকাশিত হইয়া কিছু ফল দর্শিতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ প্রকারে ভাবগ্রহ করা আর্য্য শাস্ত্রেই বিশিষ্টরূপে পরিষ্ফুট হইয়াছে। সচেতন জীব শরীরের সহিত পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের যে সম্বন্ধ হয় তাহা সহৃদয় এবং অন্তর্দর্শনে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে উল্লিখিত ত্রিবিধ ভাবের উৎপত্তি করে। প্রথমতঃ, আত্মাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আরোপসম্ভূত সেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি জন্মিলেই উহার আধিভৌতিক ভাব উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দ্রষ্টার আত্মায় আরোপিত হইয়া উহাতে শক্তি গুণাদির অনুভব হইলে অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞান জন্মে; ইহা হইতেই আধিদৈবিক ভাবের উৎপত্তি। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শক্তি বা গুণময় রূপ দ্রষ্টার আত্মায় প্রতিভাত হইলে আধ্যাত্মিক ভাবের গ্রহণ হয়। কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত লক্ষণগুলিকে বিশদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। (১) তোমার সম্মুখে একটী পদ্মফুল রহিয়াছে। তুমি সেই পদ্মের গোলাকার, সৌগন্ধ, কোমলতাদি অনুভব করিয়া পদ্মকে যে সকল গুণের আধার জ্ঞান করিতেছ, তাহাতেই উহার আধিভৌতিক ভাব জন্মিয়াছে। তুমি যখন সেই পদ্মকে শোভার আধারস্বরূপ মনে করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীর অনুভব করিতেছ, তখন তোমার মনে আধিদৈবিক ভাবকে আপনার অন্তর্নিহিত করিয়া হৃদয় পদ্মে পরম পুরুষের স্থান নিরূপণ করিতেছ, তখন তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হইতেছে। (২) এখানে সেখানে অনেক স্থলেই জল দেখিয়া জলের গুণ জানিলে, আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল। জল শরীরের ক্লেদ নষ্ট করে, পিপাসা অপনীত করে, মাতৃস্তন্যের ন্যায় পোষণ করে জানিয়া যখন উহাতে শক্তির আরোপণ করিলে তখন তোমার হৃদয়ে জলদেবতার আবির্ভাব হইল। অনন্তর যখন জলকে

আদিম সৃষ্ট বস্তু জানিয়া তাহার স্রষ্টাকে শিবতম রসস্বরূপে আপনাতে স্মরণ করিলে তখন জলের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ হইল। (৩) সূর্য্যা-লোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইতেছে জানিয়া আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল। সূর্য্য শক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার স্পন্দন হইতেছে জানিলে আধি-দৈবিক বোধ উপস্থিত হইল। জগতের পক্ষে সূর্য্যও যাহা শরীরের পক্ষে হৃৎপিণ্ডও তাহা এবং যিনি হৃদয়াধার তিনিই জ্ঞানাধার এই প্রতীতি হইলে আধ্যাত্মিক ভাবোদয় হইল।

বস্তুতঃ সকল বিষয়গুলিই আমরা এই ত্রিবিধরূপে বুঝিতে চাই এবং তাহা না পাইলে আমাদের ক্ষোভ মিটে না। সুতরাং পর্ব্বাচ-কৃত্য গুলির সম্বন্ধেও ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঐরূপ ব্যাখ্যার পথ যেরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদ-র্শন করা যাইবে।

(ক) জীব সমষ্টির নাম ব্রহ্মা একথা বহুকালাবধি শুনা যাই-তেছে। ব্রহ্মার ধ্যানে যে যে উপাদানের সন্নিবেশ আছে সেই উপা-দান গুলির অর্থবোধ করিতে পারিলেই ঐ চির প্রচলিত বাক্যের তাৎপর্য্য বোধ হইতে পারে। (১) ব্রহ্মা ঘোর রক্তবর্ণ। রক্ত বর্ণটী রাগের বা বাসনার বোধক। জীবে বাসনা আছে। জীবে শুদ্ধ বাসনা আছে এমত নয়। শাস্ত্র এবং দর্শন উভয়ের মতে বাসনাই জীব জন-মের হেতু। অতএব রক্তবর্ণতা জীবের বোধক। (২) ব্রহ্মা চতু-র্মুখ। এই চতুর্মুখ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, যথা (অ) ভূচর, জলচর, খেচর, উভচর; (আ) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; (ই) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; (ঈ) ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়। স্থলভেদে এই চারি প্রকার ব্যাখ্যাই সঙ্গত হয়। (৩) ব্রহ্মা অক্ষমালাধারী। অক্ষ * শব্দে ইন্দ্রিয়, অতএব

* অক্ষমালা।—অক্ষাণাং ইন্দ্রিয়ানাং শ্রেণী'তি অক্ষমালা।

অক্ষমালা অর্থে ইন্দ্রিয় সমূহ। জীবে ইন্দ্রিয় সকল আছে। (৪) ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী। কমণ্ডলু * শব্দে জলের বিবিধরূপের সংরক্ষণ বুঝায়। বস্তুতঃ জীব শরীর জলেরই বিবিধ বিকার সম্ভূত। জলের একটী নামই জীবন। (৫) ব্রহ্মা হংস-বাহন। হংস † শব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস। জীব মাত্রেই নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া ‡ বাঁচিয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, জীব-সমষ্টি যেমন ব্রহ্মার আধিভৌতিক ভাব তেমনি জীবের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব তাঁহার আধিদৈবিক ভাব এবং আত্মাতে যে রজোগুণাত্মক বাসনা প্রতিভাত হয়, তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব।

(খ) শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সেগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যাম বর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যাম বর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্‌ভিদদিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খ বস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ ¶। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয়

---

* কমণ্ডলু—কস্য জলস্য মণ্ডং (মণ্ডনং) লাতি রক্ষতি ইতি কমণ্ডলু।

† হংস—হকারেণ বহির্যাতি স কারেন বিশেৎপুনঃ।

‡ হংসেতি সততং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।

¶ শব্দ—শব্দ গুণমাকাশং।

হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপ কল্পনাও হইয়াছে! তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † শব্দে বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষ বেদ যাঁহা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।

(গ). যদি মহাদেবের ধ্যান লইয়া বিচার করা যায়, তবে প্রথমতঃ তাঁহার শুভ্র বর্ণতা লক্ষিত হয়। শ্বেত বর্ণে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায় এবং সকল বর্ণের সম্মিলন বুঝায়, অর্থাৎ উহা নির্ব্বিকৃত এবং সাম্যাবস্থার দ্যোতক। কাহার সাম্যাবস্থা? যাহাতে বর্ণের ‡ কল্পনা হইয়াছে সেই অজীবী প্রকৃতির অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বলিতে হইবে। সেই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি ক্রিয়া নিবৃত্ত, সুতরাং উহা মহাপ্রলয়বোধক। দ্বিতীয়তঃ শিবের হস্তস্থিত ত্রিশূলটীও কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা সহকারে ঐ ভাবেরই দ্যোতক। ত্রিশূলের উপরিভাগের তিনটি ফলা অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, এবং তমোগুণ পরস্পর পৃথকভূত, অতএব উহা সৃষ্টিকালের

---

* গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থে কর্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

† গরুড়—গৄ নিগরণে ধাতু উড় প্রত্যয়যোগে গরুর বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।

‡ বর্ণের কল্পনা—"অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং"।

বুঝায়। কিন্তু ত্রিশূলের নিম্নভাগে ঐ তিনটি ফলা একত্রিত হইয়া আছে, অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইয়াছে। ঐ অবস্থার নামই মহা-প্রলয়। অতএব মহাদেবে সৃষ্টিকাল এবং লয়-কাল উভয় কালই বুঝা যায়। তৃতীয়তঃ মহাদেবের অপর হস্তে ডমরু যন্ত্র। ডমরু বাদ্য যন্ত্র শব্দের জ্ঞাপক, সুতরাং আকাশের বোধক। চতুর্থতঃ মহাদেব ত্রিনেত্র। নেত্র তিনটী—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সুতরাং তিনি বিরাটরূপ। পঞ্চমতঃ মহাদেবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্মই চির-কাল স্থায়ী, এমন কি প্রলয় কালেও স্থায়ী। এই জন্য প্রলয়ের অব-সানে পুনর্ব্বার যে সৃষ্টি হয়, তাহাতে পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মানুসারেই জীবের মধ্যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, মহাদেবের আধিভৌতিক ভাব সৃষ্টি এবং প্রলয় সমন্বিত মহাকাল। তাঁহার আধিদৈবিক ভাব মহাকালের ধ্যানগম্য দেবরূপ, এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব সমাধি।

সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই ত্রিদেবের ধ্যান যেরূপে বর্ণিত হইয়া আছে, তাহাই একে একে বিচারিত হইয়া উহা-দিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভাব প্রকটিত হইল। তদ্ভিন্ন ঐ বিচার দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হইল যে, আর্য্যশাস্ত্র (১) পরব্রহ্মের রূপ কল্পনায়, চতুর্হস্ত, (২) বিরাটের রূপ কল্পনায়, ত্রিনেত্র, (৩) মহাকালের রূপ কল্পনায়, শুভ্রবর্ণ এবং ত্রিশূলহস্ত এবং (৪) জীবের রূপ কল্পনায় রক্তবর্ণতা ও চতুর্মুখতা প্রদান করিয়া আপ-নার অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী সূত্রের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেকানেক নূতন ভাবের প্রকাশ এবং নূতন নূতন সূত্রেরও আবিষ্কার হয়। ইহাও স্মরণ রাখা আব-শ্যক যে, সকল দেবতারই ধ্যান সেই পরব্রহ্মের পূর্ণ বা অপূর্ণ বিকা শের চেষ্টামাত্র। সুতরাং অভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্যশাস্ত্র দেবতার নাম

এক রাখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানে পরব্রহ্মের অংশ বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিতে পারেন যথা ;—মহাদেব কোন ধ্যানে পরব্রহ্ম, কোন ধ্যানে মহাকাল, কোন ধ্যানে জীব, কোন ধ্যানে পৃথিবী বা জল স্বরূপ। এই কথার উদাহরণ স্বরূপে অপর কয়েকটী দেবমূর্ত্তি লইয়া বিচার করা যাইতেছে।

(ঘ) কালিকাদেবীর ধ্যানে দৃষ্ট হয় যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, গলে মুণ্ডমালা এবং হস্তে সদ্যছিন্ন মুণ্ডধারিণী, অভয়া এবং বরদাত্রী, দিগম্বরী এবং মুণ্ডমালার রক্তে ভূষিতা; দুইটী শব বা বাণ ইঁহার দুই কর্ণের ভূষণ, ইনি ঘোর দংষ্ট্রা, পীনোন্নত পয়োধরা, শবের কর সংঘাতে বিনির্ম্মিতকাঞ্চী ধারিণী, সৃক্কণীদ্বয় হইতে গলদ্রক্তা, শ্মশানালয়বাসিনী ত্রি-নয়ন, মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, চতুর্দ্দিকে শিবাগণ দ্বারা বেষ্টিতা, মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা, এবং সুখ প্রসন্ন-বদনা।

এই ধ্যানের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, কালিকা চতুর্ভুজা, অতএব প্রথম সূত্রানুসারে ইনি মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্ম স্বরূপা; কালিকা ত্রিনয়না, অতএব দ্বিতীয় সূত্রানুসারে ইনি বিরাট বা বিশ্বরূপিণী; কালিকা মহাকালের হৃদয়োপরি অবস্থিতা, অতএব প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা, অর্থাৎ সৃষ্টি-রূপিণী; কালিকা রুধির চর্চ্চিতা অতএব (তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ একান্ত অপরিজ্ঞেয়া হইয়াও) চতুর্থ সূত্রানুসারে জীব বোধক রক্তবর্ণ দ্বারা বিভূষিতা।

পূর্ব্ব সূত্রগুলির প্রয়োগে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন আছে; যথা (১) মুণ্ডমালা কি? (২) হস্তধৃত সদ্যচ্ছিন্ন মস্তক কি? (৩) দুইটী কর্ণের ভূষণ শব বা বাণ দুইটী কি? (৪) জীবের করসংঘাত বিনির্ম্মিত কাঞ্চী কি? (৫) শ্মশানালয় বাস কি? এবং (৬) শিবাগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকাই বা কি?

মুণ্ডমালা অর্থে অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরমালা। অক্ষর দ্বারা সকল

বস্তুরই নামরূপাদি লিখিত হইতে পারে, এই জন্য অক্ষরমালা সর্ব্ব দ্রব্যের স্বরূপ বলিয়া পরিগৃহীত। অতএব মুণ্ডমালা ভূষণে কালিকা দেবী যে সর্ব্বময়ী তাহাই ব্যক্ত হইল।

হস্তধৃতচ্ছিন্নমস্তক,—অহং বোধের দ্বারা সর্ব্ব হইতে জীবের বিচ্ছিন্ন ভাব। জীব অভিমান দোষে আপনাকে সর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে; আপনাকে সর্ব্বেরই অংশমাত্র মনে করে না, কিন্তু জীব সর্ব্ব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া না থাকিলে তাহার স্থিতিই অসম্ভব হয়। জীবের সহিত সর্ব্বেশ্বরীর প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তি হইল।

দুইটী কর্ণের ভূষণ শব বা বাণ দুইটী—চন্দ্র এবং সূর্য্য। দক্ষিণা কালী দেবীকে উত্তরাভিমুখী মনে করিয়া কৃষ্ণবর্ণ আকাশ তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ কেশের স্থানীয় এবং সেই কেশদাম আলুলায়িত রহিয়াছে, মনে মনে এই চিত্র দেখিলেই বুঝিবে যে, পূর্ব্বচক্রবাড়ে পূর্ণিমার চন্দ্র এবং পশ্চিম চক্রবাড়ে অস্তগামী সূর্য্য, ইহারাই দেবীর দুই কর্ণের দুইটী বলয় স্বরূপ হইয়া আছে। ধূমাবতীর স্তোত্রে কর্ণভূষণের এইরূপ অর্থ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, যথা "বামে কর্ণে মৃগাঙ্কং প্রলয় পরিগতং দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বং"।

শবের করসংঘাত বিনির্ম্মিত কাঞ্চী—দেবীর শরীর যে ভূতপঞ্চক কর্ত্তৃক আবৃত রহিয়াছে, এই তথ্যের জ্ঞাপক। শব * শব্দের অর্থ জল। জল পঞ্চভূতের স্থানীয়। অতএব সৃষ্টিকর্ত্রী কালিকার আবরণ পঞ্চভূত। ফলতঃ আমরা পঞ্চভূতের কৃতি বা গুণই দেখিতে পাই। উহার ভিতরে আদ্যাশক্তির গূঢ়ভাবে অবস্থান অনুভব দ্বারা বুঝিতে হয়।

শ্মশানালয় বাস অর্থে—পঞ্চভূত মধ্যে অবস্থিতি † অর্থাৎ ভূতপঞ্চক যথায় অবস্থিতি করে সৃষ্টিশক্তি তাহাতেই অনুপ্রবিষ্টা।

---

* শব—জল (মেদিনী)

† শ্মশান—মহাভূতানি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেঽত্র শবোভূত্বা শ্মশানং তত্র্যতোঽভবৎ॥

শিবাগণ বেষ্টিত—অর্থে সমূহ মঙ্গল * দান বিশিষ্টা।

কালিকা দেবীর রূপক ধ্যানটীর উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে যে কয়েকটী সূত্রের সঙ্কলন হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। (৫) কৃষ্ণবর্ণত্ব—অপ্রতর্ক্যতা বা অপরিজ্ঞেয়তার বোধক (৬) মুণ্ডমালা—বর্ণমালার স্থানীয় (৭) ছিন্নমুণ্ড—জীবের অস্বাতন্ত্র্যতা। (৮) দিগম্বরত্ব সর্ব্বব্যাপকত্বের জ্ঞাপক, (৯) ঘোরদংষ্ট্রা—বিনাশ শক্তির বোধক, (১০) পীনোন্নত পয়োধর—পালনপটুতা, (১১) সৃক্কদ্বয় হইতে গলদ্রক্তা—বিনাশ হইতেই জীবের সৃষ্টি, এই তথ্যের প্রকাশ। (৮) বিপরীত-রতাতুরা, অর্থাৎ শক্তিনিবেশ ব্যতিরেকে শুদ্ধ কাল-স্বধর্ম্মে সৃষ্টি হয় না এই তথ্যের সংস্থাপন।

আরও কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকথিত চারিটী এবং এই আটটী সর্ব্বশুদ্ধ এই বারটী সূত্র অবলম্বনে যে আরও অনেকানেক দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার প্রদর্শন এবং সূত্রপ্রয়োগের কতকটা প্রণালীও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

(৬) তারা—দশমহাবিদ্যার প্রথমা বা আদ্যা কালিকা, দ্বিতীয়া তারা। শ্লোকাদিতে দুইটী নাম পর পর থাকে বলিয়াই যে, কালিকা প্রথমা এবং তারা দ্বিতীয়া, এমত নহে। কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি †। কথিত আছে যে, কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা-রূপ ধারণ করিলেন। কালিকা সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিণী।

তারা দেবীর ধ্যান এই—তিনি প্রত্যালীঢ় পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, খর্ব্বা, লম্বোদরী, ভীমা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা, নবযৌবনসম্পন্না, পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরপ্রদা, দক্ষিণভুজদ্বয়ে খড়্গাকর্ত্তৃ সমাযুক্তা, সব্যভুজদ্বয়ে কপালোৎপল সংযুক্তা, মস্তকে

---

* শিবা—শিবং কল্যাণং ভবতি অস্যা।

† "বিনিঃসৃতা যা দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃকায়তস্তদা।
ভিন্নাঞ্জননিভাকৃষ্ণা" কালিকা পুরাণ।

পিঙ্গোগ্রৈক জটা, অহিকোত্ত্যভূষিতা, ত্রিলোচনা, ললজ্জিহ্বা মধ্যাগতা ঘোরদংষ্ট্রা, করালবদনা, স্বাবেশে হাস্যমুখী, স্বালঙ্কার পরিহিতা, বিশ্ব-ব্যাপকতোয়-মধ্যাগত-শ্বেত-পদ্মোপরিস্থিতা।

(১) প্রত্যালীঢ়পদা—যুদ্ধ গমনোদ্যতা। বামাদিগের বামপদ অগ্রবর্ত্তী হয়, এ কথাটী অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত।

(২) ঘোরা—অর্থাৎ ভয়ানকা। কালিকার এবং তারার মূর্ত্তিতে রুদ্র এবং ভয়ানক রসের আবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মুণ্ডমালা বিভূষিতা—ষষ্ঠ সূত্রানুসারে দেবীর বিশ্বময়ীত্ব প্রখ্যাপিত হইল।

(৪) খর্ব্বা—কৌষিকী মূর্ত্তি হইতে নিঃসৃতা সুতরাং সেই সর্ব্বময়ী হইতে খর্ব্বাকার বিশিষ্টা।

(৫) লম্বোদরী—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীত্ব সূচিত হইল।

(৬) ভীমা—পূর্ব্বোক্ত 'ঘোরা' শব্দের দ্বারাও এই ভীমা বা ভয়ানকা ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

(৭) ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত—ব্যাঘ্র শব্দটী * গন্ধের উপাদান অর্থাৎ মৃত্তিকার বোধক। ধরিত্রী রূপিণী তারা মৃত্তিকাবরণে আবৃতা।

(৮) নবযৌবন সম্পন্না—ধরিত্রীর যৌবন অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং প্রসব ক্ষমতা চিরস্থায়ী।

(৯) পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতা—তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে তারার পঞ্চমুদ্রাকে পঞ্চকপাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কপাল † অর্থে জলধর বা মেঘ, অতএব পঞ্চ কপাল বা পঞ্চ মেঘ অর্থাৎ চারি দিক এবং পর্জ্জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ মেঘমালা।

---

* ঘ্রা গন্ধোপাদানে ইতি বি+আ+ঘ্রা ধাতু ক প্রত্যয়েন ব্যাঘ্রঃ। গন্ধবতী পৃথিবী।

† কপালঃ—কং জলং পালয়তি ধারয়তি ইতি কপালঃ মেঘঃ।

(১০) চতুর্ভুজা প্রথম সূত্রানুসারে পরব্রহ্মময়ী।

(১১) লোলজিহ্বা বিনাশোন্মুখতার জ্ঞাপক।

(১২) খড়্গা, কর্ত্তৃ, কপাল, উৎপল—খড়্গা কালের, কর্ত্তৃ জ্ঞানের পানপাত্ররূপ কপাল আকাশের এবং উৎপল জীবের বোধক।

(১৩) পিঙ্গোর্দ্ধৈক জটা—অন্য ধ্যানে এই জটার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "খং লিখন্তি জটামেকাং" পৃথিবীর বর্ণনাতেও লিখিত হইয়াছে—"মধ্যে পৃথিব্যা মন্ত্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরু হিরণ্ময়ঃ, যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতি সমুচ্ছ্রিতঃ।" অতএব সুমেরুর এই শৃঙ্গই ঐ জটাস্থানীয়।

(১৪) অক্ষোভ্যা ভূষিতা,—অক্ষোভ্য * অর্থে যাহা বিচলিত হয় না অখণ্ডদণ্ডায়মান আকাশ। তাঁহার আকার সর্পের আকার। সর্প কুণ্ডলী করিয়া বৃত্তাকার হয় বলিয়া উহা আদ্যন্তরহিত অনন্তের স্থানীয়। অতএব পৃথিবীর শিরোদেশে কপাল বা মেঘ এবং তাহার উপর অনন্ত আকাশ। তারা স্বয়ং ইহার প্রতি দেব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

"মমমৌলিস্থিতং দেবমনন্তাং পরিপূজয়েৎ"।

(১৫) ত্রিলোচনা—পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রানুসারে বিশ্বরূপিণী।

(১৬) জ্বলচ্চিতা মধ্যগতা—সর্ব্বদা সূর্য্যরশ্মি পরিবেষ্টিতা। পৃথিবীর ধ্যানেও তাঁহাকে "বহ্নি শুদ্ধাংশুকাধানাং" অগ্নি বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা বলা হইয়াছে।

(১৭) বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতা—পৃথিবী সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে "জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথাম্ভসে।"

(৮) ষোড়শী—কালী এবং তারামূর্ত্তিতে জগতিস্থ সৃষ্টিশক্তিকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া ধ্যানের উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে। ষোড়শীর ধ্যানে পালন কর্ত্তৃত্বের ভাবটাই প্রধান অবলম্বন। ষোড়শীতে যেমন

---

* অক্ষোভ্য—ক্ষুভ বিলোড়নে ইতি নঞ্পূর্ব্বক ক্ষুভ্ ধাতু ণ্য প্রত্যয়ে সিদ্ধ।

ঐশ্বর্য্যের তেমনি সৌন্দর্য্যের অতি বিপুল বিস্তার। ইহাঁরই সেবা করিয়া কামদেব স্বয়ং সৌন্দর্য্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ষোড়শী পাশাঙ্কুশ করা, রক্ত পদ্মোপবিষ্টা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, সজ্যধনু এবং পঞ্চবাণ-হস্তা; অর্থাৎ চতুর্হস্তা এবং ত্রিনেত্রা ষোড়শী দেবী পরব্রহ্মময়ী এবং বিশ্বরূপিণী হইয়াও বিশিষ্টরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রী-রূপেই প্রদর্শিতা। সেই জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবার নিমিত্ত পাশ এবং তাহাদিগকে প্রকৃত পথে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে সজ্যধনু চক্রাকারের এবং টঙ্কারের দ্যোতক বলিয়া একাধারেই কাল এবং আকাশের বোধক হইয়াছে। পাঁচটী বাণ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞাপক।

(চ) ভুবনেশ্বরী—ইনিও রক্তবর্ণা, চন্দ্র কিরীটিনী, তুঙ্গকুচা, নয়ন-ত্রয়যুক্তা, হাস্যমুখী, বর, পাশ, অঙ্কুশ, অভয়হস্তা। অতএব ভুবনেশ্বরী দেবীও জীবাধিষ্ঠাত্রী এবং জীবের পালনকর্ত্রী। ভুবনেশ্বরী বিশ্বময়ী, আনন্দময়ী, বরদাত্রী, অভয়দাত্রী, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সংযমকারিণী এবং তাহাদিগের প্রেরয়িত্রী। ভুবনেশ্বরীতে পাশ এবং অঙ্কুশ, চক্র এবং কর্ত্তরির স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বর এবং অভয় মুদ্রা, আকাশের এবং জীবের স্থান লইয়াছে।

(জ) দেবী অন্নপূর্ণা যদিও দশমহাবিদ্যার মধ্যে নামিত নহেন তথাপি ইনিও ভুবনেশ্বরী দেবীরই মূর্ত্তিভেদ এবং মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্মময়ীরূপে বর্ণিতা।*

অন্নপূর্ণার দুই হস্ত, তাঁহার এক হস্তে চসক বা পানপাত্র এবং অপর হস্তে দর্ব্বী বা হাতা। তাঁহার সম্মুখে চন্দ্র-শেখর এবং ত্রিনয়ন

---

* যামাহুরাদ্যাং প্রকৃতিং মুনীন্দ্রাঃ
পদ্মাং ত্রিশক্তিং শিবমন্নপূর্ণাং
নিত্যাঞ্চ দুর্গাং স্মরিতাং তথাদ্যাং
ভজামি নিত্যাং ভুবনেশ্বরীং তাং ॥

মহাদেব। তিনি দেবীর স্থানে ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করতঃ নৃত্য করিতেছেন এবং দেবী তদ্দর্শনে হাসিতেছেন।

এ স্থলে দেখা যায় যে, চষক বা পানপাত্র আধারগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা সর্ব্বাধার আকাশের স্থানীয়; সর্ব্বা বস্তুটীও পরিবর্ত্তন সমর্থ বলিয়া উহা মাস ঋতু প্রভৃতি কালের স্থানীয়। মহাদেব মূর্ত্তি বিরাট্‌রূপ এবং ভোজন গ্রহণ দ্বারা এবং নৃত্য বা স্পন্দনের দ্বারা জীবধর্ম্মের প্রকাশক। তদ্দর্শনে দেবীর হর্ষটী জ্ঞানের দ্যোতক।

(ঝ) দেবী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিটী সামান্য দৃষ্টিতে অতি বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি আপনার মস্তক ছিন্ন করিয়া হস্তে ধরিয়া আছেন এবং তাঁহার গলদেশ হইতে যে তিনটি রুধির ধারা নিঃসৃত হইতেছে তাহার একটী ধারা ঐ বিধৃত ছিন্নমস্তকের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং অপর দুইটী ধারা ডাকিনী এবং বর্ণিনী নামে দেবীর দুইটী সঙ্গিনী পান করিতেছে।

ছিন্নমস্তা দেবী মহাবিদ্যার অন্তর্নিবিষ্টা। ইঁহার মন্ত্রে দীক্ষা প্রচলিত আছে। ইনি মুক্তিদাত্রী, সুতরাং পরব্রহ্মের ভাব ইঁহার মূর্ত্তিতে থাকিবে। কিন্তু ইঁহার হাত দুইটীমাত্র; তাহার একটীতে অসি এবং অপরটীতে ছিন্নমুণ্ড। ছিন্নমুণ্ডটী অবশ্য ৭ম সূত্রানুসারে জীবের জ্ঞাপক এবং কর্ত্তরিটীও অহংরূপ জ্ঞানের বোধক। কিন্তু কাল এবং আকাশ বোধক পদার্থ কোথায়? ডাকিনী এবং বর্ণিনীতেই সেই দুইটী বস্তু রহিয়াছে। দেবীর বামপার্শ্বস্থিতা ডাকিনী যিনি "দন্ত পঙ্‌ক্তি বলাকিনী" বলিয়া বর্ণিতা তিনিই আকাশ স্থানীয়া। বলাকা অর্থে উড্ডীয়মান বকশ্রেণী। দন্ত-পংক্তি বলাকার ন্যায় বলায় সেই পংক্তির আধার শরীরটীকে আকাশ বলা হইল। আর দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিতা মূর্ত্তি যিনি "সদা দ্বাদশবর্ষীয়া" বলিয়া বর্ণিতা তিনিই কালের স্থানীয়া। দ্বাদশবর্ষীয়া বলায় উঁহাতে বর্ষ বা কালের নির্দ্দেশ করা হইল। ইঁহারাও দেবীর গলদেশ হইতে প্রকৃত যে রক্তধারা বা জীব-প্রবাহ তাহাতেই জীবমযী হইয়া আছেন।

ছিন্নমস্তাদেবী রক্তবর্ণা এবং ত্রিনেত্রা অতএব জীবময়ী-বিরাট্ মূর্ত্তি। এই জন্য উনি কাম এবং রতির উপর অধিষ্ঠানভূতা। ছিন্নমস্তাতে কালিকা দেবীর হস্ত বিধৃত ছিন্ন মুণ্ডের ভাব অতি বিস্পষ্ট হইয়াছে।

দেবতাদিগের ধ্যান ব্যাখ্যায় আর বাহুল্য না করিয়া যে কয়েকটা দেবতার পূজাদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত, এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাঁহাদের ধ্যানের স্থূলতাৎপর্য্যমাত্র নির্দ্দেশ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি, বস্তু, ক্রিয়া, ভাব প্রভৃতি সকলই দেবতাদিগের আধিভৌতিক অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

(ঞ) শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর নির্বৃতিদাতা,* ভগবদবতার নেতৃ-পুরুষ, চতুঃষষ্টি গুণযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। ইহাঁর ধ্যান, ধারণ, চিন্তাতে মানুষ সর্ব্বপ্রকার পাপবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(ট) শ্রীরাধা—সম্যক্সিদ্ধি বা মুক্তি। ইহাঁতে পূর্ণ জ্ঞানানন্দ বিরাজমান।

(ঠ) কার্ত্তিক—স্ত্রীসম্ভোগের আধিদৈবিকরূপ।

(ড) গণেশ—ভক্ষ্যগ্রহণের আধিদৈবিকরূপ।

(ঢ) লক্ষ্মী—ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী।

(ণ) সরস্বতী—গদ্য পদ্যময় বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী;

ষষ্ঠী—জীবের ষড়্ভাগের অর্থাৎ শৈশব এবং কৈশোর অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি কার্ত্তিকেয়পত্নী এবং স্বামিসন্নিধানে হাব ভাব কটাক্ষপূর্ণা আনন্দময়ী হইলেও শিশুসন্নিধানে ব্রহ্মচারিণী।†

---

* কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চনির্বৃতি বাচকঃ ইত্যাদি
ইতি গোপালতাপনীয় টীকা॥

† ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা
পুত্র পৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী
সুন্দরী যুবতী রম্যা সততং ভর্ত্তুরন্তিকে
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী।

(ত) শ্রীরামচন্দ্র—যোগিগণ যাঁহার চিন্তনে আনন্দানুভব করেন। ভগবদবতার আদর্শ পুরুষ।

(থ) মহিষমর্দ্দিনী—ইহাঁর ধ্যানের অবয়বীভূত বস্তুগুলির তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া বলা যাইতেছে।

১। জটাজুট সমাযুক্তা—তারাদেবীর জটা আছে, ইহাঁরও আছে। ইনি তারা প্রভেদেরই দেবতা।

২। অতসীপুষ্প বর্ণাভা—অতসীপুষ্প পীতবর্ণ এবং পীতবর্ণও রক্ত-বর্ণের ন্যায় জীবের বোধক।

৩। মহিষাসুর মর্দ্দিনী—মহিষ মৃত্যুর বাহন অর্থাৎ মৃত্যুতত্ত্ব। দেবী মৃত্যু ভয় বারিণী।

৪। দশবাহু সমন্বিতা—দেবতাদিগের তেজঃসমষ্টি বলিয়াই বর্ণিতা। দশদিকপালের অস্ত্র গ্রহণ করায় দশভুজা।

৫। অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা—সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথি দেবীর পূজার কাল। ঐ সময়ে আকাশে অর্দ্ধেন্দুই দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট বস্তুর সহিত মিল রাখিয়াই ধ্যানের প্রণয়ন হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দেবমূর্ত্তিতে আধি-ভৌতিক ভাব অনভিব্যক্ত থাকে না। পূজার কালটীও আশ্বিন মাস, যখন সিংহের পশ্চাতে বা পৃষ্ঠে সূর্য্যের কন্যা রাশিতে আবির্ভাব হয়।

৬। ত্রিশূল—মহাকালের বা সর্ব্বময়ের স্থানীয়।

৭। খড়্গ—খণ্ড কালের স্থানীয়।

৮। চক্র—বিষ্ণুর বা ব্যাপকের স্থানীয়।

৯। বাণ এবং চাপ—বায়ুর স্থানীয়।

১০। শক্তি—অগ্নির স্থানীয়।

১১। খেটক—যমের স্থানীয়।

১২। পাশ—বরুণের স্থানীয়।

১৩। অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা—ইন্দ্রের স্থানীয়।

১৪। পরশু—বিশ্বকর্ম্মার স্থানীয়।

১৫। বিশিরস্ক মহিষ—মৃত্যু-ভয়ের ছেদন।

১৬। শিরশ্ছেদোদ্ভব দানব—মৃত্যু-ভয়ের কোন একরূপ নাশে রূপান্তর প্রাপ্তি।

১৭। শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন—মহাকালের রূপস্বরূপ "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য দ্বারাই মৃত্যু-ভয়ের প্রকৃত রূপ নাশ হয়। বস্তুতঃ ঐ মহা-বাক্যের প্রভাবেই "নজায়তে ম্রিয়তে বা" এই উপনিষদ তথ্যের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। দেবতাদিগের অস্ত্র শস্ত্র বৈদিক মন্ত্রাদির নামমাত্র।

১৮। নাগপাশে বেষ্টিত—অনন্ত বন্ধনে সম্বদ্ধ।

১৯। সিংহ—সম্বিদ বা পূর্ণজ্ঞান।

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক বচন এই—

বুদ্ধ্যাদিষ্ঠাত্রী সা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী॥

অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সময়ে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেবমূর্ত্ত্যাদির ভৌতিক ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে যে ভাবে করা হইয়াছে উহাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। পুরাণাদিতে এবং উপনিষদের অনুকারী গ্রন্থাদিতেও কোন কোন দেবমূর্ত্তির ভৌতিক ব্যাখ্যা উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে এক আধটু স্বতন্ত্র ভাবে করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বলিতে যে কেবল উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র তাহা নহে; ঐ সকল পুরাণাদির ব্যাখ্যা মধ্যেও পরস্পর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে উপাসকগণ যিনি যেমন ভাল বুঝিবেন তিনি আপনার হৃদয়োত্থ ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অনুরূপ ভৌতিক ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। আর এক কথা এই কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মের হানি জন্মিতে পারে। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্ত্তির আধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল, তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন

করিয়া থাকিবে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা নয়। সত্তাই ব্রহ্ম। সত্তা এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষ নিবন্ধন দেবমূর্ত্ত্যাদির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কস্মিনকালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্‌বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে, যথা—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে।
যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ নিজ শক্তিদ্বারা নানারূপ প্রকট হইয়াছেন; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যান সৌকর্য্য। ভগবানের রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে দশটী মুখ্য।* [অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত]

তাহার পর বেদান্ত মধ্যে অনবগত-শাস্ত্রার্থ ব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্যবেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।"

যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিককালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধংকর্ত্তুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজো-বায়্বাকাশ মনোবুদ্ধ্যব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্ছন্দত্যাং পরিত্যজ্য অপরং অপরং ধ্যায়েৎ এবং পুরুষধ্যানমারভেত।

ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চ্চনা করিতে চায় আমি তাহাকেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধিকারের উপযুক্ত দেব মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থাং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধি সৌকর্য্যার্থ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা। সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং "সর্ব্বংসর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। সেই তথ্য প্রকট করাই এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। যদি সকল কৃত্যাদির প্রতিই এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় তবে অনেকানেক স্থলেই অতি অপূর্ব্ব তাৎপর্য্যের প্রকাশ হইয়া চিন্তাশীল অনুসন্ধায়ীর জ্ঞান এবং ভক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে।

———•••———